ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা

অর্থাৎ

সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ ।

প্রথম ভাগ ।

"সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" ও "কবি বিদ্যাপতি" প্রণেতা

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল,

প্রণীত ।

কলিকাতা,

১/১, শঙ্কর ঘোষের লেন, নব্যভারত বসুমতী যন্ত্রে,

শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত ও

২১০/৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী দ্বারা প্রকাশিত ।

খ্রীষ্টাব্দ ১৮৯৬ ।

মূল্য ৸৹ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন।

ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালার প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসিদ্ধ কতিপয় গ্রন্থকারের বিবরণ ইহাতে বহু আয়াসে সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহাদের সময় নির্ণয়ের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য বহুতর গ্রন্থকারের আবির্ভাবকাল নির্ণীত হইয়াছে। এইরূপ খণ্ডে খণ্ডে বিভিন্ন গ্রন্থকারদিগের জীবনী সঙ্কলিত করিয়া, প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল। বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী পাঠকবর্গের নিকট যথোচিত উৎসাহ পাইলে, ইহার দ্বিতীয়ভাগ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বহু যত্নের সহিত প্রুফ দেখিয়াছি। তথাপি পুস্তকের নানা স্থানে ভ্রম রহিয়াছে। তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

গয়া, জুন, ১৮৯৬। — বিনয়াবনত, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

উৎসর্গ পত্র

পরম ভক্তিভাজন

পণ্ডিতকুলশিরোমণি

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

মহোদয়ের

করকমলে

এই সামান্য গ্রন্থ

গ্রন্থকার কর্তৃক

অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত

উৎসর্গীকৃত হইল।

সূচীপত্র।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস—প্রথমভাগ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত ও সংবাদ পত্রের অভিমত।

"বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি অনেক পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া, এই সুবৃহৎ গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। আপনার বক্তব্য পাঠকবর্গকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকার প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তক সংস্কৃতজ্ঞ ও অসংস্কৃতজ্ঞ সকল প্রকার পাঠকেরই বিশেষ উপকারী হইবে বলিয়া, আমাদের বোধ হইতেছে।—তাঁহার বিচারশক্তি ও অনুসন্ধান-ক্ষমতা দেখিয়া, আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি।"

শক্তি,—(১২৯৫।১২ই অগ্রহায়ণ)।

"সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম ভাগের নানাস্থান পাঠ করিয়া অতীব প্রীত হইলাম। এই পুস্তকখানি বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসের উপক্রমণিকা স্বরূপ হইয়াছে। ইহাতে বৈদিক গ্রন্থাবলীর স্থূল স্থূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের আভাস দেওয়া হইয়াছে। তৎসঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় আর্য্য জাতির আচার ব্যবহারেরও কিছু কিছু বিবরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রায়শঃ আবশ্যক স্থলে প্রমাণ প্রদর্শন করাতে, গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রামাণিকত্ব দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সঙ্কলনের জন্য গ্রন্থকারের ভূরি পরিশ্রম ও প্রচুর গবেষণার নিদর্শন ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

আমার বিশ্বাস, যাঁহারা সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা করিতেছেন, তাঁহারাও এতৎপাঠে আহ্লাদিত হইবেন ও পাঠশ্রমের সফলতা অনুভব করিবেন। আমার মতে পুস্তকখানি সমাপ্ত হইলে, বাঙ্গলা সাহিত্যের একটী গুরুতর অভাব মোচন করিতে সক্ষম হইবে। পুস্তকের ভাষা সরল ও আড়ম্বরহীন।

(১২৯৫। ৩রা আশ্বিন)
গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ,
কলিকাতা।

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার,
সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক।

"It seems to me that the work deserves every encouragement. It is a very commendable effort, and as it is the first attempt of its kind, I think the Government of Bengal, if properly moved, may give some help."

13-9-88.
Begooserai, Monghyr.

ASUTOSH GUPTA M.A.,
Offg. Joint Magistrate.

"এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। আর্য্যজাতির ভারতে আগমন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ যুগ পর্য্যন্ত এই পুস্তকে গ্রন্থকার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি অতি ধীরভাবে বিশেষ বিবেচনার সহিত বেদ, পুরাণ, দর্শন, স্মৃতি, কাব্য, জ্যোতিষ, তন্ত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতি সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রত্যেক গ্রন্থ, গ্রন্থকারের পরিচয় এবং গ্রন্থোৎপত্তির সময় নির্দ্দেশ করিতে তিনি যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেছেন। সমালোচ্য গ্রন্থ এই প্রকাণ্ড

কাণ্ডের প্রথম খণ্ড মাত্র। এই অতি গুরুতর ব্যাপার সমাধা করিবার জন্ত—বিদ্যা চাই, বুদ্ধি চাই, অধ্যবসায় চাই, তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি চাই, সর্ব্বোপরি অর্থ ও অবসর চাই। অর্থ ও অবসরের কথা বলিতে পারি না—কিন্তু গ্রন্থকারের যে বিদ্যা, বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও বিচারশক্তি প্রচুর পরিমাণে আছে, আমরা তাহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থকার এই খণ্ডে বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। এই ভাবে সমগ্র গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে, গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষায় একটী গৌরবের সামগ্রী হইবে। যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য ভালবাসেন, তাঁহারা অবশ্যই এ গ্রন্থের আদর করিবেন এবং সাধ্যানুসারে গ্রন্থকারকে উৎসাহ প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই।

গরীব,—(১২৯৪।২৮শে অগ্রহায়ণ)।

"I have found great pleasure in perusing your book on the History of Sanskrit Literature. It will be a work of great value, and will surely receive public sympathy and patronage. The book, when completed, will likely supply a real and long-felt want."

7-1-89.
Maimensing.

GOPAL CHANDRA ACHARJYA,
Zamindar, Muktagacha.

"এই নাটক নভেলের দিনে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের ন্যায় গভীর গবেষণার পরিচায়ক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে দেখিলে, মনে অনেক আশার সঞ্চার হয়। সংস্কৃত সাহিত্য বিলুপ্ত প্রায়। এই লুপ্ত প্রায় রত্নের উদ্ধার জন্ত, যাঁহারা

খাটিতেছেন, তাঁহারা ধন্য। ত্রৈলোক্য বাবু যে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা শেষ করিতে পারিলে তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন।...আমরা আশা করি, দেশের শিক্ষিতমণ্ডলী গ্রন্থকারকে বিশেষ উৎসাহ দিবেন।

ঢাকা গেজেট,—(১২৯৫।২৩ মাঘ)।

"I have read the first part of the History of Sanskrit Literature with much interest. It is, I think, the first attempt of its kind in Bengali. The learned author has written his history from the Vedas to the Upanishads. He has shown great ability, and a thorough acquaintance with the earliest expressions of human thought. His account is full and instructive. His work is a really useful one and deserves success and every encouragement. I hope my countrymen will lend him their helping hands, so as to enable him to complete his herculean task.

7-1-1889. Begooserai, Monghyr. — ASUTOSH GUPTA, M.A., *Offg. Joint Magistrate.*

"...The cursory way in which I have been able to look through your learned work, does not justify me in giving an opinion on a work of such nature. You have certainly collected a vast deal of information, which will be new to most of our countrymen; but if you could have put it in a little more popular way, your work would, I am sure, have cammanded a large circulation. The attempt is the first of its kind in our language."

R. C. DUTTA ESQR., B.A., I.C.S., C.I.E.,

6-2-1889. Maimensing. — *Magistrate & Collector, (Commissioner of Orissa.)*

"……গ্রন্থকার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের হীনাবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া, এই সুবৃহৎ ব্যাপারে হাত দিয়াছেন।…তিনি এই গ্রন্থে বৈদিক সংহিতা হইতে আরম্ভ করিয়া উপনিষদ্ পর্য্যন্তের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়াছেন। বাঙ্গালাভাষায় তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি। তিনি অতি বিশুদ্ধ ভাষায়, উপন্যাসের ন্যায় মধুর করিয়া, ইহা লিখিয়াছেন। পড়িতে আরম্ভ করিলে, শেষ না করিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয় না। তাঁহার গবেষণা এবং বিজ্ঞতার পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া কঠিন। এই পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় তাহার পরিচয় রহিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের এরূপ গবেষণাপূর্ণ বিস্তৃত ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। গ্রন্থকারের নাম কৃতজ্ঞতার স্বর্ণাক্ষরে বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে লেখা থাকিবে। আশা করি, তিনি বঙ্গদেশে বিশেষরূপে আদৃত হইবেন।…বাঙ্গলা ভাষার হিতৈষী এবং অনুরাগী ব্যক্তিগণের পুস্তকালয়ে এ অমূল্য গ্রন্থ যে স্থান পাইবে, এ বিষয়ে আমাদের একটুও সন্দেহ নাই।" নব্যভারত—(১২৯৫ । পৌষ)।

"In History and Geography, 115 works were registered. They include the first instalment of a History of Sanskrit Literature from the Vedic period to the present day, by Babu Trailokya Nath Bhattacharyya, which seems likely to be valuable." *Presidential Annual Address of the Asiatic Society of Bengal for 1890 (Proceedings of A. S. B. for 1890, page 63.)*

"…Your book is very interesting indeed, and far above the ordinary run of books that are produced now-a-days. You have shown considerable research and originality, and I shall be very glad,

if the public patronage is sufficiently encouraging to make you go on and complete the work, which, when finished, will be a valuable contribution to our knowledge of the Ancient Sanskrit Literature. If I have one suggestion to make, it is this, that your diction might be simpler."

25-2-1889.
Calcutta.

K. G. GUPTA ESQR I.C.S.,
Commissioner of Excise, Bengal.

"কবি বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিবৃন্দের জীবনী" সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমত।

"এই গ্রন্থে প্রধানতঃ বিদ্যাপতির এবং সংক্ষেপে অন্যান্য অনেক বৈষ্ণব কবির জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত বিদ্যাপতির জীবনী সম্বন্ধে যত গুলি আলোচনা বাহির হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহার সকল গুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন এবং নানা স্থান হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইতিহাসজ্ঞ ত্রৈলোক্য বাবু এই গ্রন্থে যেরূপ সতর্কতা ও ভূয়োদর্শন সহকারে আপন মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উপর আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি।" (সাধনা)

ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা।

প্রথমভাগ।

মহাকবি ভবভূতি।

সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি ভবভূতি অতি উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়া আছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে কালি-দাস ভিন্ন অন্য কেহই ভবভূতির সহিত কবিত্ব বিষয়ে তুলিত হইতে পারেন না। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। এই নিমিত্ত তিনি "বশ্যবাক্" ও "শ্রীকণ্ঠ" নামে স্বসাময়িক কবিদিগের নিকট সুপরিচিত ছিলেন। তিনি "বীরচরিত", "উত্তরচরিত" ও "মালতীমাধব" নাটক লিখিবার পূর্ব্বে বহুবর্ষ অধ্যয়নে অতিবাহিত করিয়া, সংস্কৃত রচনায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার রচিত নাটকত্রয়ে ভবভূতির সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির বহুতর নিদর্শন বিদ্যমান আছে। অতি কঠিন ছন্দে তিনি অনায়াসে কবিতা রচনা করিয়া, পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার কবিতায় কষ্টকল্পনার লেশমাত্র অনুভূত হয় না। যে স্থলে যে শব্দ প্রয়োগ করা উচিত, সেই স্থলে তিনি তাহাই সন্নি-বেশিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রযুক্ত প্রত্যেক শব্দের সার্থকতা

আছে। তিনি প্রায় কোনও স্থলে নিরর্থক শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। বিষয় সন্নিবেশে, ছন্দোবন্ধের পারিপাট্যে, ভাষার মাধুর্য্যে ও উচ্চতায়, ভাবের প্রগাঢ়তায়, কল্পনার চিত্তোন্মাদকতায়, এবং কবিত্বের রসানুভাবুকতায় সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই নাই। তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা যে কাব্য রচনা করিয়াছে, মহাকবি কালিদাস ভিন্ন অপর কেহই প্রতিভাবলে সেরূপ অমৃতোপম কবিতা রচনা করিতে পারেন নাই। কালিদাসের ন্যায় ভবভূতির রচিত কবিতার অক্ষরে অক্ষরে ও পদে পদে সুধা স্রবিত হইতেছে। তিনি প্রকৃতির ভীমকান্ত প্রতিকৃতি অঙ্কনে, এবং মানবহৃদয়ের আভ্যন্তরিক গূঢ়তম ভাব রাশির বিশ্লেষণে, স্থলে স্থলে মহাকবি কালিদাসকেও অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি নবরসের যথাযথ বর্ণনায় অলৌকিক প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন। মানবচরিতের বিশ্লেষণে ও বিভিন্ন রসের অবতারণায় বর্ণনাতীত নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক, ভবভূতি কাব্যামোদী জগতকে মোহিত ও স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন।

অতি উচ্চদরের প্রতিভা ও অসামান্য কবিত্বশক্তি লইয়া ভবভূতি জন্মগ্রহণ করেন। বীর, শান্ত, করুণ, ভয়ানক ও শৃঙ্গারাদি রস তাঁহার বর্ণনার নৈপুণ্য ও মাধুর্য্যে পাঠকের সমক্ষে জীবন্তভাবে অবতীর্ণ হইয়াছে। বীরচরিতে বীররস, উত্তরচরিতে করুণ ও শান্ত রস, এবং মালতীমাধবে শৃঙ্গার রসের মাহাত্ম্য অমৃতনিস্যন্দিনী ও মাধুর্য্যময়ী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। যতদিন সংস্কৃত সাহিত্য বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন মহাকবি ভবভূতির নাম জগতের ইতিহাস হইতে কস্মিন্‌কালেও বিলুপ্ত হইবে না। তিনি কেবল ভারতবর্ষের কবি নহেন, জগতের কবি।

জগতের বিভিন্নজাতীয় মহাকবিদিগের সহিত তুলনায় ভবভূতির গৌরব ও মাহাত্ম্য চিরকাল অব্যাহত থাকিবে। যত প্রথম শ্রেণীর নাটক প্রণেতা ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া বিভিন্নজাতীয় সাহিত্যকে স্ব স্ব প্রতিভাবলে গৌরবান্বিত এবং মানবজাতিকে তাঁহাদের অতুলনীয় কবিত্বের রসাস্বাদনে কৃতার্থ করিয়াছেন, ভবভূতি তাঁহাদের অন্যতম বলিয়া চিরকাল গণ্য থাকিবেন।

ভবভূতির কবিতায় ও কাব্যে দোষের লেশমাত্র নাই, এই-রূপ নির্দ্দেশ করিলে, সত্যের অপলাপ করা হয়। দোষশূন্য মনুষ্য এই নরলোকে কখনও অবতীর্ণ হয় নাই। দোষশূন্য কবিও পৃথিবীতে কস্মিন্‌কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ভবভূতি মহাকবিদিগের অন্যতম হইলেও, তাঁহার রচিত কাব্য ভ্রমপ্রমাদ রহিত বা সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ হয় নাই। কিন্তু দোষের ভাগ এত সামান্য যে তাহা সহজেই উপেক্ষণীয় হইতে পারে।

ছন্দের অনুরোধে স্থানে স্থানে নিরর্থক শব্দ সংযোজিত হইয়াছে। অপ্রচলিত ও দুরূহ শব্দ স্থানে স্থানে প্রযুক্ত হইয়া, অর্থবোধ আয়াসসাধ্য করিয়া তুলিয়াছে। অতি দুরুচ্চার্য্য ও দীর্ঘসমাসবদ্ধ গদ্য পদ্যের একত্র সমাবেশে, সহজে অর্থগ্রহের বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। কবির উৎকট বর্ণনায় স্থানে স্থানে অতিরঞ্জিত অতিশয়োক্তি পাঠককে অত্যন্ত বিরক্ত ও ধৈর্য্যচ্যুত করিয়া থাকে। ভাবের আবেগের আতিশয্যে তদুপ-যোগী ভাষার অভাবে কোন কোন স্থল অতি অস্পষ্ট ও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। জগদ্বিখ্যাত কবিশিরোমণি সেক্সপিয়ারের কাব্যেও এবম্বিধ ভাবাতিশয্য-দোষের অসদ্ভাব নাই।

ভবভূতি রামচরিত অবলম্বনে সর্ব্বপ্রথম নাটক প্রণয়ন

করেন। তিনি সর্ব্ব প্রথমে বীরচরিত রচনা করেন। বীর-চরিত ভবভূতির প্রথম বয়সের রচনা বলিয়া, তাহাতে তাঁহার কবিত্বশক্তির সবিশেষ পরিস্ফূর্ত্তি লাভ করে নাই। তিনি রামায়ণের প্রথমাবধি ষষ্ঠ কাণ্ডের উপাখ্যান ভাগ অবলম্বনে, সাত অঙ্কে বীরচরিতে রামচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। উপাখ্যান ভাগ রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়া, ভবভূতি কল্পনা বলে নানা-বিধ দৃশ্য ও চরিত্র বীরচরিতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। রামায়ণের বর্ণিত ১৫ বৎসরের ঘটনা এক দিনে সংঘটিত বলিয়া, প্রথম অঙ্কে প্রদর্শিত হইয়াছে। রামচরিত্রের যথোপযুক্তরূপে সংক্ষিপ্ততা বিধান পূর্ব্বক তিনি নাটক রচনা করিতে পারেন নাই। রামায়ণের ন্যায় মহাকাব্যেকে নাটকাকারে পরিণত করিতে ভবভূতি কৃতকার্য্য হন নাই। বীরচরিতের চরিত্রগুলি যথোচিত ভাবে অঙ্কিত হয় নাই। নাটকীয় ঘটনা অপেক্ষা বর্ণনার আতিশয্য কোন কোন অঙ্কে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। কবির মানবচরিত্র-বিশ্লেষণের অসীম ক্ষমতা, এই নাটকে সবিশেষ প্রদর্শিত হয় নাই। ভবভূতির রচিত নাটকত্রয়ের অপর কোন গ্রন্থেই বীরচরিতের ন্যায় পূর্ব্ববর্ণিত দোষগুলির এত অধিক সমাবেশ দেখা যায় না। উৎকট বর্ণনা ও অতিশয়োক্তিতে বীর-চরিত প্রসিদ্ধ। তিনি অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া, অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। রামায়ণের ন্যায় মহাকাব্যকে নাটকাকারে পরিণত করিতে, ভবভূতির ন্যায় মহাকবির প্রতিভা ও কল্পনা অকৃত-কার্য্য হইয়াছে।

বীরচরিতের পর "উত্তররামচরিত" বিরচিত হয়। উত্তরচরিত নাম হইতেই ইহা স্পষ্ট অনুভূত হয়। রামায়ণের শেষকাণ্ড

অবলম্বনে ভবভূতি উত্তরচরিত রচনা করেন। এই উত্তরচরিত অবলম্বনে, পণ্ডিতচূড়ামণি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ "সীতার বনবাস" বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হয়। এই উত্তর-চরিতের বিস্তীর্ণ সমালোচনা করিয়া, বাঙ্গালার লেখকচূড়ামণি বঙ্কিম বাবু কৃতার্থ হন এবং বাঙ্গালীর নিকট ভবভূতির মাহাত্ম্য সর্ব্ব প্রথম বিশেষভাবে প্রচার করেন।

উত্তরচরিতে রামচরিতের কয়েকটী মাত্র ঘটনা লইয়া, ভবভূতি আপনার অলৌকিক প্রতিভা ও অসামান্য কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। উত্তরচরিতে নানাবিধ ঘটনার সন্নিবেশ নাই। ইহাতে বহুতর চরিত্রের সমাবেশ নাই। ইহার নাটকীয় ইতিবৃত্ত একান্ত সরল। বিবিধ চরিত্রের সমাবেশ ও বিশ্লেষণের অভাব থাকা সত্ত্বেও,কবির অতুলনীয় প্রতিভা উত্তর-চরিতকে অতি উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর দৃশ্য কাব্যে পরিণত করিয়াছে। ইহার বর্ণনীয় বিষয় অতিচমৎকার ও কৌতুহলোদ্দীপক। ইহার ভাষা অতি মধুর ও প্রাণস্পর্শী। ইহার ভাব অতিউচ্চ ও গভীর। উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্ক পাঠ করিতে করিতে, অতি কঠোর পাষণহৃদয়ও বিগলিত হয়। যে কয়টী চরিত্র ইহাতে প্রধানতঃ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ভবভূতি তাহাদের অঙ্কনে ও বিশ্লেষণে আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রধান ও আনুসঙ্গিক ঘটনার যথাযথ বর্ণনায়, বিভিন্ন চরিত্রের যথোচিত বিশ্লেষণে,—কবির অসাধারণ শিল্পকুশলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। করুণরসের উদ্দীপনে উত্তরচরিত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মহাকবি কালিদাসের "অভিজ্ঞানশকুন্তলা" ও "বিক্রমোর্ব্বশী" এবং ভব-

ভূতির স্বরচিত "মালতীমাধব" ভিন্ন সংস্কৃতসাহিত্যে অন্য কোন নাটকই "উত্তররামচরিতের" সহিত তুলিত হইতে পারে না।

বীরচরিত ও উত্তরচরিত নাটকের উপাখ্যানভাগ মাত্র মহর্ষি বাল্মীকির রচিত রামায়ণ মহাকাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। রামোপাখ্যানের জন্য ভবভূতি বাল্মীকির নিকট ঋণী বলিয়া, উত্তরচরিতের প্রস্তাবনায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। উত্তরচরিতের অধিকাংশ দৃশ্য কবির অসামান্য প্রতিভা ও কল্পনায় সৃজিত হইয়া, তাঁহার অলৌকিক শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। উত্তরচরিতের চতুর্থ অঙ্কের দৃশ্য মহাভারতের অন্তর্গত অশ্বমেধ পর্ব্ব হইতে আহরিত হইয়াছে।

মালতীমাধব উত্তরচরিতের পরে রচিত হয়। ইহাতে কবি আপনার অলৌকিক কবিত্ব ও প্রতিভার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। নাটকীয় যাবতীয় ঘটনা কবি কল্পনাবলে সৃজন করিয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রেমের বৈচিত্র ও বিভিন্ন প্রতিকৃতি প্রদর্শন করিয়াছেন। মালতীমাধব ভবভূতির রচিত তিনখানি নাটকের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রেমের বিভিন্ন ভাব এই নাটকে অতি দক্ষতা ও সুকৌশলের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। মালতী ও মাধবের অতি গভীর প্রেমের কাহিনী এই নাটকের বর্ণনার বিষয়। কালিদাসের রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' ও 'বিক্রমোর্ব্বশী' হইতে ভবভূতি এই নাটক রচনার কালে যৎসামান্য সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। বিক্রমোর্ব্বশীর সহিত মালতীমাধব অনেকাংশে তুলিত হইতে পারে। মালতীমাধবের নবমাঙ্ক, বিক্রমোর্ব্বশীর চতুর্থাঙ্কের সর্ব্বাংশে অনুরূপ। মালতীমাধবে ভবভূতির কবিত্ব ও প্রতিভা পরিপক্কতার চরম সীমা

লাভ করিয়াছে। মানবহৃদয়ের গূঢ়তম ভাবের যথাযথ বিশ্লেষণের ক্ষমতা এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের অতি অদ্ভুত ও যথাযথ বর্ণনা, উত্তরচরিত অপেক্ষা মালতীমাধবে অধিক মাত্রায় দৃষ্ট হয়।

ভবভূতির রচিত কাব্যের যথোচিত সমালোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভবভূতির সময় নিরূপণের চেষ্টা করিব। তিনি স্বরচিত বীরচরিত ও মালতীমাধব নাটকের প্রস্তাবনায় অতি সংক্ষেপে আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহা হইতে এই মাত্র জানা যায় যে, পদ্মাবতী নগরে ব্রাহ্মণকুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

এই পদ্মাবতী নগরীর অবস্থান অদ্যাপি নিশ্চিতরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। অধ্যাপক উইলসনের মতে এই পদ্মাবতী বিদর্ভ (বেরার) দেশে অবস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে। পক্ষান্তরে তিনি মালবের সুবিখ্যাত রাজধানী উজ্জয়িনী নগরীকেও পদ্মাবতী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে সংস্কৃতবিৎ উইলসন সাহেব কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। *

অনুমান খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন সপ্তম শতাব্দীতে আর্য্য উপনিবেশের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য সভ্যতা ও সাহিত্য, দক্ষিণাপথে সর্ব্বপ্রথম প্রবিষ্ট হয়। উত্তর সরকার দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে আর্য্যগণ দক্ষিণাপথে প্রবিষ্ট হইয়া কলিঙ্গ ও বিদর্ভে (বেরার) সর্ব্ব প্রথম বসতি স্থাপন করেন। আর্য্যগণের প্রতিষ্ঠার পর হইতে বিদর্ভ মহা পরাক্রান্ত রাজ্যে পরিণত হয়। রামায়ণের

* Mrs. Manning, "Ancient and Mediæval India" 1869, (II. 217.)

কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে ও মহাভারতের বন-পর্ব্বে এই বিদর্ভ রাজ্যের স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ রহিয়াছে।

এই বিদর্ভদেশের অন্তর্গত পদ্মাবতী নগরে মহাকবি ভবভূতি কাশ্যপগোত্রজ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাপক উইলসন এই মতেই অধিক আস্থাবান হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার মতে পদ্মনগরে ভবভূতির জন্ম হয়। "মালতী-মাধবের" বর্ণিত এই পদ্মাবতীকে তিনি কখনও উজ্জয়িনী, কখনও বেরারের অন্তর্গত পদ্মনগর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বরচিত বীরচরিত ও উত্তরচরিত নাটকে তিনি দক্ষিণাপথের নদ, নদী, গিরি, বন, সরোবর ও প্রস্রবণাদির বর্ণনায় যেরূপ অদ্ভুত দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে অনুমান হয় যে তিনি দণ্ডকারণ্য, পঞ্চবটী, গোদাবরী নদী ও জনস্থানাদি প্রদেশ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া থাকিবেন। তাঁহার রচিতগ্রন্থে দক্ষিণাপথের নানা স্থানের যেরূপ উৎকৃষ্ট ও মনোহর বর্ণনা আছে, সেরূপ ভাবে আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত উজ্জয়িনী নগরী ভিন্ন কোনও স্থান বর্ণিত হয় নাই। ইহা হইতে উইলসন সাহেবের অনুমানের সারবত্তা উপলব্ধি হইতেছে। "মালতীমাধবের" নবম অঙ্কে তিনি উজ্জয়িনী নগরী ও তৎচতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের এমন উৎকৃষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন, যে তাহা হইতে ভবভূতিকে উজ্জয়িনীবাসী বলিয়াও অনুমান করা যাইতে পারে।

পক্ষান্তরে বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আনন্দরাম বড়ুয়ার *

* এই সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত আসাম প্রদেশের অন্তর্গত গৌহাটী নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গঙ্গারাম বড়ুয়া এবং মাতার নাম দুর্লভেশ্বরী। জানকীরাম নামে তাঁহার যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, সেই ভ্রাতার নামে তিনি মহাকবি ভবভূতির "মহাবীরচরিত" নাটকের টীকা রচনা

মতে ভবভূতি উজ্জয়িনী নগরে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার রচিত নাটকগুলি উজ্জয়িনীর সুপ্রসিদ্ধ কাল-প্রিয়নাথ মহাদেবের মন্দিরে সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়। তাঁহার নাটকের প্রস্তাবনা দৃষ্টে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ১৮৭৮ খৃঃ তিনি ভবভূতির কাব্যের সংক্ষিপ্ত সমালোচন সহ তাঁহার সময় নির্দ্দেশের যথোচিত চেষ্টা করেন। তদবধি এই

করিয়া, ১৮৭৭ খৃঃ সটীক "মহাবীরচরিত" প্রকাশ করেন। মহাবীরচরিতের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট টীকা আমরা দেখি নাই। ১৮৭৮ খৃঃ তিনি স্বসম্পাদিত নাটকের ভূমিকারূপে "Bhavabhuti and his place in Sanskrit Literature" নামে ইংরেজী ভাষায় এক বহুগবেষণাপূর্ণ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ভবভূতির সম্বন্ধে ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এ পর্য্যন্ত কাহারও লেখনী হইতে বহির্গত হয় নাই। অকালে তাঁহার মৃত্যু না ঘটিলে, তাঁহাদ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভূত উপকার সাধিত হইত।

তিনি ১৮৬৯ খৃঃ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে B.A. পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া, অবিলম্বে 'সিবিল সারভিস্' পরীক্ষা প্রদান মানসে বিলাত গমন করেন। তৎপর বৎসর তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও "সিবিল সার্ভিস" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭২ খৃঃ Middle Temple হইতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, বাঙ্গালায় প্রত্যাবৃত্ত হন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৮৮৯ খৃঃ জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি নোয়াখালি জিলার মেজিষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বহুতর টীকাকারের টীকা সহ "অমরকোষ" ও প্রাদেশিক শব্দের অর্থ সহ বাঙ্গালাভাষায় সুবিস্তীর্ণ অভিধান প্রকাশের উদ্যোগে ছিলেন। তাঁহার প্রচারিত গ্রন্থের মধ্যে Practical English-Sanskrit Dictionary, Higher Sanskrit Grammar, Sanskrit Prosody (Sanskrit Grammar, X) এবং ধাতুবৃত্তি-পাঠ অতি প্রসিদ্ধ।

পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভবভূতির আবির্ভাবকাল নিরূপণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব এবং সুপণ্ডিত বড়ুয়া মহোদয়ের অনুমানের অমূলকতা প্রদর্শন করিব।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে রামায়ণের বর্ণিত রামচরিত অবলম্বনে ভবভূতি সর্ব্বপ্রথমে নাটক প্রণয়ন করেন। তিনি বীরচরিতের প্রস্তাবনায় কবিকুলগুরু মহর্ষি বাল্মীকির বন্দনা করিয়াছেন। বীরচরিতে তিনি রাক্ষস জাতিকে "এমন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যে তাঁহাদের প্রতি পাঠকের সহানুভূতির উদ্রেক হইতে পারে। মহর্ষি বাল্মীকির বর্ণিত অনার্য্য রাক্ষস জাতি হইতে, ভবভূতির বর্ণিত রাক্ষসগণ অনেকাংশে শ্রেষ্ট। তাঁহারা সর্ব্বাংশে আমাদের অনুরূপ; সুতরাং রাক্ষসজাতির প্রতি ভবভূতির পাঠক সহজেই আকৃষ্ট হয়। কিন্তু রাক্ষস-চরিতের উৎকর্ষতা সাধনে, তিনি রামচরিতের মহত্ব অব্যাহত রাখিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলার কবিকুলশিরোমণি মধুসূদন দত্ত "মেঘনাদবধ" কাব্যে রাবণ ও মেঘনাদের চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধন করিতে গিয়া, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের চরিত্র হেয় ও নিকৃষ্টবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন।"

রামচরিত অবলম্বনে যে সকল নাটক সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছে, ভবভূতির প্রণীত "বীরচরিত" ও "উত্তরচরিত" তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই সকল নাটকের রচনা-কাল নির্দ্দেশ করিতে পারিলে, তাহাদের পূর্ব্বতন ভবভূতির সময় নির্দ্দেশ অপেক্ষাকৃত অল্পায়াস সাধ্য হইতে পারে।

মধুসূদন মিশ্র রামচরিত অবলম্বনে চতুর্দ্দশ অঙ্কে "মহানাটক"

রচনা করেন *। তিনি মথুরা দেশে আবির্ভূত হন। ইহাতে নাটকীয় প্রস্তাবনা বা কথোপকথন দৃষ্ট হয় না। এই নাটক আদ্যোপান্ত শ্লোকময়। ইহা হইতে কোনও কবিতা কোন প্রচলিত অলঙ্কার গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখা যায় না। মম্মট ভট্টের "কাব্যপ্রকাশ", ধনঞ্জয়ের "দশরূপ," ভোজদেবের "সরস্বতী কণ্ঠাভরণ" এবং বিশ্বনাথ কবিরাজের "সাহিত্যদর্পণ" নামক অলঙ্কার গ্রন্থে "হনুমন্নাটক" বা "মহানাটক" হইতে কোনও শ্লোক উদ্ধৃত হয় নাই। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, যে দামোদর মিশ্র বা মধুসূদন মিশ্র এই সকল অলঙ্কার

* মাথুর-ব্রাহ্মণ মোহনদাস মিশ্র চৌবে (চতুর্ব্বেদী) 'হনুমন্নাটকদীপিকা নামে ইহার একখানি টীকা রচনা করেন। তন্মধ্যে মহানাটক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কিংবদন্তী দেখিতে পাওয়া যায়। মোহনদাস খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। রামচন্দ্রের প্রিয়ভক্ত কপীশ্বর হনুমান এই নাটক রামচরিত অবলম্বনে রচনা করেন। তিনি প্রস্তরে নাটকীয় শ্লোকগুলি উৎকীর্ণ করিয়া রাখেন। এই নাটক পড়িয়া, মহর্ষি বাল্মীকি ইহার রচনার মাধুর্য্যে অত্যন্ত মোহিত হন। তাঁহার রচিত রামায়ণ আর কেহ পড়িবে না, এই ভয়ে অভিভূত হইয়া, মহর্ষি উক্ত খোদিত প্রস্তরখণ্ডগুলি অবিলম্বে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপের জন্য কপিকেশরী হনুমানকে বিশেষ অনুরোধ করেন। মুনিঠাকুরের অনুরোধে বাধ্য হইয়া হনুমান তাহা সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করেন। ধারানগরীর সুপ্রসিদ্ধ অধিপতি ভোজরাজের সভাসদ দামোদর মিশ্র বহু আয়াসে সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রস্তরগুলি উত্তোলিত করেন এবং তাহার পাঠ উদ্ধার পূর্ব্বক লোক সমাজে "হনুমন্নাটক" প্রচারিত করেন। প্রবাদ আছে যে এই দামোদর মিশ্রের ন্যায় মহাকবি কালিদাসও ভোজরাজের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। এই ভোজরাজ ১০১৮-৫৩ খৃঃ পর্য্যন্ত মালবের অন্তর্গত ধারা নগরে রাজত্ব করেন।

"রচিতমনিলপুত্রেনাথ বাল্মীকিনাব্ধৌ, নিহিতমমৃতবুদ্ধ্যা প্রাঙ্মহানাটকংযৎ।
সুমতিনৃপতিভোজেনোদ্ধৃতং তৎক্রমেণ, গ্রথিতমবতু বিশ্বং মিশ্রদামোদরেন॥"

গ্রন্থ রচনার পরে হনুমন্নাটক রচনা করেন। মাথুর-ব্রাহ্মণ মধুসূদন মিশ্র খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হন।

এই চারিখানি অলঙ্কার গ্রন্থের মধ্যে ধনঞ্জয়ের "দশরূপ" সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ধনঞ্জয় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম বিষ্ণু। ধনঞ্জয় ধারার অধীশ্বর প্রমরবংশীয় ক্ষত্রিয় নরপতি বাক্‌পতি মুঞ্জরাজের সভাসদ ছিলেন। "বেণীসংহার" নাটক হইতে শ্লোকমালা, উদাহরণস্থলে এই দশরূপের নানাস্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি স্বরচিত দশরূপের শেষে আত্মপরিচয় প্রদান কালে আপনাকে বিষ্ণুর পুত্র ও মুঞ্জরাজের সভাসদ বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"বিষ্ণোঃ সুতেনাপি ধনঞ্জয়েন
বিদ্বন্মনোরাগনিবন্ধহেতুঃ।
আবিষ্কৃতং মুঞ্জ মহীশ-গোষ্ঠী-
বৈদগ্ধ্যভাজা দশরূপমেতৎ॥ (দশরূপ)

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনের সভাসদ হলায়ুধ স্বরচিত "মৃতসঞ্জীবনী ছন্দোবৃত্তি" গ্রন্থে "দশরূপ" কে প্রমাণস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। বাক্‌পতি মুঞ্জরাজের নামাঙ্কিত এবং ৯৭৪ ও ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত দুইখানি শাসনলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাক্‌পতি চেদীরাজ্যের অধিপতি হৈহয়বংশীয় যুবরাজ দেবকে রণে পরাজিত করেন। বাক্‌পতি মুঞ্জ সুবিখ্যাত ভোজরাজের পিতৃব্য ছিলেন।

ডাক্তার মিত্রের মতে মুঞ্জের পর ভোজরাজ ধারার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, ১০২৬-৮৩ খৃঃ পর্য্যন্ত ৫৭ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ভোজদেব চেদীর কর্ণদেব, গুজরাটের ভীমদেব এবং

চালুক্যরাজ সোমেশ্বর দেবের সমসাময়িক রাজা ছিলেন। অনেকানেক বিভিন্নদেশীয় পণ্ডিত ও বিদ্বান্ ব্যক্তি তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করেন। "ভোজপ্রবন্ধ" নামক পদ্যময় পুস্তকে তাঁহার অবদান পরম্পরা বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকের মতে ৫০% প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার প্রমরবংশীয় ভোজরাজের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। এই ভোজরাজের সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। তিনি যেমন বিদ্বান্ ও পণ্ডিতবর্গের আশ্রয়দাতা ছিলেন, সেইরূপ স্বয়ং নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" নামে অলঙ্কার গ্রন্থ তিনি স্বয়ং রচনা করেন। তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। এই সকলের বিবরণ তাঁহার জীবনীতে পশ্চাৎ স্বতন্ত্র প্রস্তাবে উল্লিখিত হইবে। এই স্থলে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম বা মধ্যভাগে "সরস্বতী কণ্ঠাভরণ" ভোজরাজ কর্ত্তৃক রচিত হয়। দণ্ডী আচার্য্যের "দশ কুমার চরিতের" আরম্ভে যে শ্লোক আছে, তাহা ইহাতে উদাহরণস্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে।

কাশ্মীরী পণ্ডিত মম্মট ভট্টের সুবিখ্যাত "কাব্যপ্রকাশ". খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি প্রাগুক্ত ভোজদেবের উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মাধবাচার্য্য স্বরচিত গ্রন্থে "কাব্য প্রকাশের" উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জের অধীশ্বর বিজয়চন্দ্রের আদেশে দ্বাবিংশতি সর্গে "নৈষধচরিত" নামে প্রসিদ্ধ কাব্য রচনা করেন। এই বিজয়চন্দ্র ১১৬৩-৭৫ খৃঃ পর্য্যন্ত কনোজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত তিনখানি অলঙ্কার গ্রন্থের এক খানিতেও

"নৈষধচরিত" কাব্যের কোন শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায় না, কিন্তু "কুবলয়ানন্দে" উদ্ধৃত হইয়াছে। রাজকৃষ্ণ বাবু ও ডাক্তার হল সাহেবের মতে ভোজরাজের "সরস্বতীকণ্ঠাভরণে" নৈষধচরিতের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা এই কথায় বিশেষ আস্থাবান্ হইতে পারিতেছি না। যদিই বা নৈষধের কোন শ্লোক ইহাতে পাওয়া যায়, তবে তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যজ্য।

বিশ্বনাথ কবিরাজ বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি "সাহিত্যদর্পণ" নামে সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থের প্রণেতা। সম্ভবতঃ "রাঘবপাণ্ডবীয়" নামক দ্ব্যর্থঘটিত শ্লিষ্টকাব্যও এই কবিরাজেরই রচিত। "চণ্ডকৌশিক" নাটকের ভূমিকায় পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন, বিশ্বনাথ পূর্ব্ববঙ্গে ব্রহ্মপুত্রতীরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়া "সাহিত্যদর্পণ" রচনা করেন। পণ্ডিত জগন্মোহনের এই উক্তির মূল কি, তাহা বলিতে পারি না। জার্ম্মেন পণ্ডিত শ্লিগেল (A. W. Schlegel) সাহেবের মতে বিশ্বনাথ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বতন লোক। ফ্রান্সের রাজধানী পেরিস নগরীর এক পুস্তকাগারে ৯৪৯ শকাব্দের (১০২৭ খৃঃ) লিখিত একখানি "সাহিত্যদর্পণের" প্রতিলিপি দৃষ্টে, তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন *। শ্লিগেল সাহেবের এই নির্দ্দেশ ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়। জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" ও শ্রীহর্ষের "নৈষধচরিত" হইতে শ্লোক সাহিত্যদর্পণে উদ্ধৃত হইয়াছে। "গীতগোবিন্দ" খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এবং "নৈষধচরিত" খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হয়। ইহা হইতে

* A. Weber's "History of Indian Literature" (1878) p. 261.

প্রমাণিত হইতেছে যে "সাহিত্যদর্পণ" দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী গ্রন্থ। সুপণ্ডিত আনন্দরাম বড়ুয়া জয়দেবকে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর কবি নির্দ্দেশ করিয়া, "সাহিত্যদর্পণে" 'গীতগোবিন্দের' কবিতাটী প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে—এইরূপ অনুমান করেন। তাঁহার এই অনুমান একান্ত অমূলক। জয়দেব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজা প্রথম লক্ষণ সেন দেবের সভায় বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া, আমরা "কবিবিদ্যাপতি" গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছি। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য রূপগোস্বামী স্বপ্রণীত "নাটকচন্দ্রিকা" নামক অলঙ্কার গ্রন্থে "সাহিত্যদর্পণের" উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে বিশ্বনাথ কবিরাজ খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী কোনও কালে আবির্ভূত হইয়া, "সাহিত্যদর্পণ" রচনা করেন। আমাদের মতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে "সাহিত্যদর্পণ" রচিত হয়। সুপণ্ডিত আনন্দরাম বুড়ুয়ার মতে "সাহিত্যদর্পণ" খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হয়। *

ভোজপ্রবন্ধের নির্দ্দেশ অনুসারে "হনুমন্নাটক"-প্রণেতা দামোদর মিশ্র ও "প্রসন্ন-রাঘব" নাটকের কবি জয়দেব মিশ্র, মুঞ্জের ভ্রাতষ্পুত্র ও সিন্ধুলের পুত্র ভোজরাজের সভায় বিদ্যমান

* রামচরণ বিপ্র নামে একজন বঙ্গদেশীয় গ্রন্থকার ১৬২২ শকাব্দে (খৃঃ১৭০০) সাহিত্যদর্পণের 'বিবৃতি' নামে টীকা রচনা করেন।

"অক্ষি-পক্ষ-রস-চন্দ্র-সম্মিতে
হায়নে শকবসুন্ধরাপতেঃ।
শ্রীলরামচরণাগ্রজন্মনা
দর্পণস্য বিবৃতিঃ প্রকাশিতা॥"

ছিলেন। কিন্তু ভোজরাজের রচিত "সরস্বতীকণ্ঠাভরণে" এই উভয় কবির রচিত গ্রন্থের কোনও কবিতা উদাহরণস্থলে উদ্ধৃত হয় নাই। 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণের' পরবর্ত্তী অলঙ্কার গ্রন্থ, "কাব্য-প্রকাশ" ও "সাহিত্যদর্পণ"। এই দুই গ্রন্থেরও কুত্রাপি উক্ত নাটকদ্বয়ের কোনও কবিতা উদ্ধৃত হয় নাই। ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে দামোদর মিশ্র বা মধুসূদন মিশ্র ও জয়-দেব মিশ্র "সাহিত্যদর্পণ" রচনার পরে প্রাদুর্ভূত হইয়া, "হনু-মন্নাটক" বা "মহানাটক" এবং "প্রসন্নরাঘব" নাটক রচনা করেন।

প্রসন্নরাঘবের গ্রন্থকার হইতে দামোদর মিশ্র প্রভৃত সাহায্য প্রাপ্ত হন। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জয়দেব মিশ্র প্রাদুর্ভূত হন। সুপণ্ডিত আনন্দরাম বড়ুয়ার অনুমান মতে মধুসূদন মিশ্র খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং জয়-দেব মিশ্র ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রাদুর্ভূত হন। ষোড়শ শতাব্দীর লিখিত পুস্তকে মহানাটকের উল্লেখ দেখা যায়। এই জয়দেব মিশ্র "গীতগোবিন্দ" কাব্যের প্রণেতা বৈষ্ণবকবিচূড়া-মণি জয়দেব গোস্বামী হইতে নিঃসন্দেহ পৃথক্ ব্যক্তি। এই জয়দেব মিশ্র দশ অধ্যায়ে (ময়ূখে) "চন্দ্রালোক" নামে অল-ঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার পিতার নাম মহাদেব ও মাতার নমে সুমিত্রা।

> "চন্দ্রালোকাভিধানোঽয়ং জয়দেবেন [illegible]
> বিপশ্চিতাং মুদে ভূয়াদলঙ্কারস্য সংগ্রহঃ॥
> জয়ন্তি যাজক-শ্রীমন্মহাদেবকবে গিরঃ।
> সূক্তে পীযূষবর্ষস্য জয়দেবকবে গিরঃ॥

মহাদেবঃ সত্রপ্রমুখমখবিদ্যৈকচতুরঃ
সুমিত্রা-তদ্ভক্তিপ্রণিহিতমতি র্যস্য পিতরৌ।
প্রণীত স্তেনাসৌ সুকবিজয়দেবেন দশভি
শ্চিরং চন্দ্রালোকঃ সুখয়তু ময়ূখৈ দর্শ দিশঃ॥" (চন্দ্রালোক)

"চন্দ্রালোকপ্রকাশ" নামে ইহার একখানি টীকা প্রদ্যোতন (পদ্মনাথ) মিশ্র ভট্টাচার্য্য রচনা করেন। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত উর্চ্চার বুন্দেলাবংশীয় রাজা বীরভদ্রের আদেশে এই টীকা রচিত হয়। গ্রন্থকারের পিতার নাম বলভদ্র মিশ্র। রাজা বীরভদ্রের পিতার নাম রামচন্দ্র ও পিতামহের নাম বীরসিংহ।

"শ্রীবীরভদ্রভূপতিলব্ধনিদেশেন যত্নেন।
চন্দ্রালোকময়ূখো দশমঃ স্পষ্টার্থতাং নীতঃ॥

ইতি শ্রীমহারাজাধিরাজ-শ্রীরামচন্দ্রদেবাত্মজ-যুবরাজ-শ্রীবীরভদ্রদেবাদিষ্টমিশ্রবলভদ্রাত্মজ-সকলশাস্ত্রারবিন্দ-প্রদ্যোতন-ভট্টাচার্য্য-বিরচিত-চন্দ্রালোক প্রকাশে দশমো-ময়ূখঃ।

রাজা বীরসিংহ নরসিংহ দেব নামেও পরিচিত। তিনি ১৫৯২—১৬২৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বুন্দেলখণ্ডে রাজত্ব করেন। অতএব চন্দ্রালোকের এই টীকা বীরভদ্রের সভাসদ প্রদ্যোতন মিশ্র কর্ত্তৃক সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত হয়।

মুরারি মিশ্রের রচিত "অনর্ঘরাঘব" নাটকের কবিতা 'সাহিত্যদর্পণে' উদ্ধৃত হইয়াছে। 'সাহিত্যদর্পণ' খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত ও সঙ্কলিত হয়। সংস্কৃতবিৎ উইলসন এই 'অনর্ঘ রাঘবের' একখানি টীকার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এই টীকা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। ইহা হইতে অনুমিত হইতেছে যে মুরারি মিশ্র খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ

ভাগে "অনর্ঘরাঘব" নাটক রচনা করেন। মুরারির পিতা কৃষ্ণ মিশ্র দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রাদুর্ভূত হন এবং "প্রবোধ-চন্দ্রোদয়" নামে নীতিপূর্ণ নাটক প্রণয়ন করেন। এই নাটকের প্রস্তাবনায় মহোবার রাজা কীর্ত্তি (কিরাত) বর্ম্মা কর্ত্তৃক চেদিরাজ কর্ণদেবের পরাজয় বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইয়াছে *। এই যশকর্ণদেব অনুমান ১০৫০-৭০ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অধ্যাপক গোলডষ্টুকার কৃষ্ণ মিশ্রের আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পিতা পুত্র উভয়েই মধ্য-ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। মুরারি মিশ্রের রচিত "প্রায়শ্চিত্ত মনোহর" নামে স্মৃতি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহার আরম্ভে তিনি কৃষ্ণ মিশ্রের পুত্র বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়াছেন।

"শ্রীমন্মুরারিমিশ্রেণ কৃষ্ণমিশ্রস্য সূনুনা,।
ক্রিয়তে ব্যবহারার্থং প্রায়শ্চিত্তমনোহরঃ॥

মুরারিমিশ্র মীমাংসা দর্শনের কঠিনতর বিষয়ের সিদ্ধান্ত স্বরচিত "অঙ্গত্বনিরুক্তি" নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসক কুমারিল ভট্টের মত অবলম্বনে মুরারি মিশ্রের এই দার্শনিক গ্রন্থ রচিত হয়।

"মুরারিসংসেবন-লব্ধবুদ্ধিঃ
কুমারিল-প্রোক্ত-মতানুসারী।
মুরারি-রঙ্গত্বনিরুক্তিমেতাং
করোতি সদ্‌যুক্তিগুণৈরুপেতাং॥"

রামচরিত সম্বন্ধে "বালরামায়ণ," "উদাত্তরাঘব", "ছলিতরাম," ও "কুন্দমালা" নামক চারি খানি নাটকের কবিতা 'সাহিত্য

* Journal of A. S. of Bengal for 1881 (L. 13)

দর্পণে' উদ্ধৃত হইয়াছে। জানকী-রাঘব, রাঘবাভ্যুদয়, রাঘব-বিলাস, কৃত্যরাবণ, রামাভিনন্দ, অভিরামমণি নামে ছয়খানি নাটকের বিষয় উইলসন সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন। অমোঘ-রাঘব ও মহাবীরানন্দ নামে রামচরিত বিষয়ক আরও দুইখানি নাটক, হল্ সাহেব (Dr. F.E. Hall) দ্বারা আবিষ্কৃত হয়।

'বালরামায়ণ' রাজশেখর নামে কবি রচনা করেন। বিশ্বনাথ 'রাঘব বিলাস,' ও সুন্দরমিশ্র 'অভিরাম-মণি' প্রণয়ন করেন। রামভদ্র দীক্ষিতের কৃত 'জানকী পরিণয়' নামে আর একখানি নাটক বিদ্যমান আছে। এই সকল নাটকের অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। যে সকল নাটক বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে মহানাটক, প্রসন্ন রাঘব, অনর্ঘ রাঘব, ও বাল-রামায়ণ মুদ্রিত হইয়াছে। মহানাটক প্রসন্নরাঘবের গ্রন্থকারের নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণী। জয়দেব, মুরারি ও রাজশেখরের রচিত নাটক অল্পাধিক পরিমাণে ভবভূতির বীরচরিতের নিকট ঋণী। তন্মধ্যে মুরারি মিশ্র ভবভূতির নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

'বালরামায়ণ' ও 'উদাত্তরাঘব' নাটকের কবিতা ধনঞ্জয় স্বরচিত "দশরূপে" উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব এই উভয় নাটক খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হয়। ধনিক 'দশরূপাবলোক' নামে 'দশরূপের' এক খানি টীকা রচনা করেন। সুপণ্ডিত আনন্দ-রাম বড়ুয়া মহোদয় এই ধনিককে 'দশরূপের' প্রণেতা বলিয়া ভ্রমক্রমে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধনিক "ধনঞ্জয়েরই" নামান্তর বলিয়া তিনি অনুমান করেন।

বালরামায়ণ নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রস্তাবনায় কবি রাজ-

শেখর বাল্মীকি, ভর্ত্তৃমেন্থ (ভর্ত্তৃহরি)*, ও ভবভূতির উল্লেখ করিয়াছেন। কবি আপনাকে তাঁহাদের সমকক্ষ ব্যক্তি বলিয়া স্পর্দ্ধা সহকারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যিনি বাল্মীকি, ভর্ত্তৃমেন্থ ও ভবভূতি নামে প্রাচীন কালে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তিনিই সম্প্রতি রাজশেখর রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

"বভূব বল্মীকভবঃ কবিঃ পুরা,
ততঃ প্রপেদে ভুবি ভর্ত্তৃমেন্থতাং।
স্থিতঃ পুনর্যো ভবভূতি-রেখয়া,
স বর্ত্ততে সম্প্রতি রাজশেখরঃ"॥ (বালরামায়ণ, ১।১৬)

পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতা রাজশেখরের রচিত "প্রচণ্ড-পাণ্ডব"

* সুপণ্ডিত উইলসন সাহেব "প্রচণ্ডপাণ্ডব" হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত পূর্ব্বক ভর্ত্তৃমেন্থকে ভর্ত্তৃহরির নামান্তর বলিয়া সর্ব্বপ্রথম নির্দ্দেশ করেন। ভর্ত্তৃমেন্থের কবিতা "শারঙ্গধরপদ্ধতি" নামক কাব্যসংগ্রহে সন্নিবিষ্ট আছে। ইহাতে ডাক্তার হলসাহেব উইলসনের উক্তি ভ্রান্ত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। আমাদের বিবেচনায় ভর্ত্তৃমেন্থ ভট্টিকাব্যের প্রণেতা ভর্ত্তৃহরি হইতে অভিন্ন। মেন্থ বা মেন্ধ্ শব্দের অর্থ প্রধান। 'বিশ্বকোষ' অভিধানে 'মেন্ধ্' শব্দ দৃষ্টহয়। কাশ্মীরের ইতিহাস "রাজতরঙ্গিণী"র তৃতীয় তরঙ্গে কহ্লন পণ্ডিত ভর্ত্তৃমেন্থের সহিত মাতৃগুপ্ত ও বেতালমেন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাঁরা তিন জনেই বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বলিয়া তথায় বর্ণিত হইয়াছেন। রামদাস বাবু স্বপ্রণীত "ঐতিহাসিক রহস্যের" প্রথম ভাগে (৪৮ পৃষ্ঠা) এই ভর্ত্তৃমেন্থকে নীতি, বৈরাগ্য ও শৃঙ্গার নামক তিন শতকের প্রণেতা বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ভর্ত্তৃহরি সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করিব এবং আমাদের অভিমত প্রকাশ করিব। উইলসন সাহেবের অনুমান সত্য বলিয়া আমরা গ্রহণ করিলাম।

H. H. Wilson's "Select Specimens of the Theatre of the Hindus" (second edition), II. 361 and Journal of A. S. Bengal for 1862, XXXI. 14.

নাটকে সুপণ্ডিত উইলসন সাহেব প্রাপ্ত হন। ইহা হইতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যাইতেছে যে ভবভূতি রাজশেখরের পূর্ব্বতন কোন কালে আবির্ভূত হন। কবিরাজ রাজশেখর খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি কান্য-কুব্জের অধিপতি মহারাজ মহেন্দ্রপাল দেবের সভায় অবস্থিতি করিতেন। আমরা "রাজশেখর" কবিরাজের জীবনীতে ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রদর্শন করিয়াছি। সুপণ্ডিত আনন্দরাম বড়ুয়ার মতে রাজশেখর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর কবি। তাঁহার এই অনুমান একান্ত অসার ও অমূলক।

উপরি উদ্ধৃত কবিতা হইতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যাইতেছে যে ভবভূতি, ভর্ত্তৃমেন্থ (ভর্ত্তৃহরি) এবং রাজশেখর কবিরাজের আবির্ভাব কালের মধ্যবর্ত্তী কোনও সময়ে প্রাদুর্ভূত হন। "কবি ভর্ত্তৃহরি" প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ভর্ত্তৃহরি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বল্লভীপুরের রাজা চতুর্থ ধর সেনের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব ভবভূতি খৃষ্টীয় সপ্তম ও নবম শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী অষ্টম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন।

ভর্ত্তৃহরির সমসাময়িক কবি বাণভট্ট স্বরচিত "হর্ষচরিতের" আরম্ভে 'বাসবদত্তা', 'বৃহৎ কথা', 'ভট্টারক হরিশ্চন্দ্র,' 'শাতবাহন', 'প্রবরসেন', 'ভাস' ও 'কালিদাসের' কবিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন। সমসাময়িক কবি বলিয়া তাহাতে ভর্ত্তৃহরির নাম উল্লিখিত হয় নাই। ভর্ত্তৃহরির পরবর্ত্তী ভবভূতির নাম বাণভট্টের গ্রন্থে উল্লিখিত হওয়া অসম্ভব। ভবভূতি বাণভট্টের পূর্ব্বতন কোনও কালে আবির্ভূত হইলে, 'হর্ষচরিতে কালিদাসের পর অবশ্যই তাঁহার উল্লেখ থাকিত। সুপণ্ডিত ডাক্তার হল ও

আনন্দরাম বড়ুয়া মহাশয়ের মতের অসরতা ও অমূলকতা ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে।

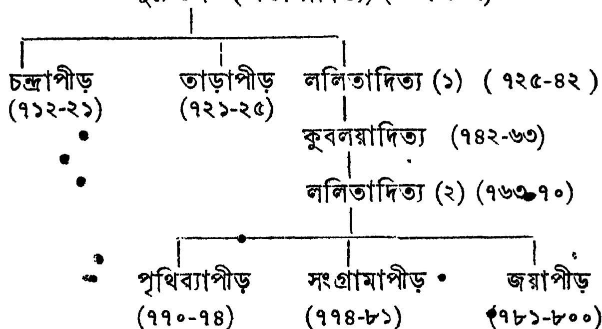
ভবভূতি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কোন্ দেশে কোন্ নরপতির আশ্রয়ে অবস্থিত থাকিয়া, 'মহাবীরচরিত,' 'উত্তররামচরিত' এবং 'মালতী মাধব' নাটক রচনা করেন, এক্ষণে তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক।

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের শতাধিক বর্ষ পরে এবং দেবশক্তির আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে, যশোবর্ম্মন নামে রাজা, কনোজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কনোজে রাজত্ব করিতেন। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীর মতে, ভবভূতি এই রাজা যশোবর্ম্মার সভাসদ ছিলেন। কাশ্মীরের মহারাজা ললিতাদিত্য কনোজের অধীশ্বর এই যশোবর্ম্মাকে পুনঃ পুনঃ পরাজিত করেন। অবশেষে ললিতাদিত্য তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, কান্যকুব্জ অধিকার করেন। এই ললিতাদিত্যের দ্বারা সম্ভবতঃ দেবশক্তি কনোজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ৭৫৫—৯১৫ খৃঃ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জ দেবশক্তি ও তাঁহার বংশধরদিগের শাসনাধীনে অবস্থিত থাকে। 'রাজতরঙ্গিণীর' চতুর্থ তরঙ্গে মহারাজ ললিতাদিত্যের রাজত্বকাল বর্ণিত হইয়াছে।; তাহাতে কনোজের অধিপতি যশোবর্ম্মনের পরাজয়ের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

"কবি বাকপতি-রাজ-শ্রীভবভূত্যাদি সেবিতঃ।
জিতো যয়ৌ যশোবর্ম্মা তদ্‌গুণস্তুতি-বন্দিতাং" ॥ (রাজতরঙ্গিণী,৪।১৪৪)

কাশ্মীরের সিংহাসনে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে দুই জন ললিতাদিত্য অধিষ্ঠিত হন। খৃষ্টীয় ৬২৬-৮০০ খৃঃ পর্য্যন্ত কর্কোটক-

বংশীয় যে কয় জন রাজা কাশ্মীরে রাজত্ব করেন, নিম্নে তাঁহাদের নাম ও আনুমানিক রাজত্বকাল নির্দ্দিষ্ট হইল। এই দুই ললিতাদিত্যের মধ্যে প্রথম ললিতাদিত্য যশোবর্ম্মার সমসাময়িক। ডাক্তর হারনলির মতে এই যশোবর্ম্মা ৭৩৩ খৃঃ মৌখরী বর্ম্মন বংশে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি তাঁহাকে কান্যকুব্জের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করেন নাই *। উইলসন সাহেবের মতে ললিতাদিত্য ৭১৫-৫১ খৃঃ পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজ্য পালন করেন।



যশোবর্ম্মা মৌখরীবর্ম্মন বংশে উদ্ভূত হন। তিনি মালব ও কান্যকুব্জ উভয় রাজ্যেরই অধীশ্বর ছিলেন। তিনি ভোগবর্ম্মণের পুত্র বলিয়া অনুমিত হয়। কাশ্মীররাজ ক্রমে সাত বার পর্য্যন্ত কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়া, যশোবর্ম্মার হস্ত হইতে অবশেষে তাহা গ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে ঈশান বর্ম্মা, শর্ব্ব বর্ম্মা, সুস্থিতবর্ম্মা ও অবন্তীবর্ম্মা মহারাজাধিরাজ

* Journal of A. S. of Bengal for 1889 (Synchronisticable)

উপাধি গ্রহণ করেন। ঈশান বর্ম্মার পিতামহ আদিত্যবর্ম্মা মগধের গুপ্তবংশীয় কৃষ্ণগুপ্তের (৪৭৫-৯৫ খৃঃ) তনয়ার পাণি-গ্রহণ করেন। এই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও, কৃষ্ণগুপ্তের বংশধরদিগের অভ্যুদয়ে ঈর্ষান্বিত হইয়া, পদে পদে মৌখরীবর্ম্মন বংশ তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে থাকে। আদিত্যবর্ম্মনের পৌত্র ঈশানবর্ম্মন, কৃষ্ণগুপ্তের প্রপৌত্র কুমার গুপ্তের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়। শর্ব্ববর্ম্মার সাহায্যকারী হুন জাতির দর্প, কুমারগুপ্তের পুত্র দামোদর গুপ্ত দ্বারা চূর্ণীকৃত হয়। সুস্থিতবর্ম্মা মহাসেন গুপ্তের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়। * সুস্থিতবর্ম্মার পৌত্র গ্রহবর্ম্মা কান্যকুব্জের মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের (৬০৭-৪৮) ভগিনী রাজ্যশ্রীর পাণিগ্রহণ করেন। গ্রহবর্ম্মার পৌত্র ভোগবর্ম্মন মগধের মহারাজ আদিত্যসেনের তনয়ার সহিত পরিণীত হন। এই মহারাজ আদিত্য সেন অনুমান ৬৪০-৭৫ খৃঃ পর্য্যন্ত মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র দেবগুপ্ত ৬৭৫-৭০০খৃঃ পর্য্যন্ত মগধে রাজত্ব করেন। যশোবর্ম্মা এই দেবগুপ্তের ভাগিনেয়। যশোবর্ম্মার ভগিনী বৎসদেবী নেপালের ঠক্কুরীবংশীয় দ্বিতীয় শিবদেবের (৭২৫-৫০ খৃঃ) সহিত পরিণীতা হন।

কান্যকুব্জ হস্তচ্যুত হওয়ার পর যশোবর্ম্মার আধিপত্য মালবে অব্যাহত থাকে। ভবভূতি এই যশোবর্ম্মার সভা অল-ঙ্কৃত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত রাজতরঙ্গিণীর কবিতায় তাহা স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যশোবর্ম্মা স্বয়ং বিদ্বান্ ও কবি ছিলেন। উক্ত শ্লোকে "বাক্‌পতিরাজ" শব্দ ভবভূতির বিশেষণ বলিয়া

* Journal of A.S. of Bengal for 1866, p. 267-78.

আমাদের অনুমান হয়। তখন ভবভূতি জীবিত ছিলেন বলিয়া, তাঁহার নামের পূর্ব্বে শ্রীশব্দ সংযুক্ত দেখা যায়। ভবভূতি কবিশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি আপনাকে 'বশ্যবাক্' ও 'শ্রীকণ্ঠ' বলিয়া স্বরচিত গ্রন্থেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "বাক্‌পতিরাজ" শব্দ ভবভূতির বিশেষণ না হইয়া স্বতন্ত্র কবি হইলে, তাঁহার পর মহাকবি ভবভূতির নাম নির্দ্দেশ সঙ্গত বোধ হয় না।* কেহ কেহ এই শ্লোকের প্রথম পংক্তি দৃষ্টে, বাক্‌পতি, রাজশ্রী ও ভবভূতি এই তিন জন কবির অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভে ১২০৫ খৃঃ গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন দেবের অমাত্য শ্রীধর দাস ৪৪৬ জন বিভিন্ন পূর্ব্বতন কবির রচিত শ্লোক "সদুক্তি কর্ণামৃত" নামক পুস্তকে সংগৃহীত করেন। ইহাতে ভবভূতি ও বাক্‌পতি রাজের কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর ধর্ম্মাদিত্য ও তাঁহার পুত্র জয়াদিত্য কনোজের সিংহাসনে আসীন হন বলিয়া, অধ্যাপক লাসেন নির্দ্দেশ করেন। এই জয়াদিত্যের পুত্র বা পৌত্রকে মালবের অধীশ্বর যশোবর্ম্মণ অনুমান ৭২০ খৃঃ পরাজিত করিয়া, কান্যকুব্জ আপনার রাজ্যভুক্ত করেন। অনুমান ৭৩৫ খৃঃ কাশ্মীররাজ প্রথম ললিতাদিত্যের আক্রমণে কান্যকুব্জ তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। তৎপর তিনি মালবে রাজত্ব করিতে থাকেন। উজ্জয়িনী নগরীতে তাঁহার রজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই উজ্জয়িনী নগরের 'কালপ্রিয়নাথ' মহাদেবের মন্দিরে ভবভূতির নাটকত্রয় অভিনীত হয়। ভবভূতি উজ্জয়িনীপতি যশোবর্ম্মার সভায় খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর আরম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। মাননীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত

রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মতে যশোবর্ম্মা ৭০০—৭৪০ খৃঃ পর্য্যন্ত মালবে রাজত্ব করেন।

মালতীমাধবের প্রস্তাবনা দৃষ্টে বোধ হয়, মহাকবি ভবভূতির রচনা ও কবিত্ব তাঁহার সমকালিক ব্যক্তিবর্গের নিকট যথোচিত আদর ও সম্মাননা প্রাপ্ত হয় নাই। হোমর, সেক্সপিয়ার, মিলটন, পিট্রার্ক ও মধুস্থদন প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় কবিগণের রচিত কাব্য স্ব স্ব দেশে সমকালিক ব্যক্তিদিগের নিকট সমাদৃত হয় নাই। এই নিমিত্তই তিনি ক্ষোভে ও অভিমানে সমসাময়িক সমালোচকবর্গের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পুরঃসর, সগর্ব্বে ভবিষ্যদ্বংশের প্রতি তাঁহার রচিত কাব্যের রসাস্বাদ ও সমালোচনের ভার দিয়াছেন। ভবভূতির এই গর্ব্বোক্তি নিষ্ফল হয় নাই। *

"যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং,
জানন্তি তে কিমপি, তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতে হস্তি, মম কোঽপি সমানধর্ম্মা,
কালো হ্যয়ং নিরবধি, বিপুলা চ পৃথ্বী॥ (মালতীমাধব)।

* "The best dramatic authors are Kalidasa, who probably lived in the 5th century, and Bhavabhuti, who flourished in the eighth. The first excels in tenderness and delicacy, and is full of highly poetical description.......The other great dramatist possesses all the same qualities in an equal degree, accompanied with a sublimity of description, a manly tone, and a high and even martial spirit, that is without example in any other Hindu poet." *M. Elphinstone's "History of India,"* (5th edition, 1866) p. 166.

"Bhavabhuti is unrivalled in his wonderful command of Sanskrit language, surprising eloquence of expression, sublimity of imagination and eloquence of diction. Difficult verses with the most complicated prosody flow spontaneously

এই প্রবন্ধে ভবভূতির আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হইতেছে যে, ভবভূতি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে আবিভূর্ত হন। মহাত্মা এলফিনষ্টোন, অধ্যাপক উইলসন, অধ্যাপক ওয়েবার, * এবং সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্ত এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে ডাক্তর হল সাহেব "বাসবদত্তার" ভূমিকায় † ভবভূতিকে সুবন্ধুর পূর্ব্বতন কবি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ভবভূতি সুবন্ধুর পূর্ব্বে আবিভূর্ত হইলে, তিনি সুবন্ধুর অধস্তন বা সমকালিক কবি বাণভট্টেরও পূর্ব্বতন। তাহা হইলে বাণ-ভট্ট 'হর্ষচরিতের' ভূমিকায় অবশ্যই তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেন। ইহা হইতে ডাক্তর হলের অনুমানের অসারতা প্রতিপাদিত হইতেছে। রাজশেখরের উল্লিখিত ভবভূতিকে তিনি

---

from his pen....Every word is in its proper place and used with distinct force.......He was a great poet with lofty genius, excelling alike in moving heart by depicting tender emotions, and rivetting attention by describing in noble language the grand and terrific in nature......His creative powers are great, his imagination is sublime. His plays contain many brilliant thoughts and effective scenes.......Considering the surrounding circumstances of Bhavabhuti, the society he lived in, and that he was subject to the rules of Bharat and had to look up to the literature of India for his guidance, it can confidently be said that he will ever take his rank among the greatest Dramatists of the world." (Ananda Ram Baruah's "Essay on Bhavabhuti.")

*Professor Weber's "History of Indian Literature."[1878],p.205

† Dr. F. E. Hall's Introduction to Vasavadatta, p. 27.

মহাকবি ভবভূতি হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া সন্দিহান হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সন্দেহের কোনও কারণ প্রদর্শন করেন নাই। রাজতরঙ্গিনীর উল্লিখিত কনোজরাজ যশোবর্ম্মার সভাসদ ভবভূতিই যে রাজশেখরের দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছেন, ডাক্তর হলের তাহা বোধগম্য হয় নাই। *

১৮৭৮ খৃঃ সুপণ্ডিত আনন্দরাম বড়ুয়া ভবভূতির সম্বন্ধে এক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি ডাক্তর হলের ন্যায় মহাকবি ভবভূতিকে রাজতরঙ্গিনীর উল্লিখিত ভবভূতি হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহার মতে কালিদাস ও ভবভূতি উভয়েই খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন।

ভবভূতির নাটক উজ্জয়িনী নগরে কালপ্রিয়নাথের মন্দিরে অভিনীত হয়। ভবভূতি উজ্জয়িনী ভিন্ন কান্যকুব্জের বিষয় অবগত ছিলেন না। দণ্ডী আচার্য্যের 'দশকুমার চরিত' নামক উপাখ্যান গ্রন্থে বৌদ্ধদিগের প্রতি যেরূপ বিদ্বেষ ভাব সূচিত হইয়াছে, ভবভূতির নাটকে তাহা দৃষ্ট হয় না। ভবভূতি "মালতীমাধব" নাটকে বৌদ্ধ উপাসিকা কামন্দকীর অবতারণা করিয়া, বৌদ্ধদিগের নিন্দাবাদে আপনার লেখনী কলঙ্কিত করেন নাই। ভবভূতির নাটক সর্ব্বসাধারণের প্রিয় ও মনোরঞ্জক হয় নাই। শত বৎসরেরও অধিক কাল মধ্যে তাঁহার রচিত নাটক জন সমাজে প্রচারিত হইয়া থাকিবে। ভবভূতি রাজশেখরের রচিত 'বালরামায়ণে' উল্লিখিত হইয়াছেন। মাধবাচার্য্য স্বরচিত "শঙ্করবিজয়ে" এই রাজশেখরকে শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক কবি বলিয়া নির্দ্দেশ

* Journal A. S. of Bengal for 1862, p. 10 and 14.

করিয়াছেন। মাধবাচার্য্যের মতে শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রাচুর্ভূত হন। অতএব ভবভূতি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে প্রাচুর্ভূত হন। সুপণ্ডিত বড়ুয়ার অভিমতের সারাংশ এস্থলে প্রদত্ত হইল।

শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় অষ্টম এবং রাজশেখর নবম শতাব্দীতে প্রাচুর্ভূত হন। ইহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। বড়ুয়া মহোদয়ের মত যে একান্ত ভ্রান্ত ও অসার, তাহা উক্ত প্রবন্ধ দৃষ্টে স্পষ্ট অনুভূত হইবে। মাধবাচার্য্যের "শঙ্করবিজয়ে" লিখিত আছে যে, শঙ্কর আচার্য্য, উদয়ন আচার্য্য, বাণভট্ট, ময়ূরভট্ট ও শ্রীহর্ষ একই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন এবং তাঁহার সভাসদ ময়ূরভট্ট ও বাণভট্টের প্রায় দেড় শত বৎসর পরে, ৭৮৮ খৃঃ শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ভবভূতি ও শঙ্করাচার্য্য সমসাময়িক ছিলেন না। তাঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎকার হইলে, মাধবাচার্য্য ও আনন্দগিরি শঙ্করাচার্য্যের জীবনীতে অবশ্যই তাহা উল্লেখ করিতেন। ভবভূতি উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের বা অপর কোনও নরপতির সভায় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বিদ্যমান থাকিলে, জ্যোতির্ব্বিদাভরণের উল্লিখিত বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্নের' মধ্যে অবশ্যই তাঁহার উল্লেখ থাকিত। এই জ্যোতির্ব্বিদাভরণ অনুমান ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হয়।

"ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোঽমরসিংহঃ শঙ্কু,
বেতাল-ঘটকর্প্পর কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং,
রত্নানি বৈ বররুচি র্নব বিক্রমস্য॥" (জ্যোতির্ব্বিদাভরণ)

বল্লালমিশ্রের রচিত 'ভোজপ্রবন্ধের' মতে ভবভূতি বারাণসী

হইতে ধারা নগরে আগমন পূর্ব্বক ভোজরাজের সভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ও অমূলক। অষ্টম শতাব্দীর ভবভূতি একাদশ শতাব্দীতে ভোজরাজের সভায় বিদ্যমান থাকিতে পারেন না।

ভবভূতি বিদর্ভ দেশের অন্তর্গত পদ্মাবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে দক্ষিণাপথে চালুক্যবংশীয় নরপতিগণ রাজত্ব করিতে ছিলেন। তাঁহারা অযোধ্যা হইতে গিয়া দক্ষিণাপথে মহাপরাক্রান্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। বাণভট্ট অবন্তীনগরে জন্ম গ্রহণ করিয়া, নানাদেশে পর্য্যটনের পর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কান্যকুব্জের মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্যের সভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কবিবর বিদ্যাপতি-বিহ্লণ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীর দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, অভিজ্ঞতা লাভের নিমিত্ত মথুরা, কান্যকুব্জাদি নানাদেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক দক্ষিণাপথের অন্তর্গত কল্যাণ-নগরে গমন করেন। কাশ্মীরদেশীয় বিহ্লণ চালুক্যবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্লের সভায় জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' কাব্যের ন্যায়, তিনি বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত গ্রন্থে স্বীয় প্রভুর কার্য্যকলাপ পদ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। মহাকবি ভবভূতিও সেইরূপ দক্ষিণাপথে জন্মগ্রহণ করিয়া, ভারতবর্ষের নানাস্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক উজ্জয়িনীর অধিপতি মৌখরীবর্ম্মনবংশীয় যশোবর্ম্মার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্ত অপেক্ষা দক্ষিণাপথে ভবভূতির আবির্ভাব অধিকতর সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। বৈদেশিক পণ্ডিত বলিয়া উজ্জয়িনীবাসীর পক্ষে তাঁহার কাব্যের অনাদর অসম্ভব নহে।

আমরা এই প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে ভবভূতির জীবনী ও আবির্ভাবকালের আলোচনা করিয়া প্রদর্শন করিয়াছি যে, ভবভূতি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে উজ্জয়িনী ও কান্যকুব্জের অধীশ্বর মহারাজ যশোবর্ম্মার সভা অলঙ্কৃত করেন। এক্ষণে তাঁহার টীকাকারগণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

জগদ্ধর "মালতীমাধব নাটকের টীকা রচনা করেন। তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হন। আমরা স্বতন্ত্র প্রস্তাবে ইহা প্রদর্শন করিয়াছি। তাঁহার পিতার নাম রত্নধর এবং মাতার নাম দময়ন্তী। ত্রিপুরারি ও শক্যদেব জগদ্ধরের পূর্ব্বতনকালে 'মালতী মাধবে'র টীকা রচনা করেন।

"নত্বা গুরূন্ গুণগুরূন্ অবলোক্য টীকাং
বিশ্বাদিকোষ-ভরত-শ্রুতিশব্দবিদ্যাং।
ছন্দাংস্যলংকরণমর্থগতিং বিচিন্ত্য,
শ্রীমান্ জগদ্ধরকৃতী বিতনোতি টীকাং॥
শ্রীকণ্ঠ-কণ্ঠ-বিলসৎ-পটু-নাটকেঽস্মিন্
টীকা ময়াল্পমতিনাপি বিতন্যতে যৎ।
হাসায় দুর্জ্জনগণস্য ভবেন্নচৈতদ্
উচ্চৈঃ পদং তদভিকাঙ্ক্ষতি সর্ব্বদৈব॥
আশাকান্তপ্রতীপজয়িনঙ্ মীমাংসয়ালঙ্কৃতং
শুদ্ধং ধীরগদাধরং কবিবরং পুত্রং পবিত্রাশয়ং॥
বিদ্যাধরং বরমজীজনদেষ ধীরঃ
হীরং জনেষু জয়িনং গুরুণোক্তশাস্ত্রে।
প্রাসূত সোঽয়মমলং গুণিনং সুপুত্রং
তং রত্নপূর্ব্বধরমেব জগদ্ধরঞ্চ॥
অসূত যং রত্নধরোঽতিভব্যোঽ-
তিভব্যরূপা দময়ন্তিকাপি।

জগদ্ধরং, তৎকৃতটিপ্পণেঽঙ্কঃ
সমাপ্তিমাগাদ্দশমোঽনবদ্যঃ ॥"

নারায়ণ ভট্ট 'উত্তররামচরিতের' যে টীকা রচনা করেন, তাহার নাম "অপেক্ষিতব্যাখ্যান।" তিনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রঙ্গনাথ দীক্ষিত এবং পিতামহের নাম জয়কৃষ্ণ ভট্ট। রঙ্গনাথ 'সূর্য্যসিদ্ধান্তে'র টীকা রচনা করেন। তিনি মৌনিকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। জয়কৃষ্ণের পিতার নাম রঘুনাথ এবং পিতামহের নাম গোবর্দ্ধন বলিয়া 'ভট্টোজী দীক্ষিত' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। নারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বালকৃষ্ণ ভট্ট নবদ্বীপের সুবিখ্যাত পণ্ডিত গদাধর ভট্টাচার্য্যের রচিত 'শক্তিবাদের' ভাষ্য রচনা করেন *। নারায়ণের বারাণসী নগরে জন্ম হয়। ১৬৭৬ সংবতাব্দের (১৬২০ খৃঃ) কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদে নারায়ণ ভট্টের কৃত 'উত্তর রামচরিতে'র টীকা সমাপ্ত হয়।

"উত্তরে রামচরিতে ভবভূতি-মহাকবেঃ।
অপ্রসিদ্ধং পদং যৎ তৎ যথামতি বিবিচ্যতে ॥

* শ্রীকৃষ্ণচরণৌ নত্বা 'শক্তিবাদার্থদীপিকাং'।
কথোতি সম্প্রদায়েন কৃষ্ণভট্টো মুদে সতাং ॥"

'অমরকোষ' ও 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকের টীকাকার রাঘবেন্দ্র ভট্ট এই বালকৃষ্ণ ভট্টের পুত্র ও জয়কৃষ্ণ ভট্টের প্রপৌত্র। গোবর্দ্ধন, রঘুনাথ, জয়কৃষ্ণ, রঙ্গনাথ, বালকৃষ্ণ ও রাঘবেন্দ্র—ভট্টবংশীয় এই ছয় পুরুষের নাম পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে চারিপুরুষে একশত শতাব্দী ধরিয়া, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ 'সিদ্ধান্তকৌমুদীর' টীকাকার জয়কৃষ্ণের এবং তাহার শেষ ভাগ 'সূর্য্যসিদ্ধান্তে'র টীকাকার রঙ্গনাথের আবির্ভাব কাল নির্ণীত হইতেছে।

যো মৌনভট্টবুধ——বধীতবিদ্যঃ
শ্রীনাথ-রঙ্গঃ স্বকৃতী কৃষ্ণসূনুঃ।
শ্রীরঙ্গনাথতনয়েন তদীয়পৌত্র-
নারায়ণেন সুধিয়া রচিতেতি টীকা॥
বারাণসীনিয়তবাস-পবিত্রমূর্ত্তেঃ,
শ্রীরঙ্গনাথ-বিদুষো বিহিতাধ্বরস্য।
শ্রীবালকৃষ্ণ ইতি যঃ প্রথিত স্তনুজ,
স্তস্যাগ্রজেন রুচিরা সমকারি বৃত্তিঃ॥
ঋতু-গজ-রস-চন্দ্রে বিক্রমার্কস্য শাকে,
পুণ্যবতি শুভমাসে কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে।
প্রতিপদি পরিপূর্ণাকারি জিজ্ঞাসু-তুষ্ট্যৈ
বিবৃতিরিয়ং উমেশাধিষ্ঠিতায়াং নগর্য্যাং" ॥

পণ্ডিত কুলচূড়ামণি প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাকুমার কবিরত্ন ও জীবানন্দ বিদ্যাসাগর 'উত্তরচরিত নাটক' স্বরচিত টীকার সহিত প্রকাশ করেন। সুপণ্ডিত উইলসন ও টনি সাহেব ইহা ইংরেজীতে অনুবাদিত করেন। সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত আনন্দরাম বড়ুয়া 'মহাবীরচরিত' নাটকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছেন। 'মহাবীর চরিতে'র প্রাচীন টীকাকার বীর রাঘব।



শঙ্করাচার্য্য।

ভট্ট কুমারিলের শতাধিক বর্ষ পরে দক্ষিণাপথের অন্তর্গত মলয়বর দেশে মহামহোপাধ্যায় শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হয়। নম্বুরী ব্রাহ্মণকুলে এই জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়। তাঁহার মাতার নাম মহাদেবী। অষ্টমবর্ষে উপনয়ন ক্রিয়া সম্পাদনের পর তিনি বেদের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। দ্বাদশবর্ষ বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি অধ্যয়ন সমাপ্তির পর জননীর অনুমতিক্রমে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া, ভারতবর্ষীয় নানা তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হন।

তিনি কাঞ্চী, কর্ণাট, দ্রাবিড়, দ্বারিকা, কাশী, মিথিলা, নেপাল, কামরূপ, গৌড়, বিহার, উড়িষ্যাদি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া, কাশ্মীরে গমন করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন ও হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা, তাঁহার জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য ছিল। তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে তিনি সর্ব্বদেশীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতবর্গকে তর্কবিচারে পরাস্ত করেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়ে সকলে মোহিত হয়। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শঙ্করাচার্য্যের যশঃপ্রভা প্রসৃত হয়। সর্ব্বত্র অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয়। কাশ্মীর তখন বিদ্যাচর্চ্চার জন্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি দিগ্বিজয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া, সরস্বতীর প্রিয়তম লীলাস্থল কাশ্মীরে উপনীত হন। তত্রত্য সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া, ভারতবিখ্যাত সরস্বতী পীঠে অধিষ্ঠিত হন। তথা হইতে বদরিকাশ্রম হইয়া, কেদারনাথ তীর্থে গমন করেন। তিনি তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরবর্ত্তী শৃঙ্গপুরে শৃঙ্গগিরি মঠ, দ্বারকার সারদা

মঠ, শ্রীক্ষেত্রে (পুরীতে) গোবর্দ্ধন মঠ এবং বদরিকাশ্রমে জ্যোসী-মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, হিন্দু ধর্ম্মের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হন।

পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক নামে তাঁহার চারিজন প্রধানতম শিষ্য ছিলেন। ইঁহারা দশনামী শৈবসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গুরু। পদ্মপাদের শিষ্যগণ তীর্থ ও আশ্রম, হস্তামলকের শিষ্য বন ও অরণ্য, মণ্ডনের শিষ্য গিরি, পর্ব্বত ও সাগর,—তোটকের শিষ্য সরস্বতী, ভারতী ও পুরী নামে পরিচিত।*

শৃঙ্গগিরি মঠে তোটকের, সারদা মঠে পদ্মপাদের, গোবর্দ্ধনমঠে হস্তামলকের, এবং জ্যোসীমঠে মণ্ডনের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার শিষ্য হস্তামলক ও লক্ষ্মণাচার্য্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম, পরমত কালানল শৈব ধর্ম্ম, ত্রিপুরকুমার শক্তির উপাসনা, বটুকনাথ ভৈরবের উপাসনা, দিবাকর আচার্য্য সূর্য্যোপাসনা, গিরিজাপুত্র গণপতির উপাসনা—ভারতবর্ষের নানা স্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক প্রচারিত করেন বলিয়া আনন্দগিরি "শঙ্করদিগ্বিজয়ে" নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

* 'সপ্তইত্রসন্ন্যাসপদ্ধতি' নামক একখানি ক্ষুদ্রকায় গদ্য পদ্যময় পুস্তকে সন্ন্যাসীদের অনুষ্ঠেয় প্রাত্যাহিক কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহাতে স্বরূপাচার্য্য, পদ্মাচার্য্য, তোটকাচার্য্য ও পৃথ্বিধরাচার্য্য এই চারি জন শঙ্করাচার্য্যের প্রিয়তম প্রধান শিষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তীর্থ ও আশ্রম উপাধিতে স্বরূপাচার্য্যের, বন ও অরণ্য পদ্মাচার্য্যের,—গিরি, পর্ব্বত ও সাগর তোটকাচার্য্যের,—সরস্বতী, ভারতী ও পুরী নামে পৃথ্বিধরাচার্য্যের শিষ্যেরা সর্ব্বত্র পরিচিত। শঙ্করাচার্য্যের চারি প্রধান শিষ্য বিভিন্ন মঠের অধ্যক্ষরূপে যে চারি সম্প্রদায় সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করেন, তাহারা নিম্ন লিখিত দশ উপাধিতে পরিচিত হইতে থাকেন।

"তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরি পর্ব্বতসাগরাঃ।
সরস্বতী ভারতী চ পুরী নাম উদাহৃতং॥"

তিনি "বেদান্তসূত্রের" 'শারীরক-ভাষ্য' প্রকাশ করিয়া অদ্বৈতব্রহ্মবাদ সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। 'দশোপনিষদ্ ভাষ্য' 'শ্বেতাশ্বরোপনিষদ্ ভাষ্য', 'ভগবদগীতাভাষ্য', 'মোহমুদ্গর', 'আনন্দ লহরী', ত্রিপুরী উপনিষৎ, ঐতরেয়, ও নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদ্ ভাষ্য, বজ্রসূচী উপনিষৎ, ব্যাখ্যাসুধা, বালবোধিনী, আত্মজ্ঞানোপদেশ বিধি, বাক্যবৃত্তি, পদ্মপুষ্পাঞ্জলীস্তোত্র, আত্মানাত্মবিবেক, সাধনপঞ্চক, পঞ্চীকরণক্রিয়া, আত্মবোধ, অজ্ঞানবোধিনী, বেদান্তবিজ্ঞান-নৌকা, সদাচারপ্রকরণ, প্রক্রিয়ানিরূপণ, ব্রহ্মজ্ঞান, মনীষাপঞ্চক, বিবেকচূড়ামণি, প্রশ্নোত্তরমালা, অবধূতষটক, স্বাত্মানন্দপ্রকাশিকা, শিক্ষাপঞ্চক, অপরোক্ষানুভূতি, হরিস্তোত্র আত্মবিদ্যোপদেশবিধি, বাক্যসুধা, উপদেশসহস্রী, দশশ্লোকী, তত্ত্বসার, যোগতারাবলী, বিজ্ঞান-নবক, স্বাত্মনিরূপণ প্রকরণ, মানসিকপূজন, শিবানন্দলহরী, কৌপীনপঞ্চক, প্রবোধসুধাকর, গোবিন্দাষ্টক, মহাবাক্যসিদ্ধান্ত, ভগবদ্গীতাভাষ্য, হস্তামলক ভাষ্য, দক্ষিণামূর্ত্তি স্তোত্র, গৌড়পাদীয় আগমশাস্ত্র বিবরণ, বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য, স্বরূপনির্ণয়, স্বরূপানুসন্ধান স্তোত্র, বেদান্তদীপিকা, চিদানন্দস্তবরাজ, দ্বাদশ মহাসিদ্ধান্ত নিরূপণ, সন্ন্যাসধর্ম্মপদ্ধতি, ষট্পদী, প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থ অবলম্বনে কত যে টীকা টীপ্পনী ও ভাষ্য রচিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই অদ্বিতীয় * মহাপুরুষ ৮১০ হইতে ৮৪২ শকাব্দ (৭৮৮

---

* "এবং প্রকারৈঃ কিল কল্মষঘ্নৈঃ,
শিবাবতারস্য শুভৈঃ শ্চরিত্রৈঃ।
দ্বাত্রিংশদত্যোজ্জ্বলকীর্ত্তিরাশেঃ
সমা ব্যতীয়ুঃ কিল শঙ্করস্য॥" (মাধবাচার্য্যের 'শঙ্করজয়')

হইতে ৮২০ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত দ্বাত্রিংশৎবর্ষ কাল পরিমিত স্বীয় জীবন হিন্দুধর্ম্মের জীর্ণ সংস্কার ও পুনরুত্থানের জন্য অতিবাহিত করিয়া, মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি কুমারিল ভট্টের শতাধিক বর্ষ পরে আবির্ভূত হইয়া, বৌদ্ধধর্ম্ম-মতের উচ্ছেদ সাধনপূর্ব্বক হিন্দু ধর্ম্মের প্রাধান্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

"দুষ্টাচারবিনাশায় প্রাদুর্ভূতো মহীতলে।
স এব শঙ্করাচার্য্যঃ, সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়কঃ॥
নিধি-নাগেভ-বহ্ন্যব্দে বিভবে শঙ্করোদয়ঃ।
অষ্টবর্ষে চতুর্ব্বেদান্, দ্বাদশে সর্ব্বশাস্ত্রকৃৎ।
ষোড়শে কৃতবান্ ভাষ্যং, দ্বাত্রিংশে মুনিরভ্যগাৎ॥
কল্যব্দে চন্দ্রনেত্রাঙ্ক-বহ্ন্যব্দে গুহাপ্রবেশঃ।
বৈশাখ-পূর্ণিমায়াস্তু শঙ্করঃ শিবতামগাৎ॥ *

কলিযুগের ৩৮৮৯ অব্দে শঙ্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়া, ৩২ বৎসর বয়সে ৩৯২১ অব্দের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শিবত্ব প্রাপ্ত হন। কলিযুগের ৩১৭৯ অব্দে শকাব্দের আরম্ভ হয়। † তদনুসারে ৭১০-৭৪২ শকাব্দ পর্য্যন্ত শঙ্করাচার্য্য জীবিত ছিলেন।

প্রমাণান্তর দ্বারাও শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত আবির্ভাব কাল নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যাইতেছে। 'গদ্যবল্লরী' নামক একখানি গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের গুরুক্রম বর্ণিত হইয়াছে। এই গুরুক্রমে শঙ্করাচার্য্যের অধস্তন চতুর্ব্বিংশতিতম গুরুর নাম পর্য্যন্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গুরুক্রম প্রত্যহ আবৃত্তি করা সন্ন্যাসীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। শিষ্য পরম্পরায় তাঁহারা গুরু-ক্রম আবৃত্তি করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে ভ্রমপ্রমাদ সংঘটন

* Indian Antiquary, XI for 1882, p. 175.
† Weber's History of Indian Literature (1878), p. 261 (Note.)

একান্ত অসম্ভব। ১৪৩৫ শকাব্দে (১৫১৩ খৃষ্টাব্দে) নিজাত্মপ্রকাশানন্দনাথ—মল্লিকার্জ্জুনযোগীন্দ্র দ্বারা 'গদ্যবল্লরী' বিরচিত হয়। তিনি চিদানন্দনাথের শিষ্য বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়াছেন*। নিম্নে পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ গুরুনামাবলী প্রদত্ত হইল।

"শিব আদৌ গুরুঃ প্রোক্তঃ পশ্চাদ্‌বিষ্ণুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ততো ব্রহ্মা, বশিষ্ঠশ্চ, ততঃ শক্তিঃ, পরাশরঃ॥
ব্যাসঃ, শুকো গৌড়পাদো, গোবিন্দাখ্যো গুরু স্ততঃ।
ততঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যো, বিশ্বরূপার্য্য এব চ॥
ততো বোধঘনাচার্য্য, স্ততো জ্ঞানঘনাহ্বয়ঃ।
জ্ঞানোত্তমশিবঃ পশ্চাৎ, ততো জ্ঞানগিরিঃ স্মৃতঃ॥
ততঃ সিংহগিরিঃ, পশ্চাৎ ঈশ্বর স্তীর্থ-সংজ্ঞকঃ।
ততো নৃসিংহতীর্থশ্চ, বিদ্যাতীর্থশিব স্ততঃ॥
ভারতীতীর্থ-নামা চ, বিদ্যারণ্যগুরুঃ পরঃ।
ততঃ শ্রীমলয়ানন্দো, দেবতীর্থ-সরস্বতী॥
সরস্বতী যাদবেন্দ্র, পরঃ—সরস্বতী।
ততস্তু শ্রীগুরুবরঃ শ্রীনৃসিংহ-সরস্বতী॥

* "শ্রীনৃসিংহং গুরুং বন্দে, সাক্ষান্নারায়ণাত্মকং।
চিদানন্দঘনং পূর্ব্বং কারুণ্যামৃতসাগরং॥
শ্রীমুখাব্দে শকে বাণ-ত্রি-বেদ-শশি-সম্মিতে।
যাম্যায়নে সিতে মার্গে গুরাবেকাদশী দিনে॥
গুরুদেবাত্মনামৈক্যং সঞ্চিন্ত্যাতিবিশারদঃ।
অরীরচন্নিজানন্দঃ শ্রীপ্রসাদপরাক্রমং॥"

গ্রন্থ রচনার কাল এবংবিধ স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, ডাক্তার মিত্র ইহার পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"I know not the date of the author of the work, but the work is dated Samvat 1793-1736 A. D." (Notices of Sanskrit Mss. VII. p. 17)

ততস্তু শ্রীগুরুশ্রেষ্ঠো মাধবেন্দ্র-সরস্বতী।
মল্লিকার্জ্জুনযোগীন্দ্র স্তৎশুশ্রূষাপ্তবৈভবঃ॥
ততঃ শ্রীরামদেবাখ্যঃ শিবঃ শ্রীগুরুরূপধৃক্।
দায়দেবযতিঃ পশ্চাদ্ গণনানন্দ-সংজ্ঞকঃ॥
ততঃ শ্রীচিদ্ঘনানন্দঃ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকঃ।
ততো মহেশ্বরানন্দো গুরুঃ শ্রীশিবরূপধৃক্॥
শ্রীচিদানন্দনাথাখ্যো মহানন্দৈকবিগ্রহঃ॥
তত শ্চিৎপ্রতিবিম্বাখ্যো দেব আনন্দপূর্ব্বকঃ॥
এতে বৈ গুরবঃ প্রোক্তাঃ শিবাদি স্বগুরুক্রমাৎ॥
গুরুক্রমং পঠেদ্ যস্তু প্রাত্যর্নিত্যমতন্দ্রিতঃ।
স্বাসার্চ্চনজপাদীনাং অনন্তং ফলমশ্নুতে॥" (গদ্যবল্লরী)

শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস ও শুকদেব এই সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম গুরু। গৌড়পাদ আচার্য্যের শিষ্য গোবিন্দের নিকট শঙ্করাচার্য্য সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হন। শঙ্করাচার্য্য, বিশ্বরূপাচার্য্য, বোধঘনাচার্য্য, জ্ঞানঘনাচার্য্য, জ্ঞানোত্তম শিব, জ্ঞানগিরি, সিংহগিরি, ঈশ্বরতীর্থ, নৃসিংহতীর্থ, বিদ্যাতীর্থ শিব, ভারতী তীর্থ, বিদ্যারণ্য গুরু, মলয়ানন্দ দেবতীর্থ সরস্বতী, যাদবেন্দ্র সরস্বতী, শ্রীসরস্বতী, নৃসিংহ সরস্বতী, মাধবেন্দ্র সরস্বতী, রামদেব মল্লিকার্জ্জুন যোগীন্দ্র, দায়দেব, গণনানন্দ যতী, চিদ্ঘনানন্দ, মহেশ্বরানন্দ, চিদানন্দ নাথ, চিদানন্দপ্রতিবিম্ব আচার্য্য—যথাক্রমে গ্রন্থকারের সময় পর্য্যন্ত গুরুর অতি সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হন। শঙ্করাচার্য্যের পর ত্রয়োবিংশতি জন আচার্য্য ১৪৩৫ শকাব্দ পর্য্যন্ত প্রধান আচার্য্যের পদ প্রাপ্ত হন। বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বর শঙ্করাচার্য্য হইতে অধস্তন দশম গুরু এবং তাহার শিষ্য বিদ্যারণ্য স্বামী দ্বাদশতম গুরু। মাধবাচার্য্যই বিদ্যারণ্য স্বামী নামে পরিচিত

হন। মাধবাচার্য্য ও তাঁহার ভ্রাতা সায়নাচার্য্যের রচিত গ্রন্থের আরম্ভে এই দশম গুরু বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরের নাম স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে।

সন্ন্যাসীরা গৃহস্থদিগের অপেক্ষা দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করেন। প্রতিপুরুষে ৩০ বৎসর ধরিয়া, ২৪ পুরুষে ৭২০ বৎসর পাওয়া যাইতেছে। ১৪৩৫ হইতে ৭২০ বাদ দিয়া, ৭১৫ শকাব্দ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কাল নির্ণীত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ৭১০ শকাব্দে শঙ্করাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। এই উভয় মতের সামঞ্জস্যে অদ্বিতীয় দার্শনিক পণ্ডিত শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কাল নিঃসন্দিগ্ধরূপে নিরূপিত হইতেছে। সুবিখ্যাত কোলব্রুক, উইলসন, ওয়েবার, শ্রদ্ধাস্পদ বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ এই সময় নির্ণয়ে আস্থাবান হইয়াছেন। কোলব্রুক সাহেব সর্ব্ব প্রথম এই সময় নির্দ্দেশ করেন। *

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে মহামহোপাধ্যায় শঙ্করাচার্য্য দক্ষিণাপথে আবির্ভূত হইয়া, মৃতপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। শঙ্করাচার্য্য কুমারিল ভট্টের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক হিন্দু ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচারিত করেন। তিনি কুমারিল ভট্টের শতাধিক বর্ষ পরে আবির্ভূত হইয়া, তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য পরিসমাপ্ত করেন। কুমারিল ভট্ট খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণাপথে আবির্ভূত হন।

---

* Cobbrooke,s miscellaneous Essays, II. p. 332.

শঙ্করাচার্য্য গৌড়পাদ আচার্য্যের শিষ্যের শিষ্য। গৌড়পাদ অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। তিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণাপথে আবির্ভূত হন। স্বপ্রণীত 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে' অধ্যাপক ওয়েবার * খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী গৌড়পাদ ও ঈশ্বর-কৃষ্ণের আবির্ভাব কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ওয়েবার সাহেবের এই মত ভ্রমাত্মক। ঈশ্বরকৃষ্ণ "সাংখ্যকারিকা" নামে যে পুস্তক রচনা করেন, গৌড়পাদ আচার্য্য তাঁহার ভাষ্য প্রণয়ন করেন। গ্রন্থকার ও তাঁহার টীকাকার একই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইতে পারেন না। গৌড়পাদ্ আচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণের পরে প্রাদুর্ভূত হইয়া, সাংখ্যকারিকা রচনা করেন।

গৌড়পাদ আচার্য্যের শিষ্য গোবিন্দ আচার্য্যের নিকট শঙ্করাচার্য্য সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। স্বরচিত "বিবেকচূড়ামণির" আরম্ভে ও শেষে তিনি স্বীয় গুরুদেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

"সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তগোচরং তমগোচরং।
গোবিন্দং পরমানন্দং সদ্‌গুরুং প্রণতোঽস্ম্যহং॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য—শ্রীগোবিন্দভগবৎ—পূজ্যপাদ—শিষ্য—শ্রীশঙ্কর—ভগবৎপাদকৃতো বিবেক চূড়ামণিঃ সমাপ্তঃ।" †

(বিবেকচূড়ামণি)

মহর্ষি বাদরায়ণ প্রণীত বেদান্তসূত্রের অনেকগুলি ভাষ্য বিদ্যমান আছে। নীলকণ্ঠ, ভট্ট ভাস্কর, রামানুজ আচার্য্য,

---

* Professor A. webers' Histy of Indian Literature (1878) P. 236.

† নৃসিংহতাপনী ও ঐতরেয় উপনিষদের ভাষ্যে, হরিস্তোত্রে এবং প্রবোধ সুধাকরে—শঙ্করাচার্য্য স্বীয় গুরুদেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

বল্লভ আচার্য্য, বিজ্ঞানভিক্ষু,রামানন্দ আচার্য্য, গঙ্গাধর, রামানন্দ তীর্থস্বামী, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, অন্নভট্ট, ভৈরব দীক্ষিত, তিলক, মধ্বাচার্য্য ও দেবেন্দ্রের রচিত ভাষ্যের নাম ডাক্তর হল উল্লেখ করিয়াছেন *। মহামহোপাধ্যায় শঙ্করাচার্য্য প্রণীত "শারীরক মীমাংসা ভাষ্য" তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গুণে ও প্রাচীনত্বে এই ভাষ্য শ্রেষ্ঠতম। এমন উৎকৃষ্ট গদ্য রচনার নিদর্শন সংস্কৃত সাহিত্যের কুত্রাপি দেখা যায় না। যদি কাহারও সংস্কৃত গদ্য রচনা শিখিবার অভিলাষ থাকে,তবে তিনি নিবিষ্ট চিত্তে শঙ্করাচার্য্যের রচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য অধ্যয়ন করুন। এমন প্রাঞ্জল, মনোহর ও উৎকৃষ্ট রচনা সংস্কৃত সাহিত্য-সমুদ্র মন্থন করিলেও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ স্থল। এমন উৎকৃষ্ট, যুক্তিতর্ক ও মীমাংসা পূর্ণ দর্শনশাস্ত্রীয় গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নাই। মুক্তির অভিলাষী পুণ্যাত্মা ব্যক্তি ইহাতে মোক্ষলাভের উপায় প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইবেন। †

"জন্তূনাং নরজন্ম দুর্লভমতঃ পুংস্ত্বং, ততো বিপ্রতা,
তস্মাদ্ বৈদিককর্ম্মমার্গপরতা, বিদ্বত্ত্বমস্মাৎপরং।
আত্মানাত্মবিবেচনং, স্বনুভবো, ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতিঃ,
মুক্তি র্নো শত জন্মকোটি-সুকৃতৈঃ পুণ্যৈ র্বিনা লভ্যতে॥

---

* Dr. FE. Halls' Contributions to the Bibliography of Indian Philosophical Systems.

† স্বরচিত "বিবেকচূড়ামণি"তে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, সংসারে নরত্বই দুর্লভ। নরত্বের পর পুরুষত্ব, ব্রাহ্মণত্ব, বেদজ্ঞত্ব ও বিদ্বত্ব ক্রমে অধিকতর দুর্লভ। জন্মান্তরীণ বিশেষ পুণ্যবল বিনা মোক্ষলাভ একবারে অসম্ভব। মোক্ষার্থী ব্যক্তি শঙ্করাচার্য্যের উপদেশ অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিয়া, মুক্তিলাভের পথ পরিষ্কৃত করুন।

সংসারাধ্বনি-তাপভানুকিরণ-প্রোদ্ভূতদাহব্যথা—
খিন্নানাং জলাকাঙ্ক্ষয়া মরুভুবি ভ্রান্ত্যা পরিভ্রাম্যতাং।
অত্যাসন্নসুধাম্বুধিং সুখকরং ব্রহ্মাদ্বয়ং দর্শয়—
ন্ত্যেষা শাঙ্করভারতী বিজয়তে নির্ব্বাণ-সন্দায়িনী॥"

(বিবেকচূড়ামণি)

যাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি হয়, যাহার প্রভাবে জগৎ অবস্থিত, এবং যাহাতে এই জগৎ লীন হয়—তিনিই পরব্রহ্ম। তিনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশের কারণ। তিনি সত্য, নিত্য, মুক্ত। তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত-স্বরূপ। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্তু বিদ্যমান নাই। তিনি সত্য, অপর সমস্তই মিথ্যা। রাত্রিকালে সহসা রজ্জু দেখিলে যেমন সর্প বলিয়া ভ্রম জন্মে, সেইরূপ সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন বলিয়া জগতের অস্তিত্বে মোহান্ধকারাবিষ্ট মানবের ভ্রান্তি জন্মে। যেমন সর্পভ্রম দূরীকৃত হইলে রজ্জুমাত্র বোধ হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে সংসার ভ্রম বিনষ্ট হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়। ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে কিছুই বিদ্য নাই। তিনি অদ্বিতীয়। তিনিই অদ্বৈত।

মায়া পরব্রহ্মের শক্তিস্বরূপ। অবিনাশী পরব্রহ্ম মায়াবচ্ছিন্ন হইলেই জগতের উৎপত্তি হয় *। তিনি স্বয়ং নির্গুণ, নির্বিশেষ,

---

* "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ,
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবান্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি,
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং॥ (মুণ্ডোপনিষৎ, ১।৭।

নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিত্যমুক্ত, চিন্ময় স্বরূপ। তিনি বাক্য, চক্ষু ও মনের অগোচর *। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ মাত্র। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান জন্মিলে, জীবে ও ব্রহ্মে কোন প্রভেদ থাকে না †। এই তত্বজ্ঞান জন্মিলেই জীবাত্মার মুক্তিলাভ হয়। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মুক্তিলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যের "শারীরক মীমাংসাভাষ্য" অবলম্বনে অসংখ্য বৈদান্তিক গ্রন্থ রচিত হয়। 'শারীরক ভাষ্যের' যে সকল ভাষ্য বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে বাচস্পতি মিশ্রের 'ভামতী', পদ্মপাদ-আচার্য্যের ও খণ্ডানন্দের 'পঞ্চপাদিকা', অদ্বৈতানন্দের 'ব্রহ্ম-বিদ্যাভরণ', আনন্দজ্ঞানগিরির 'শারীরক ভাষ্য-ন্যায়-নির্ণয়', জয়তীর্থের 'তত্বপ্রকাশিকা', রামানন্দ সরস্বতীর 'ভাষ্যরত্নপ্রভা', অপ্পয়ী দীক্ষিতের 'শারীরক-ন্যায়রক্ষামণি' ও সুরেশ্বর 'আচার্য্যের 'শারীরক ভাষ্যবার্ত্তিক' প্রসিদ্ধ। শঙ্করাচার্য্যের জীবনী লেখক আনন্দজ্ঞানগিরি শুদ্ধানন্দের শিষ্য। তিনি 'শঙ্করবিজয়' ও

* "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো, ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র, কথং তদুপলভ্যতে॥" (কঠোপনিষৎ, ৬।১২)

† "ন ভূমি, ন তোয়ং, ন তেজো, ন বায়ু,
নখং, নেন্দ্রিয়ং, বা ন তেষাং সমূহঃ।
অনৈকান্তিকত্বাৎ সুষুপ্তৈকসিদ্ধ,
স্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহং॥" (দশশ্লোকী)
"ন যোগী ন ভোগী ন বা মোক্ষকাঙ্ক্ষী,
ন বীরো ন ধীরো ন বা সাধকেন্দ্রঃ।
ন শাক্তো ন বা বৈষ্ণবো বাহ ন শৈবো
বধূতশ্চিদানন্দরূপোঽহমাত্মা॥" (অবধুতষটক)

'শারীরকভাষ্য-ন্যায়নির্ণয়' ভিন্ন শঙ্কর আচার্য্যের রচিত 'বাক্য-বৃত্তি' ও উপদেশ সাহস্রীর ভাষ্য রচনাকরেন। *

এই সকল ভাষ্যকারের মধ্যে পদ্মপাদ আচার্য্য ও সুরেশ্বর আচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের প্রধানতম শিষ্যের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। প্রকাশাত্ম যতী, আনন্দপূর্ণ যতী ও নৃসিংহাশ্রম মুনি, পদ্মপাদের রচিত 'পঞ্চপাদিকার ভাষ্য রচনা করেন। সুরেশ্বর বিশ্বরূপ আচার্য্য নামে ও প্রসিদ্ধ। তাঁহার অপর নাম মণ্ডন মিশ্র। শঙ্করাচার্য্য দশটী শ্লোকে দক্ষিণামূর্ত্তি দেবীর স্তোত্র ছলে বেদান্তের রহস্য প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য ও শারীরকমীমাংসা ভাষ্যের বার্ত্তিক প্রণেতা সুরেশ্বর আচার্য্য "মানসোল্লাস"নামে তাহার তাৎপর্য্য প্রকাশ করেন†। রামানন্দ-তীর্থস্বামী "মানসোল্লাসবৃত্তান্ত" নামে সুরেশ্বরের প্রণীত গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন।

ইতি শ্রীমানসোল্লাস-প্রবন্ধোঽয়ং যথামতি।
ব্যাখ্যাতো রামতীর্থেন গুরুদেব-প্রসাদতঃ॥

* "শুদ্ধানন্দাঙ্ঘ্রি যুগ্ম-স্মৃতিভরনিভৃত-প্রৌঢ়গাঢ়োক্তিগূঢ়া—
নন্দজ্ঞান প্রণীতা জগতি মুদমিয়ং মদ্বিয়াং সংবিধত্তাং॥
সন্ত্যেব বহুলান্যপি ব্যাখ্যানানি মহাধিয়াং।
ব্যাখ্যা তথাপি সৌখ্যেন জ্ঞানানন্দ-সমাহৃতা॥"
(শারীরকভাষ্য-ন্যায়নির্ণয়)

† "ইহ হি ভাষ্যকারঃ শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যনামা মন্দমতীংস্তত্ত্বজিজ্ঞাসূনমনুগৃহীতুং দক্ষিণা মূর্ত্তিস্তোত্রব্যাজেন সমস্তবেদান্তার্থমাবিশ্চকার দশভিঃ পদ্যবন্ধৈঃ। তচ্ছিষ্যেণ বিশ্বরূপাচার্য্যেণ সুরেশ্বরাপরনাম্না তৎপদ্যপ্রবন্ধার্থতত্ত্বং তাৎপর্য্যতো মানসোল্লাস নাম্না বার্ত্তিকাত্মনা গ্রন্থসন্দর্ভেন আবিষ্কৃতং, ইমংগ্রন্থং যথাশক্তি বিবৃণোমি।" (মানসোল্লাস—বৃত্তান্ত)

"তত্ত্বসারো, জ্ঞানবৈভবাখ্যতন্ত্রং,
তথা কুণ্ডতত্ত্ব প্রকাশঃ।
চক্রস্য টীকা, তথা বেদমাতু,
মোহমুদ্গরাখ্যস্য, গীতামহিম্নোঃ॥
বেদান্তসারস্য, শান্তেঃ শতস্য,
জ্ঞানারণী, রামতত্ত্বপ্রকাশঃ।
অধ্যাত্মসারোঽদ্বৈতপ্রকাশো,
যোগাবলি, র্ভাগবতাশয়োঽপি॥
অধ্যাত্মরামায়ণ টিপ্পনী চ,
সঙ্গীতসিদ্ধান্ত, আনন্দটীকা।
অধ্যাত্মবিন্দু, র্যতিভাগবত্যং,
বেদান্তসূত্রস্য রত্নাখ্যটীকা॥
পদার্থগাথা চ সাংখ্যস্য, কাচি-
দানন্দ পুষ্পান্বয়মাত্মতত্ত্বং।
শ্রীরামকাব্যং, যতিভূষণীচ,
শ্রীশক্তিবাদঃ কালিকেতি কাচিৎ॥
শাস্ত্রস্য সারো, নৃপভূষণীচ,
বাল্মীকিরামায়ণ-কূটটীকা।
স্তোত্রীয়টীকা চ সহস্রনাম-
মালা চ গীতাদিসারস্য টীকা॥
সন্ধ্যাবিধে র্মন্ত্রসমূহটীকা,
দেব্যাস্তথা বিষ্ণুসূক্তস্য টীকে।
তথা বিচারার্কতদীয়টীকে,
কলাপশাস্ত্রস্য চ সংগ্রহোঽপি॥
প্রবোধচন্দ্রোদয় সংগ্রহশ্চ,
সুশাক্তসর্ব্বস্ব-লোকাভিধানে।
বশিষ্ঠগূঢ়ার্থগদ্যঃ কথানাং,
গীতাশয়োঽস্তর্যজনাখ্যসংজ্ঞে॥

শ্রুতিস্তুতে টিপ্পনিকা, কথা,
শ্চাদ্বৈতরহস্যং চরমামৃতশ্চ।
মন্বর্থসারশ্চ, যথার্থমঞ্জর্য্যা,
—খ্যশ্চ সতত্ত্ববিন্দুঃ কৃতা মে॥ (যথার্থমঞ্জরী)

"স্বল্পাদ্বৈতপ্রকাশ" গ্রন্থে রামানন্দ তীর্থস্বামী মধ্বাচার্য্য ও রামানুজ আচার্য্যের প্রণীত বেদান্তভাষ্যের সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাতে তিনি বেদান্তকে "চতুঃসূত্রী" বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, সূত্রসংখ্যা ৫৫৬ নির্ণয় করিয়াছেন। বেদান্তসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায় আবার চারিপাদে বিভক্ত। উক্ত পুস্তকে রামানন্দ তীর্থ আপনার পূর্ব্বতন চারিজন ভাষ্যকারের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, রামানুজ আচার্য্য, ও ভট্টভাস্কর মিশ্র স্বামী যথাক্রমে আবির্ভূত হইয়া বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে, রামানুজ আচার্য্য দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যাচার্য্য শেষ ভাগে, এবং "ভট্টভাস্কর স্বামী খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। সায়নাচার্য্য খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ভট্টভাস্কর মিশ্র স্বামীকে বেদের পূর্ব্বতন ভাষ্যকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সূত্রসংখ্যা পঞ্চাশতং ষট্‌পঞ্চাশৎ—সমন্বিতং।
জীবানাং ভাবকত্বেন ভাষ্যং শারীরকং মতং॥
মাধ্বরামানুজৌ ভাষ্যকারাবপি চ ভাস্করঃ।
চতুঃসূত্রী চ ব্যোক্তঃ প্রথমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"(স্বল্পাদ্বৈত প্রকাশ)

পূর্ব্বোক্ত তিনখানি পুস্তক ব্যতীত রামানন্দ তীর্থস্বামীর রচিত অদ্বৈতরহস্য, অধ্যাত্মসার প্রাগুদ্ধারসংগ্রহ, তত্ত্বসূক্ষ্মরত্ন, শাক্ত সর্ব্বস্ব, বিচারার্কসংগ্রহ, বাশিষ্ঠসার, বাশিষ্ঠসারগূঢ়ার্থ,

বিষ্ণু-সহস্রনাম টীকা, ভাগবত সংগ্রহ, ভাবার্থ দীপিকা সংগ্রহ, ভাগবত মঞ্জরী, অদ্বৈতনির্ণয় সংগ্রহ, দীপিকা প্রকরণ সংগ্রহ, সহস্র নাম মালা কলা, কাদি সহস্রনাম কলা, ভাগবততত্ত্ব সংগ্রহ, শান্তি সন্দর্ভ, শান্তিশতকসংগ্রহ, নামমালা সংগ্রহ, বেদস্তুতিলঘূপায়, চণ্ডীবিবরণ, আনন্দকুসুম, প্রেমভক্তিস্তোত্র, অঙ্কসংজ্ঞা, রাজ ভূষণী ও কুণ্ডতত্ত্ব প্রকাশিকা পাওয়া গিয়াছে।

'প্রেমভক্তিস্তোত্র' গ্রন্থে তিনি প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য বর্ণন পূর্ব্বক, স্বরচিত ব্যাখ্যায় চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৪০৭ শকাব্দে (১৪৮৫ খৃঃ) নবদ্বীপে জগন্নাথমিশ্রের ঔরসে ও শচীদেবীর গর্ভে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৫৫ শকাব্দের (১৫৩৩ খৃঃ) আষাঢ় মাসে ৪৮ বৎসর বয়সে শ্রীক্ষেত্রে (পুরী নগরে) তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, রামানন্দ তীর্থস্বামী খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বঙ্গদেশে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি স্বরচিত "রাজ-ভূষণী" গ্রন্থে কুল্লূক ভট্টের প্রণীত 'মন্বর্থমুক্তাবলী' নামক মনুসংহিতার টীকার উল্লেখ করিয়াছেন।* এই গ্রন্থে তিনি রাজধর্ম্ম বিবৃত করিয়াছেন। রামানন্দ গোবিন্দানন্দের শিষ্য ছিলেন।

* ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, তিনি কুল্লূকভট্টের অধস্তন লোক,

"রাজা জয়তি সদ্ধর্ম্মৈ, মন্ত্রিণস্তু বসুন্ধরা।
ব্রাহ্মণাঃ সৎপ্রজাগারঃ, কুর্ব্বেঽহং রাজভূষণীং॥
গ্রন্থেঽস্মিন্ মনুজ্ঞেয়াটীকা কুল্লূকসম্মতা।
অন্যে গ্রন্থাঃ প্রবক্তব্যা ময়া সন্দেহভিৎকৃতা॥" (রাজভূষণী)

রামানন্দ তীর্থের শিষ্য ভূমানন্দ সরস্বতী। রামানন্দের রচিত শারীরক ভাষ্যের ভাষ্য অবলম্বনে ভূমানন্দের শিষ্য অদ্বৈতানন্দ 'ব্রহ্মবিদ্যাভরণ' নামে বেদান্তভাষ্য প্রণয়ন করেন। রামানন্দ সরস্বতী নামে একজন গ্রন্থকার 'যোগমণিপ্রভা' নামে পাতঞ্জল যোগসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। তিনি গোবিন্দানন্দের শিষ্য ছিলেন। তিনি বেদান্ত ভাষ্যের 'ভাষ্যরত্নপ্রভা' নামে ভাষ্য রচনা করেন। রামানন্দ তীর্থ আপনাকে 'ভাষ্য রত্নপ্রভার' রচক বলিয়া যথার্থ মঞ্জরীর শেষ ভাগে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব উভয় রামানন্দ এক অভিন্ন ব্যক্তি। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সর্ব্বজ্ঞাত্ম মহামুনি শঙ্করাচার্য্যের 'শারীরক মীমাংসা, ভাষ্যের' সংক্ষিপ্ততা বিধান পূর্ব্বক 'সংক্ষেপ শারীরক' নামে ভাষ্য রচনা করেন। রামানন্দ তীর্থ তাহার 'অন্বয়ার্থ প্রকাশিকা' নামে টীকা প্রণয়ন করেন। যথার্থ মঞ্জরীর পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে রামানন্দ তীর্থের রচিত ৪৮ খানি পুস্তকের নাম পাওয়া যাইতেছে।

এই সর্ব্বজ্ঞাত্ম মহামুনি পূর্ব্বোল্লিখিত সুরেশ্বর আচার্য্যের শিষ্য। সর্ব্বজ্ঞাত্ম স্বরচিত গ্রন্থে সুরেশ্বরকে দেবেশ্বর নামে পরিচিত করিয়াছেন। তিনি স্বরচিত গ্রন্থের আরম্ভে ব্যাস, শঙ্করাচার্য্য ও সুরেশ্বরের বন্দনা করিয়াছেন। চালুক্যবংশীয় রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে অনুমান ৮৯৫খৃঃ সর্ব্বজ্ঞাত্ম এই গ্রন্থ রচনা করেন। সুবিখ্যাত চালুক্যরাজ তৈলপ ৮৯৫ শকাব্দে (৯৭৩খৃঃ) রাষ্ট্রকূট বংশের হস্ত হইতে রাজ্যাধিকার গ্রহণ করেন। রাজা বিক্রমাদিত্য এই তৈলপের প্রপিতামহ ছিলেন। ৯৪৬ শকাব্দের (১০২৪খৃঃ) লিখিত ও তৈলপের বংশধর চালুক্যরাজ জয়সিংহের প্রদত্ত

মিরাজের শাসনপত্রে এই বিক্রমাদিত্যের নাম উল্লিখিত আছে *।

"বাগ্‌বিস্তরা যস্য বৃহত্তরঙ্গা,
বেলাতটং বস্তুনি তত্ত্ববোধঃ।
তত্ত্বানি তর্কপ্রসবপ্রকারাঃ,
পুনাত্বসৌ ব্যাসঃ পয়োনিধির্নঃ॥
বক্তারমাসাদ্য যমেব নিত্যা,
সরস্বতী স্বার্থসমন্বিতাসীৎ।
নিরস্তদুস্তর্ককলঙ্কপঙ্কা,
নমামি তং শঙ্করমর্চ্চিতাঙ্ঘ্রিং॥
যদীয়সম্পর্কমবাপ্য কেবলং,
বয়ং কৃতার্থা নিরবদ্যকীর্ত্তয়ঃ।
জগৎসু তে তারিতশিষ্যপংক্তয়ঃ,
জয়ন্তি দেবেশ্বরপাদরেণবঃ॥
শক্তো গুরোশ্চরণয়ো র্নিকটে নিবাসান্,
নারায়ণ-স্মরণতশ্চ নিরন্তরায়।
শারীরকার্থবিষয়াবগতিপ্রধানং,
সংক্ষেপতঃ প্রকরণং করবাণি হৃষ্যন্॥" (সংক্ষেপশারীরক)

* Dr. R. G. Bhandarkars "Early History of Dekkan", pages 58, 59 and 74, and "Indian Antiquary" (V. 17)

"সুরেশ্বরের শিষ্য সর্ব্বজ্ঞাত্ম মহামুনি স্বরচিত পুস্তকের শেষভাগে রাজা বিক্রমাদিত্যের নাম স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেন নাই। ডাক্তর ভণ্ডারকর বহুল গবেষণাপূর্ণ পূর্ব্বোক্ত উৎকৃষ্ট গ্রন্থে তাঁহার নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"শ্রীদেবেশ্বরপাদপঙ্কজরজঃ সম্পর্কপূতাশয়ঃ,
সর্ব্বজ্ঞাত্ম-গিরাঙ্কিতো মুনিবরঃ সংক্ষেপশারীরকং।
চক্রে সজ্জনবুদ্ধিবর্দ্ধনমিদং, রাজন্যবংশে নৃপে,
শ্রীমত্যক্ষতশাসনে মনুকুলাদিত্যে ভুবংশাসতি॥"

রামানন্দতীর্থ স্বামীর পূর্ব্বোক্ত টীকা ভিন্ন রাঘবানন্দসরস্বতী, মধুসূদন সরস্বতী, নৃসিংহ আশ্রম ও পুরুষোত্তম মিশ্র দীক্ষিতের প্রণীত সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনির রচিত সংক্ষেপশারীরকের চারিখানি ভাষ্য বিদ্যমান আছে। মধুসূদন সরস্বতীর টীকার নাম 'সংক্ষেপ শারীরক-সারসংগ্রহদীপিকা।' তাঁহার রচিত 'ভগবদ্গীতা' ও 'ভাগবত পুরাণের' ভাষ্য অতি প্রসিদ্ধ। তিনি বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর শিষ্য ছিলেন। এই বিশ্বেশ্বর সম্ভবতঃ মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্যের শিষ্য ছিলেন। মাধবাচার্য্য খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দক্ষিণাপথে প্রাদুর্ভূত হন। অতএব বিশ্বেশ্বরের শিষ্য মধুসূদন খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ কি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে দক্ষিণাপথে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মধ্যে শ্রীরামানুজ আচার্য্য, মাধবাচার্য্য ও বিশ্বেশ্বরের বন্দনা করিয়া, এই ভাষ্যের রচনায় প্রবৃত্ত হন। রামানুজ আচার্য্য খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও বিশ্বেশ্বর পঞ্চদশ শতাব্দীতে দক্ষিণাপথে প্রাদুর্ভূত হন।

"শ্রীরাম-বিশ্বেশ্বর-মাধবানাং
প্রণম্য পাদাম্বুজপুণ্যপাংশূন্।
তেষাং প্রভাবাদহমস্মি যোগ্যঃ
শিলাপি চৈতন্যমলব্ধমেভ্যঃ॥" (সারসংগ্রহদীপিকা)[1]

শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত 'দশশ্লোকী' নামক বেদান্ত গ্রন্থের তিন খানি টীকা বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে মধুসূদন সরস্বতীর রচিত

[1] ডাক্তর মিত্র এই শ্লোকটী সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনির টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী সম্বন্ধে ১৫৬৯ সংবৎসরে লিখিত বলিয়া ভ্রান্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন।
Dr. Mitra's "Notices of Sanskrit Mss." (III.90)

টীকার নাম "সিদ্ধান্ততত্ত্ববিন্দু।" পুরুষোত্তম মিশ্রের রচিত "সিদ্ধান্ততত্ত্বসন্দীপন", পূর্ণানন্দের 'তত্ত্ববিবেক' ও নারায়ণতীর্থ যতীর 'সিদ্ধান্তবিন্দুলঘুটীকা' মধুসূদনের ভাষ্য অবলম্বনে লিখিত হয়। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি 'সিদ্ধান্তবিন্দুসার' নামে মধুসূদনের ভাষ্যের সংক্ষিপ্ততা বিধান করেন।

> "শ্রীশং শান্তমনন্তমদ্বয়সুখং স্বাধ্যন্তসত্তাপ্রদং
> মন্বাচার্য্যবরং গুরূংশ্চ সততং সিদ্ধান্তবিন্দোর্গিরঃ।
> সৎপ্রীত্যৈ শ্রুতিমুখ্যমাননিবহৈঃ সিদ্ধান্ত-সংগ্রাহিকা
> দুর্ব্বোধাঃ প্রকটীকরোতি মতিমান্ নারায়ণাখ্যো যতিঃ॥

ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর রচিত 'দশশ্লোকীর', আর এক খানি টীকা আছে। মধুসূদন সরস্বতীর কৃত অদ্বৈতসিদ্ধি, বেদান্তকল্পলতিকা, মহর্ষি শাণ্ডিল্য কৃত ভক্তিসূত্রের ভাষ্য, ভগবদ্ভক্তিরসায়ন ও অদ্বৈতসিদ্ধি নামে বৈদান্তিক গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

জয়তীর্থের কৃত শাঙ্করভাষ্যের 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামক ব্যাখ্যা অবলম্বনে রঘূত্তম তীর্থ যতী 'তত্ত্বপ্রকাশিকা-ভাবরোধ' রচনা করেন। তিনি রঘুবর্ষ্যতীর্থের শিষ্য ছিলেন। তিনি 'দুর্গাভক্তি লহরী' নামে আরও একখানি স্তোত্রগ্রন্থ রচনা করেন।

> "রঘুবর্য্য গুরুপ্রোক্তো ভাবো জয়মুনে র্ময়া।
> লিখিতো মন্দবোধার্থং, প্রীয়তাং শ্রীপতিস্ততঃ॥"

রামচন্দ্র সরস্বতী 'বালবোধিনী-ভাবপ্রকাশিনী' নামে শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত 'বালবোধিনীর' ভাষ্য রচনা করেন। রামচন্দ্র সরস্বতী ভগবদ্গীতারও একখানি ভাষ্য রচনা করেন। তিনি রঘুনাথ সরস্বতীর শিষ্য ছিলেন। গোবিন্দানন্দ সরস্বতী এই

রঘুনাথ সরস্বতীর গুরু ছিলেন। গোবিন্দ 'আত্মতত্ত্ববিবেক-টীকায়' শঙ্করাচার্য্যের 'আত্মতত্ত্ব বিবেকের' তাৎপর্য্য প্রকাশ করেন।

"নত্বা কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বং শ্রীগোবিন্দেন ধীমতা।
আত্মতত্ত্বং প্রবক্তব্যং কেবলে মোক্ষহেতবে ॥"

ঢাকার গোবর্দ্ধনলাল গোস্বামীর পুত্র রাধামোহন গোস্বামী শঙ্করাচার্য্যের 'শারীরক মীমাংসাভাষ্য' অবলম্বনে, "শারীরক সূত্রার্থসংগ্রহ" প্রণয়ন করেন।

'বাক্যবৃত্তির' "প্রকাশিকা" নামে টীকা জ্ঞানানন্দ বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত দ্বারা রচিত হয়। তিনি মাধবাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। বিশ্বেশ্বরের শিষ্য শুদ্ধানন্দ। শুদ্ধানন্দের শিষ্য আনন্দজ্ঞান গিরি "বাক্যবৃত্তি বিবরণ" নামে শঙ্করাচার্য্যের "বাক্যবৃত্তির" টীকা রচনা করেন। তিনি 'উপদেশ সহস্রীর' ও একখানি টীকা প্রণ-য়ন করেন। মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্যের শতবর্ষ পরে আনন্দজ্ঞান গিরি প্রাদুর্ভূত হন। উভয়েই শঙ্করাচার্য্যের জীবনী রচনা করেন।

ব্রহ্মানন্দনাথের শিষ্য নিরঞ্জন মাধবযোগী, শঙ্করাচার্য্যের 'ষট্‌শ্লোকী' গ্রন্থের "চিদ্রত্ন" নামে টীকা প্রণয়ন করেন। "সহ-স্রোপদেশীর" টীকাকার রামানন্দ তীর্থস্বামী।

"উপদেশসহস্র্যাঃ সদ্গাদ্যবন্ধো যথামতি।
ব্যাখ্যাতো রামতীর্থেন ভক্ত্যা স্বজ্ঞান-সিদ্ধয়ে ॥"

মুকুন্দগোবিন্দের শিষ্য রামানন্দ সরস্বতী "ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী" নামে ব্রহ্মসূত্রের টীকা রচনা করেন। ইহাতে স্থানে স্থানে শঙ্করাচার্য্যের মতের প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

"ব্যাখ্যায়ন্তে স্ফুটন্থায়ৈ র্মতভেদোঽপি কুত্রচিৎ।
উচ্যতে সুখবোধার্থং শ্রীরামো, বীক্ষ্যতামিদং ॥"

শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত 'আনন্দলহরীর' কয়েকখানি টীকা বিদ্যমান আছে। কৈবল্যাশ্রম যতীর প্রণীত টীকার নাম 'সৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।'

'এষা সৌন্দর্য্যলহর্য্যা ষ্টীকা সৌভাগ্যবর্দ্ধিনী নাম্না।
কৈবল্যাশ্রমরচিতা বিলসতু পরদেবতাপ্রমোদকারী ॥

নরহরি ভবানী পক্ষে ও বিষ্ণু পক্ষে 'আনন্দলহরী'র প্রত্যেক শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সচরাচর শিব পক্ষেই 'আনন্দলহরীর' কবিতা ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। বল্লভাচার্য্যের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য 'মঞ্জুভাষিণী' নামে টীকায় 'আনন্দলহরীর' ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

'বল্লভাচার্য্যপুত্রেণ শ্রীলশ্রীকৃষ্ণশর্ম্মণা।
আনন্দলহরীব্যাখ্যা যথাশক্তি বিতন্যতে ॥'

শঙ্করাচার্য্যের 'ষট্পদী' পুস্তকের টীকাকার শঙ্করানন্দ তীর্থ। তাঁহার রচিত টীকার নাম 'ষট্পদীমঞ্জরী।' তিনি শিবনারায়ণানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য ছিলেন। ১৬৪৬ শকাব্দের লিখিত ইহার একখানি প্রতিলিপি পুরীর শঙ্কর মঠে পাওয়া গিয়াছে।

"ভগবদ্ভক্তিগন্ধাঢ্যৈঃ কুসুমৈ র্বাক্‌ময়ৈঃ কৃতা।
ষট্পদমঞ্জরী সম্যক্ যোজিতা কৃষ্ণপাদয়োঃ ॥"

শঙ্করাচার্য্যের মত অবলম্বন পূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরের শিষ্য শুদ্ধভিক্ষু 'বেদান্তচিন্তামণি' রচনা করেন। এই শুদ্ধানন্দই আনন্দজ্ঞান গিরির গুরু। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম চারিটী সূত্রের ভাষ্য উপলক্ষে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে।

"শ্রীরামবিশ্বেশ্বর পাদপদ্মং,
সংসার-সন্তাপহরং প্রণম্য।
ভাষ্যাদিতত্ত্বং সুবিচার্য্য শুদ্ধো
বেদান্তচিন্তামণিমাতনোতি ॥"

শঙ্করাচার্য্যের টীকাকারগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। তাঁহার প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে এত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে যে, কোন ক্রমে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তিনি অধিকারী ভেদে ধর্ম্মোপদেশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি সম্প্রদায়-গত ও ধর্ম্মমতজনিত ভেদ স্বীকার করিতেন না। অথচ তিনি দশনামী সন্ন্যাসীদের মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে সর্ব্বকর্ম্ম ও কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন, অথচ তিনি বেদাধ্যয়ন ও বেদবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবল উচ্ছ্বাসে বিলুপ্ত প্রায় সনাতন ও সার্ব্বভৌমিক হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় উদার হৃদয়, মহাপ্রাণ ও বিশ্ব-প্রেমিক মহাপুরুষ ভারতবর্ষে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

"নাহং দেহো, ন মে দেহঃ, কেবলোহহং সনাতনঃ।
ব্রহ্মৈবাহং, ন সংসারী, ন চাহং ব্রহ্মণঃ পৃথক্ ॥" (মহাবাক্যসিদ্ধান্ত)

"ন যোগী, ন ভোগী, ন বা মোক্ষকাঙ্ক্ষী,
ন বীরো, ন ধীরো, ন বা সাধকেন্দ্রঃ।
ন শৈবো, ন শাক্তো, ন বা বৈষ্ণবো বাহ
বধূতশ্চিদানন্দরূপোহহমাত্মা ॥" (অবধূত-ষট্‌ক)

"বেদান্ত-বাক্যেষু সদা রমন্তো,
ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।

নিঃশোকবন্তঃ করুণৈকবন্তঃ,
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥" (কৌপীন-পঞ্চক)

"বেদো নিত্যমধীয়তাং, তদুদিতং কর্ম্ম স্বনুষ্ঠীয়তাং,
তেনেশস্য বিধীয়তামুপচিতিঃ, কামে মতি স্ত্যজ্যতাং।
পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তদ্বাধিতং দৃশ্যতাং,
আত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং, পরাত্মন্যেব সুস্থীয়তাং॥" (শিক্ষাপঞ্চক)

কবিরাজ রাজশেখর।

কবিরাজ রাজশেখর অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। তিনি মহর্ষি বাল্মীকির প্রণীত 'রামায়ণ' মহাকাব্যকে নাটকাকারে পরিণত করিয়া, "বালরামায়ণ" নাটক রচনা করেন। "বালরামায়ণ" ও "উদাত্তরাঘব" নাটকের কবিতা ধনঞ্জয় স্বরচিত "দশরূপ" নামক অলঙ্কার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। * ধনঞ্জয় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হন। তিনি ধারারাজ ভোজদেবের পিতৃব্য মুঞ্জদেবের সভাসদ ছিলেন। মুঞ্জদেব বাক্‌পতি রাজদেব নামে পরিচিত ছিলেন বলিয়া আমরা স্থূলা-

* "দশরূপের" টীকাকার ধনিক। তিনি ইহার "দশরূপাবলোক" নামে টীকা রচনা করেন। সুপণ্ডিত আনন্দ রাম বড়ুয়া মহোদয় স্বরচিত "ভবভূতি" শীর্ষক ইংরেজী প্রবন্ধে এই ধনিককে "দশরূপের" প্রণেতা বলিয়া ভ্রম ক্রমে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধনঞ্জয় ও তাঁহার টীকাকার ধনিক দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

স্তরে প্রদর্শন করিয়াছি। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, রাজ-শেখর খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন।*

সুপণ্ডিত আনন্দরাম বড়ুয়া স্বরচিত "ভবভূতি" নামক বহুগবেষণাপূর্ণ ইংরেজী প্রবন্ধে রাজশেখরের আবির্ভাব কাল খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি অনুমান করেন যে, শঙ্করাচার্য্য ও রাজশেখর একই সময়ে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। তিনি প্রমাণ স্থলে মাধবাচার্য্যের রচিত "শঙ্করবিজয়" নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মাধবাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে কোন কথা উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন বা সমালোচন করেন নাই। আমরা 'শঙ্করাচার্য্য' প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি যে, শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা রাজশেখরের সময় নির্ণয় পূর্ব্বক তাঁহার অনুমানের অসারতা ও অমূলকতা প্রদর্শন করিব। রাজশেখরকে শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক মনে করিয়া সুপণ্ডিত বড়ুয়া মহাশয় যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে এই প্রবন্ধ পাঠে প্রতীতি হইবে।

সংস্কৃতবিৎ উইলসন সাহেব "প্রচণ্ডপাণ্ডব" নাটক হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া, রাজশেখরের নাম সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ করেন। এই শ্লোক "বালরামায়ণ" নাটকে সুপণ্ডিত আনন্দরাম বড়ুয়া মহাশয় প্রাপ্ত হন। বাল্মীকি, ভর্ত্তৃমেন্ঠ (ভর্ত্তৃহরি) ও ভবভূতি যে রাজশেখরের পূর্ব্বতন কালে আবির্ভূত হন, এই কবিতায় তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

"বভূব বল্মীকভবঃ কবিঃ পুরা
ততঃ প্রপেদে ভুবি ভর্ত্তৃমেন্ঠতাং।

স্থিতঃ পুন র্যো ভবভূতি-রেখয়া।
স বর্ত্ততে সম্প্রতি রাজশেখরঃ॥

তদনন্তর ডাক্তর হল ১৮৬২ খৃঃ এই রাজশেখরকে কান্যকুব্জের রাজা মহেন্দ্রপালের সভাসদ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু তিনি মহেন্দ্র পালের সময় নির্ণয় করিতে কোনও চেষ্টা করেন নাই। *

'বালরামায়ণ' ভিন্ন রাজশেখর কবিরাজ 'বিদ্ধশাল-ভঞ্জিকা,' 'কর্পূরমঞ্জরী' এবং 'প্রচণ্ডপাণ্ডব' (বাল-ভারত) নামে আরও তিন খানি নাটক রচনা করেন। কর্পূরমঞ্জরীর কবিতা কাব্যপ্রকাশে উদ্ধৃত হইয়াছে। বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক বালশাস্ত্রী দ্বারা "বালরামায়ণ" প্রকাশিত হইয়াছে। পরে কলিকাতায় পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর দ্বারা ইহার অপর এক সংস্করণ প্রচারিত হইয়াছে।

এই উৎকৃষ্ট নাটক দশ অঙ্কে বিভক্ত। ইহাতে কবিরাজ রাজশেখর ভবভূতির বীরচরিতের অনুকরণে, সীতার বিবাহ হইতে রাবণ বধের পর রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রবেশ পর্য্যন্ত রামায়ণোক্ত বিবরণ সংক্ষেপে নাটকাকারে পরিণত করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থের আরম্ভেই বাল্মীকি ও ভবভূতির নিকট আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই নাটকের দশম অঙ্কে কবি রামচন্দ্রের গৃহ প্রত্যাগমন উপলক্ষে সিংহল, দ্রবিড়, মহারাষ্ট্র, লাটদেশ, উজ্জয়িনী, মালব, পাঞ্চাল, মহোদয়, কান্যকুব্জ, প্রয়াগ, বারাণসী, মিথিলা ও অযোধ্যা দেশের বর্ণনা করিয়াছেন। উজ্জয়িনী নগরে রাজশেখরের সময়েও 'মহাকালনাথ'

* Journal of A. S. of Bengal for 1862, p. 13—14.

নামে মহাদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার দ্বিতীয় অঙ্কে লঙ্কেশ্বর রাবণের সমীপে 'সীতা-স্বয়ম্বর' নামে নাটক অভিনীত হয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে শৌভিক-দিগের দ্বারা "কংশবধ" ও "বালিবধ" নাটক প্রাচীনকালে অভিনীত হইত বলিয়া উল্লিখিত আছে।

'বালরামায়ণ' নাটকের প্রস্তাবনাতে তিনি রাজা মহেন্দ্র পালের সভাসদ বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিয়াছেন। রাজা মহেন্দ্রপালের সভায় এই নাটক সর্ব্ব প্রথম অভিনীত হয়। * এক্ষণে মহেন্দ্রপালের সময় অবধারণ করিতে পারিলেই, তাঁহার সভাসদ্ কবিরাজ রাজশেখরের আবির্ভাব কাল নির্ণীত হইতে পারে। স্বরচিত 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' নাটকের প্রস্তাবনায় রাজ-শেখর আপনাকে দুহিকের পুত্র ও মহেন্দ্রপালকে 'যুবরাজ' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। 'প্রচণ্ডপাণ্ডব' নাটকের প্রস্তাব-নায় লিখিত আছে যে, উহা মহোদয় নগরে অভিনীত হয়।

সংস্কৃতবিৎ উইলসন সাহেব এই মহোদয় নগরীকে উদয়পুর বা মহোবা বলিয়া অনুমান করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। হেমচন্দ্র স্বপ্রণীত "অভিধানচিন্তামণি" গ্রন্থে মহোদয়, গাধিপুর, কান্যকুব্জ ও কুশস্থল একার্থপ্রতিপাদক শব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' কনৌজ কুশস্থল নামে পরিচিত হইয়াছে। কান্যকুব্জের অধীশ্বর মহারাজ মদনপাল ও

* (নান্দ্যন্তে) সূত্রধারঃ। (সসংরম্ভং পরিক্রম্য, পুরোঽবলোক্যচ, সপ্র-শ্রয়মঞ্জলিং বদ্ধা) ভো ভো ভুজস্তম্ভালানিত-লক্ষীকরেণুনা রঘুকুলৈকতিল-কেন মহেন্দ্রপালদেবেন অধিকৃতাঃ সভাসদঃ। সর্ব্বানেব বো গুণনিধি বিজ্ঞা-পয়তি। বিদিতমেবৈতদ্ ভবতাং।' (বালরামায়ণের প্রস্তাবনা)।

গোবিন্দচন্দ্রদেবের শাসনপত্রে গাধিপুর ও কান্যকুব্জ এবং বিনায়ক পাল দেবের শাসনপত্রে মহোদয় নাম উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে যে, মহারাজ মহেন্দ্রপাল দেব কান্যকুব্জের অধীশ্বর ছিলেন। রাজশেখর স্বরচিত চারিখানি নাটকেই এই মহেন্দ্রপাল দেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই মহেন্দ্রপাল কোন্ সময়ে কনোজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা এক্ষণে দেখা আবশ্যক।

১৮৪৬ খৃঃ ডাক্তর মিত্র পিহিউয়া নামক স্থানে আবিষ্কৃত বিনায়কপালদেবের প্রদত্ত এক তাম্রশাসনের বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৮৬২ খৃঃ ডাক্তর হল তাহা পুনরায় সংশোধন পূর্ব্বক প্রকাশ করেন। এই শাসনপত্রের দ্বারা মহোদয়ের অধীশ্বর বিনায়কপালদেব গঙ্গাতীরস্থ টিক্করিকা গ্রাম দর্ভিগোত্রজ অথর্ব্ব-বেদীয় ভট্ট ভুল্লাককে প্রদান করেন। * কাশীর পর পারে দুই মাইল দূরে টিকরী গ্রাম অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। দানকালের বৎসর ৬৫ বলিয়া ডাক্তর মিত্র অনুমান বলে পাঠ করেন। ডাক্তর মিত্র অনুমান করেন যে, এই সময় দ্বারা স্থানীয় কোন অব্দ সূচিত হইতেছে। এই শাসনপত্রের শেষাংশ দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হয়, এই সময় কান্যকুব্জের মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের প্রবর্ত্তিত অব্দে লিখিত হইয়াছিল †। দুর্ভাগ্যক্রমে ডাক্তর মিত্র বা হল সাহেব কেহই এই সনের পাঠ উদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই।

* Journal of Asiatic Society of Bengal for 1848 (p. 71) and 1862 (p. 5)

† "শ্রীহর্ষেণ প্রযুক্তস্য শাসনস্য স্থিরায়তঃ।
সংবৎসরো—ফাল্গুনবদি নিরঙ্কং॥"

এই সময় তিনটী অঙ্কে (২৯৫) লিখিত ছিল বলিয়া নিম্নোদ্ধৃত ছন্দোবদ্ধ কবিতাটী দৃষ্টে বোধ হয়। পিহিউয়ার ন্যায় সারণ জিলায় এই রাজবংশের আর একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়।

এই উভয় শাসনপত্রে রাজা বিনায়কপালের ঊর্দ্ধতন অষ্টম পুরুষ পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে। দেবশক্তি এই অভিনব রাজবংশ কান্যকুব্জে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার পত্নী ভূয়িকার গর্ভে বৎসরাজ জন্ম গ্রহণ করেন। বৎসরাজের পত্নীর নাম সুন্দরী ও পুত্রের নাম নাগভট্টদেব। মহীসটা দেবীর গর্ভে নাগভট্টের পুত্র রামভদ্রের জন্ম হয়। রামভদ্র অপ্পাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ভোজদেব নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। চন্দ্রভট্টারিকা দেবীর গর্ভে ভোজদেবের পুত্র মহেন্দ্রপাল জন্ম গ্রহণ করেন। মহেন্দ্রপালের দুই প্রধানা মহিষী ছিলেন। জ্যেষ্ঠা দেহনাগার গর্ভে দ্বিতীয় ভোজদেব ও কনিষ্ঠা মহীদেবীর গর্ভে বিনায়কপাল উৎপন্ন হন। মহারাজ দেবশক্তি ও দ্বিতীয় ভোজদেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন। রামভদ্র ও বিনায়কপাল সূর্য্যের উপাসনা করিতেন। বৎসরাজ শৈব এবং নাগভট্ট, প্রথম ভোজদেব ও মহেন্দ্রপাল শাক্ত ছিলেন। পূর্ব্বদিকে আলাহাবাদ, বারাণসী ও সারণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল।

থানেশ্বরের পঞ্চদশ মাইল পশ্চিমে সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী এক গ্রাম্য দেবমন্দিরের পার্শ্বে দুইখানি প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হয়। তন্মধ্যে একখানিতে মহেন্দ্রপালের এবং অপর খানিতে রামভদ্র ও ভোজদেবের নাম উৎকীর্ণ দৃষ্ট হয়। ১৮৫৩ খৃঃ ডাক্তর মিত্র ও ১৮৬৪ খৃঃ কানিংহাম সাহেব তাহার বিবরণ প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় প্রস্তরলিপি ২৭৬ সংবতে ভোজদেবের

রাজত্বকালে অঙ্কিত হয়। ডাক্তর মিত্রের পঠিত বর্ষসংখ্যায় ২৭৯ সংবৎকে সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ কানিংহাম সাহেব ২৭৬ সংবৎ পাঠ করিয়া, ভোজদেবের সময় স্থিরীকৃত করেন। শ্রীহর্ষাব্দের ২৭৬ বর্ষে এই শাসনলিপি উৎকীর্ণ হয়। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালের আরম্ভ ৬০৬ খৃঃ হইতে হর্ষাব্দ প্রচলিত হয়। ইহা হইতে ভোজদেবের নামাঙ্কিত এই শাসনলিপির সময় ৮৮২ খৃঃ অবধারিত হয়। *

মালব ও গোয়ালিয়র পর্য্যন্ত এই ভোজদেবের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। গোয়ালিয়র নগরের বিষ্ণুমন্দিরে এক প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হয়। ইহা ৯৩৩ সংবতাব্দে (৮৭৬খৃঃ) উৎকীর্ণ হয়। সেই সময়ে সম্রাট ভোজরাজের অধীনস্থ সামন্তরাজরূপে কোট্ট (কোঙ্গ) পাল মল্ল গোয়ালিয়র রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। তুর্কস্তান পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ এই সম্রাট ভোজদেবের পদানত ছিল। রাজতরঙ্গিনীর মতে কাশ্মীররাজ শঙ্করবর্ম্মার সহিত ভোজরাজের সংগ্রাম হয়। উৎপলবংশীয় রাজা শঙ্করবর্ম্মা ৮৮৩-৯০১ খৃঃ কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। †

এই তিনি ভোজদেবই কান্যকুব্জের অধীশ্বর দ্বিতীয় ভোজদেব ভিন্ন অপর কেহই নহেন। তিনি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে (৮৭৫-৯০০খৃঃ) কান্যকুব্জের সিংহাসনে বিরাজমান ছিলেন। ভোজদেবের পিতা মহেন্দ্রপাল দেব তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্বে কনোজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ডাক্তার মিত্র, প্রতি রাজার রাজত্বকাল গড়ে ১৮ বৎসর নির্দ্দিষ্ট করিয়া, মহারাজ

* Journal of Asiatic Society of Bengal (XXII. 673 and XXXIII. 230)

† Dr. Mittra's Indo-aryans, II. 351—54 and 392-94.

মহেন্দ্র পালের রাজত্ব কাল ৮৬৮-৮৫ খৃঃ অনুমান করিয়াছেন। আমরা পাঁচপুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া, ৭৫৫-৯১৫ খৃঃ পর্য্যন্ত এই রাজবংশ কনোজে রাজত্ব করেন বলিয়া অনুমান করিতেছি। ডাক্তর হারনলির মতে মহেন্দ্রপাল ৭৬০ খৃঃ কনোজের রাজাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এই মত সম্পূর্ণ অমূলক ও অযৌক্তিক।

নিম্নে ডাক্তার মিত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের সহিত আমাদের অনুমিত কালের অনৈক্যতা প্রদর্শিত হইল।

	(ডাক্তর মিত্র)	
(১)	দেবশক্তি (৭৭৯—৯১খৃঃ)	(৭৫৫—৭৫ খৃষ্টাব্দ)
(২)	বৎসরাজ (৭৯১—৮১৪)	(৭৭৫—৯৫ ...)
(৩)	নাগভট (৮১৪—৩২)	(৭৯৫—৮১৫ ...)
(৪)	রামভদ্র (৮৩২—৫০)	(৮১৫—৩৫ ...)
(৫)	ভোজদেব (১) (৮৫০—৬৮)	(৮৩৫—৫৫ ...)
(৬)	মহেন্দ্রপাল (৮৬৮—৮৫)	(৮৫৫—৭৫ ...)
(৭)	ভোজদেব (২) (৮৮৫—৯০০)	(৮৭৫—৯৫ ...)
(৮)	বিনায়কপাল (৯০০—১৮)	(৮৯৫—৯১৫ ...)

কান্যকুব্জের অধিপতি বৎসরাজ দক্ষিণাপথের অন্তর্গত রাষ্ট্রকূটবংশীয় চতুর্থ অধিপতি ধ্রুব (=ধারাবর্ষ=নিরুপম) রাজের সমসাময়িক। বৎসরাজ গৌড়রাজ্য (বঙ্গদেশ) আক্রমণ করিয়া, গৌড়রাজ্যের দুইটী মনোরম রাজছত্র বলপূর্ব্বক আনয়ন করেন। বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হয়। জয়গর্ব্বিত বৎসরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, ধারাবর্ষ ধ্রুবরাজ পূর্ব্বোক্ত রাজছত্র দুইটী স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। গৌড়বিজয়ী বৎসরাজ মাড়োয়ারের দুর্ভেদ্য ও দুর্গম মরুভূমি অভিমুখে পলায়ন করিয়া,

প্রাণ রক্ষা করেন। রাষ্ট্রকূটপতি ধ্রুব নিরুপম অনুমান ৭৭৫—৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ পৃথ্বীবল্লভ (=প্রভুতবর্ষ=জগত্তুঙ্গ (১)) ময়ূরখণ্ডী রাজধানী হইতে ৭৩০ শকাব্দে (৮০৮ খৃঃ) যে দুই খানি দানপত্র প্রদান করেন, তাহাতে বৎসরাজের সহিত তাঁহার পিতা ধ্রুব রাজের সংগ্রামের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। বণিদিণ্ডোরি ও রাধনপুরে এই দুই শাসনলিপি আবিষ্কৃত হয়। *

রাজশেখরের সময়ের সহিত বিশেষ ভাবে সংস্পৃষ্ট বলিয়া, মহেন্দ্রপাল দেবের সময় অবধারণের জন্য মহারাজ দেবশক্তির বংশধরগণের বিবরণ বিস্তীর্ণ ভাবে লিখিত হইল। ৮৫৫—৮৭৫ খৃঃ পর্য্যন্ত মহারাজ মহেন্দ্রপাল দেব কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কবিরাজ রাজশেখর খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে (৮৩৫-৭৫ খৃঃ) মহারাজ প্রথম ভোজদেব ও তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রপাল দেবের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। "বিদ্ধশালভঞ্জিকা" ভোজদেবের ও "বালরামায়ণ" মহেন্দ্র পালের রাজত্ব কালে কান্যকুব্জনগরে কবিরাজশেখর কর্ত্তৃক রচিত হয়।

অধ্যাপক ভয়েবারের মতে "বিদ্ধশালভঞ্জিকা" নাটক খৃষ্টীয়

* Journal of Royal Asiatic Society (V.350) and Indian Antiquary (VI.65).

বোম্বের সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডাক্তর রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকর 'বৎসরাজকে কৌশাম্বীর রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান কোসম পূর্ব্বকালে কৌশাম্বী নামে বিখ্যাত ছিল। 'বৎসরাজ' শব্দ তিনি "King of the Vatsa's" বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। Dr. R. G. Bhandarkar's "Early History of Dekkan" p.49.

দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে রাজশেখর রচনা করেন। তিনি রাজশেখর সম্পর্কে কোনও স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই এবং রাজশেখরের রচিত অন্যান্য নাটকের উল্লেখ পর্য্যন্ত স্বপ্রণীত "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে" করেন নাই।

কানোজের মহারাজা মদনপাল দেবের সভায় অবস্থিত থাকিয়া, মহেশ্বর কবিরাজ "বিশ্বকোষ" অভিধান এবং "সাহসাঙ্ক চরিত" রচনা করেন। বিশ্বকোষের আরম্ভ দৃষ্টে উইলসন সাহেব লিখেন যে গাধিপুরের রাজা সাহসাঙ্কের সভাবৈদ্য হইতে মহেশ্বর ছয়পুরুষ অধস্তন ছিলেন *। মহারাজ মদনপাল ১০৯৭-১১১৪ খৃঃ পর্য্যন্ত কনোজের রাজাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উইলসন সাহেবের অনুমান মতে ১০৩৩ শকাব্দে (১১১১ খৃঃ) মহেশ্বর দ্বারা "বিশ্বকোষ" রচিত হয়। এই মহেশ্বর "বৈদ্যরাজশেখর" নামে সুপরিচিত ছিলেন বলিয়া, "বিশ্বকোষের" শেষভাগে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

জৈনাচার্য্য রাজশেখর "প্রবন্ধকোষের" প্রণেতা। ১৩৪৮ খৃঃ এই "প্রবন্ধকোষ" রচিত হয়। ইহাতে "নৈষধচরিতের" কবি শ্রীহর্ষদেবের বিবরণ আছে। শ্রীহর্ষ বারাণসীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কনোজের অধিপতি গোবিন্দচন্দ্র দেবের পুত্র জয়ন্তচন্দ্রের আজ্ঞায় খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে "নৈষধচরিত" কাব্য রচনা করেন। †

* Asiatic Researches (XV. 463) এবং রাজকৃষ্ণ বাবুর "নানা প্রবন্ধ" (১৮৮৫) ৯৬ পৃষ্ঠা।

† বাবু রামদাস সেন প্রণীত "ঐতিহাসিক রহস্য" ১৬৯ পৃষ্ঠা।

কবি ভর্ত্তৃহরি।

সংস্কৃত সাহিত্যে কবি ভর্ত্তৃহরি অতি প্রসিদ্ধ। তিনি দ্বাবিংশ সর্গে রামায়ণের বর্ণিত রামচরিত অবলম্বনে "রাবণবধ" নামে মহাকাব্য রচনা করেন। এই কাব্য সংস্কৃত ব্যাকরণ সহজে উপদেশ-ছলে উদাহরণ সহ শিক্ষা দেওয়ার মানসে প্রণীত হয়। ব্যাকরণের বিবিধ উদাহরণ ইহাতে বিশেষ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যাকরণ শিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত বলিয়া, কবি ইহাতে আপনার কবিত্বশক্তির যথোচিত পরিচয় প্রদানের অবসর প্রাপ্ত হন নাই। এই কাব্য "ভট্টিকাব্য" নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু এই মহাকাব্যের প্রকৃত নাম "রাবণবধ"। এই কাব্য দ্বাবিংশটী সর্গে বিভক্ত। স্থানে স্থানে কবি অতি উচ্চদরের কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কাব্যাংশে এই মহাকাব্য কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবিগণের রচিত কাব্যের নিম্ন স্থানীয়। কিন্তু ব্যাকরণ শিক্ষার সবিশেষ সহায়তা করে বলিয়া, ভর্ত্তৃহরির কাব্য সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছে। অনেকানেক প্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত ইহার টীকাটীপ্পনী রচনা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

ভর্ত্তৃহরি পশ্চিমভারতের অন্তর্গত গুজরাটে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি বল্লভীবংশীয় মহারাজ শ্রীধর সেনের সভায় অবস্থিতি কালে

এই মহাকাব্য রচনা করেন *। তিনি বল্লভী বংশীয় নৃপতি-দিগের রাজধানী বল্লভীনগরে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম শ্রীধর স্বামী। এই শ্রীধর স্বামী রাজা শ্রীধর সেন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যক্তি। ভর্ত্তৃহরি কাব্য ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ব্যাকরণের উদাহরণ-শিক্ষা-দানের ছলে, তিনি এই সুবিস্তীর্ণ মহাকাব্য রচনা করেন বলিয়া, ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

যেমন ভারবির রচিত "কিরাতার্জ্জুনীয়" এবং মাঘের রচিত "শিশুপালবধ" কাব্য মহাকবি ভারবি ও মাঘের নামে পরিচিত, সেইরূপ ভর্ত্তৃহরির কৃত "রাবণবধ" কাব্য গ্রন্থকারের নামেই অধিক পরিচিত। সংস্কৃত 'ভর্ত্তৃহরি' শব্দ কালক্রমে 'ভট্টি' শব্দে পরিণত হইয়া, ভর্ত্তৃহরির প্রণীত কাব্যকে 'ভট্টিকাব্য' নামে পরিচিত করিয়াছে। কালক্রমে এই মহাকাব্যের প্রকৃত নাম অপ্রচলিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রবর সেন নামে এক গ্রন্থকার অপর একখানি "রাবণবধ" কাব্য প্রাকৃত ভাষায় রচনা করেন। এই প্রবরসেনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে। প্রবর সেনের প্রাকৃত কাব্য হইতে সংস্কৃত "রাবণবধ" কাব্যকে পৃথক্ ভাবে নির্দ্দেশ করার জন্য, গ্রন্থকারের নাম অনুসারে ইহার "ভট্টিকাব্য" নাম সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

---

* ভর্ত্তৃহরি স্বরচিত মহাকাব্যের শেষভাগে, এই শ্রীধর সেনের উল্লেখ করিয়াছেন।

"কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বড়ভ্যাং
শ্রীধরসেন-নরেন্দ্রপালিতায়াং।
কীর্ত্তিরিয়ং ভবতাদতো নৃপস্য
ক্ষেমকরঃক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাং॥" (ভট্টিকাব্য, ২২।৩৫)

'ভর্তৃ' শব্দ হইতে 'ভট্টি' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ডাক্তর মিত্র এই কথা স্বীকার করিয়াও, ডাক্তর ভাউদাজী, বোলেন ও শেষগিরি শাস্ত্রীর মত অনুসারে ভর্তৃহরি ও ভট্টিস্বামী দুই বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। * ভোজদেবের প্রণীত "সরস্বতীকণ্ঠাভরণে" ভট্টি ও ভর্তৃহরির রচিত কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে তিনি দুইজন গ্রন্থকারের অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার এই অনুমান সম্পূর্ণ অমূলক। তিনি এই সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা অসার ও অকিঞ্চিৎকর। "রাবণবধ" মহাকাব্য ভিন্ন ভর্তৃহরি "নীতিশতক," "বৈরাগ্যশতক," ও "শৃঙ্গার শতক" নামে তিনখানি খণ্ডকাব্য রচনা করেন। রাবণবধের কবিতা 'ভট্টি' নামে ও 'শতক-ত্রয়ের কবিতা "ভর্তৃহরির' নামে 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণে' উদ্ধৃত হইয়া থাকিবে। ডাক্তর মিত্র যে তিন জন পণ্ডিতের মত অনুসারে ভর্তৃহরি ও ভট্টিস্বামীকে দুই জন বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারাও জনপ্রবাদ ও উপাখ্যান ভিন্ন স্বমতের পরিপোষক কোনও যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। †

* Dr. Mitra's "Notices of Sanskrit Mss.", VI. 147

† ডাক্তর ভাউদাজী ভট্টি ভর্তৃহরির পুত্র বলিয়া এক জন প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। ডাক্তর বোলেন ভর্তৃহরির রচিত তিন 'শতকের' এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। সেই পুস্তকের ভূমিকায় তিনি 'শতক' ত্রয়ের প্রণেতা ভর্তৃহরিকে, 'ভট্টিকাব্যের' রচয়িতা ভর্তৃহরির পূর্ব্ববর্তী গ্রন্থকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি অনুমান করেন যে, ভট্টি এই শেষোক্ত বৈয়াকরণ ও ভট্টি-

ভট্টিকাব্যের টীকাকারদিগের মধ্যে জয়মঙ্গল সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তিনি গ্রন্থকারের নাম ভট্টি ও তাঁহার পিতার নাম শ্রীস্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হরিহর জয়মঙ্গলের পদানুসরণ করিয়াছেন। পুণ্ডরীকাক্ষের টীকা 'কলাপদীপিকা' নামে পরিচিত। তিনি এই টীকায় ভট্টিকে ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কন্দর্প চক্রবর্ত্তী, বিদ্যাবিনোদ ও ভরতমল্লিক ভর্ত্তৃহরি নামে ভট্টিকাব্যের প্রণেতা গ্রন্থকারের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিদ্যাবিনোদের মতে ভর্ত্তৃহরির পিতার নাম শ্রীধরস্বামী। অধ্যাপক অফ্রেট এবং কোলব্রুক ভর্ত্তৃহরিকে ভট্টিকাব্যের প্রণেতা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কোলব্রুক সাহেব বিদ্যাবিনোদের উক্তিকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন *। ডাক্তর মিত্র ১৩২৬ শকাব্দের (১৪০৪ খৃঃ)

কাব্যের কবি ভর্ত্তৃহরির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তিনি যে জনপ্রবাদের উল্লেখ করেন, তদনুসারে রাজা বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন প্রাপ্তির পর ভট্টি তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হয়। সুপণ্ডিত শেষগিরি শাস্ত্রী ও ডাক্তর বোলেন ভর্ত্তৃহরি সম্বন্ধে আর একটী উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন। এই উপাখ্যানের নির্দ্দেশ অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত নামে এক ব্রাহ্মণের চতুর্ব্বর্ণের চারিটী পত্নী ছিল। ব্রাহ্মণী পত্নীর গর্ভে বররুচি, ক্ষত্রিয়জাতীয়া ভানুমতীর গর্ভে বিক্রমার্ক, বৈশ্যজাতীয়া ভাগ্যবতীর গর্ভে ভট্টি এবং শূদ্রজাতীয়া সিন্ধুমতীর গর্ভে ভর্ত্তৃহরির জন্ম হয়। এই তিনটী জনপ্রবাদই একান্ত অসার ও অমূলক। ইহার উপর কোনও ঐতিহাসিক সত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

Journal of Bombay branch of R. A. S. for 1862, p. 219.
Dr. Bohlen's preface of the Satakas of Bhartrihari, p. 6.
Indian Antiquary, I. 319.
Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss., VI. 146.

* Colebrooke's Miscellaneous Essays, II. 116.
Professor Aufxcht's Bodleian Catalogue. p. 175

লিখিত একখানি মূল পুস্তক প্রাপ্ত হন। ইহা বাঙ্গলা অক্ষরে পুরুষোত্তম দেবশর্ম্মা দ্বারা লিখিত হয়। এই প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে মূল গ্রন্থের নাম "রাবণবধ মহাকাব্য" লিখিত দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে গ্রন্থকারের সময় নির্দ্দেশ উপলক্ষে, বিভিন্ন মতের সমালোচনা সহ সৌরাষ্ট্রের বল্লভীরাজ বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা আবশ্যক। অধ্যাপক ওয়েবারের মতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ কি সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীধর সেনের রাজত্ব কালে বল্লভীনগরে ভট্টিকাব্য রচিত হয়। ডাক্তর মিত্রের মতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্য কি শেষ ভাগে ভট্টিস্বামী নামে কবি 'ভট্টিকাব্য' প্রণয়ন করেন। তিনি ভর্তৃহরির আবির্ভাব কাল খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী বলিয়া প্রচলিত অনুমানের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বল্লভী-পুরের সিংহাসনে তিন জন শ্রীধরসেনের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কোন্ শ্রীধরসেন ভট্টিকবির আশ্রয় দাতা ছিলেন, তাহা নির্দ্দেশ করার কোনও চেষ্টা করেন নাই। তিনি ওয়েথেন সাহেবের মত অনুসারে প্রথম শ্রীধর সেনকে ৩১৯খৃঃ বল্লভীপুরের সিংহাসনে আসীন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তাঁহার অনুমান যে একান্ত ভ্রান্ত, তাহা প্রদর্শনের জন্য বল্লভীবংশীয় নৃপতিদিগের বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে।

খৃষ্টীয় ৭৮ অব্দে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী শকসম্রাট নহপান আবির্ভূত হন। মহাপরাক্রান্ত অন্ধ্রভৃত্যসাম্রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন করিয়া, তিনি ৭৮খৃঃ দক্ষিণাপথে আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। আপনার রাজ্যাভিষেকের কাল হইতে এই ক্ষত্রপবংশীয় শক-সম্রাট্ নহপান যে অব্দ প্রচলিত করেন, শকাব্দ নামে তাহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ২৪১ শকাব্দে গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা

শ্রীগুপ্ত মগধে আবির্ভূত হইয়া, পাটলীপুত্র-নগরে স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের কাল ২৪১ শকাব্দ (৩১৯ খৃষ্টাব্দ) হইতে, গুপ্তাব্দের কাল গণনা আরম্ভ হয় *। গুজরাটের বল্লভীবংশীয় ও নেপালের লিচ্ছবী বংশীয় নরপতিগণ, গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর স্ব স্ব রাজ্য মধ্যে এই গুপ্তাব্দের প্রচলন করেন। কর্ণেল টড্ ৩১৯খৃঃ বল্লভী সংবতের অব্দগণনা আরম্ভ হয় বলিয়া সর্ব্বপ্রথম নির্দ্দেশ করেন। গুজরাটের সত্রপ সম্রাটগণ বরাবর শকাব্দের ব্যবহার করিতেন। ৩০৪ শকাব্দের পরবর্ত্তী কোনও মুদ্রায় বা শাসনলিপিতে সত্রপবংশের উল্লেখ দেখা যায় না। গুপ্তসম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ৩৮২ খৃঃ (৩০৪ শকাব্দে) সত্রপ-বংশীয় শেষ নরপতিকে পরাজিত করিয়া, গুজরাটে গুপ্তবংশের

* সুপ্রিখ্যাত আবুরিহান আলবিরুণী ৯৭১খৃঃ খারিজিম প্রদেশের অন্তর্গত বিরুণ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গজনীর অধিপতি সুলতান মামুদ ও মসায়ুদের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। সুলতান মামুদের গুজরাট আক্রমণকালে তিনি তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে আগমন করেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা-বিবরণ বহু যত্নে ও আয়াসে সংগৃহীত করিয়া, তিনি ভারতবর্ষের একখানি সুবিস্তীর্ণ ইতিহাস রচনা করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম আবুরিহান মহম্মদ বিন্ আমেদ। কিন্তু তিনি আলবিরুণী নামেই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। আলবিরুণী স্বরচিত ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, শকাব্দের ২৪১ বর্ষে গুপ্তাব্দ ও বল্লভী অব্দের কাল-গণনা আরম্ভ হয়। গুপ্ত সম্রাটদিগের আধিপত্য লোপের সময় হইতে গুপ্তাব্দের গণনা আরম্ভ হয়,আলবিরুণীর এই দ্বিতীয় উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তিনি একা-দশ শতাব্দীতে প্রচলিত জনপ্রবাদ শ্রবণে এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া, ডাক্তর মিত্র ও কানিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতশিরোমণিদিগের ভ্রম উৎপাদন করিয়াছেন। রাজ্যাভিষেকের কাল হইতে সচরাচর অব্দ গণনা আরম্ভ হয়। রাজ্যচ্যুতির সময় হইতে অব্দ গণনা ইতিহাসের কুত্রাপি দেখা যায় না।

আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তাব্দের প্রচলন করেন। তদবধি গুজরাটে গুপ্তাব্দ প্রচলিত হয়।

ভট্টারক সেনাপতি কনকসেন গুপ্তসম্রাট বালাদিত্য নরসিংহ গুপ্তের (৪৮৫—৫৩০ খৃঃ) অধীনে গুজরাটের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে বৈদেশিক হুনজাতির আধিপত্য মালবে বদ্ধমূল হয়। অনুমান ৪৯৪ খৃঃ পূর্ব্বমালব হুনরাজ তোড়ামন সাহের পদানত হয় এবং গুপ্ত সম্রাটের অধীনস্থ সামন্তরাজ বুধ গুপ্ত সমরে নিহত হন। সম্ভবতঃ এই সময়েই তিনি গুপ্তবংশীয় সম্রাট নরসিংহ গুপ্তকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। মালব, গুজরাট, পঞ্জাব ও কাশ্মীর পর্য্যন্ত মহারাজ তোড়ামন সাহের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। ৪৯৪—৫১০ খৃঃ পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী তোড়ামন সাহ গুপ্তসাম্রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে থাকেন। মহাবিক্রান্ত হুনরাজ তোড়ামন সাহের আক্রমণে এইরূপে গুপ্ত সম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয় এবং গুপ্তবংশের অপ্রতিহত প্রতাপ খর্ব্বীভূত হয়। অনুমান ৫১০খৃঃ পূর্ব্বোক্ত ভট্টারক সেনাপতি কনকসেন হুনরাজ তোড়ামনকে * সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, গুপ্তবংশের একা-

* তোড়ামন সাহের রাজত্বকাল সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিদদিগের মধ্যে বিশেষ মতভেদ রহিয়াছে। অধ্যাপক উইলসনের মতে খৃঃ পূঃ ৮৭-৮৮, মেজর ট্রয়ারের মতে ৮৮-৮৯ খৃঃ পূঃ, ডাক্তার হলের মতে ১১০-১২০ খৃঃ, ডাক্তার মিত্রের মতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ এবং ডাক্তর ভাউদাজীর মতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী—তোড়ামন সাহের আবির্ভাবকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম সাহেবের মতে ১৯০ গুপ্তাব্দে হুনরাজ তোড়ামন

ধিপত্য আর্য্যাবর্ত্তে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি মিহির-কুলজাত হুনবংশীয় তোড়ামনকে পরাজিত করিয়া কনকসেন "মৈত্রকদলন" নামে পরিচিত হইতে থাকেন। এই কনকসেনের দ্বারা গুজরাটে বল্লভীবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুমান ৪৯৫-৫১৫ খৃঃ পর্য্যন্ত কনকসেন গুজরাটের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পাটলীপুত্রের গুপ্তসম্রাট নরসিংহ গুপ্তের অধীনে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সেনা-পতি নামেই পরিচিত থাকিয়া, স্বাধীনভাবে গুজরাট শাসন করেন।

সেনাপতি কনকসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ধরসেন পৈতৃক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। হুনরাজ তোড়ামনের পরাজয়ে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া, সম্রাট নরসিংহ গুপ্ত সেনাপতি কনকসেনের প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসর পান নাই। কনকসেন ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ধরসেন 'সেনাপতি' নামেই পরিচিত ছিলেন। সেনাপতি কনকসেনের দ্বিতীয়পুত্র দ্রোণসিংহকে ৫২০ খৃঃ সম্রাট নরসিংহ গুপ্ত স্বহস্তে রাজটীকা প্রদান পূর্ব্বক মহারাজপদে অভিষিক্ত করিয়া, মৃত কনকসেনের প্রতি সমুচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এই দ্রোণসিংহই বল্লভীবংশের প্রথম "মহারাজা।"

৫৩০খৃঃ গুপ্তসম্রাট নরসিংহ গুপ্তের মৃত্যুর পর, গুপ্ত

আবির্ভূত হন। ৩১৯ খৃঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান হয়, এই ভ্রান্ত ও অমূলক মতে আস্থাবান হইয়া, তিনি ১৯০ গুপ্তাব্দকে ৩৫৬খৃঃ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে তোড়ামনের উল্লেখ আছে। এরান, গোয়ালিয়র, ও পঞ্জাবের লবণশৈলে তাঁহার নামাঙ্কিত শাসনলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুপণ্ডিত ফ্লীট ও হারনলি সাহেব ৫১০খৃঃ তোড়ামনের সময় নির্ণয় করিয়াছেন।

সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয় এবং বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সামন্ত রাজেরা স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া, আপনাদের মধ্যে গুপ্ত সাম্রাজ্য বিভক্ত করে। মালবের সামন্তরাজ যশোধর্ম্মন 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুবর্দ্ধন নামে কান্যকুব্জে আপনার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। গুজরাটে বল্লভীবংশ সেই সময়ে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত গুজরাট ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে তাঁহাদের আধিপত্য অব্যাহত থাকে।

মহারাজ দ্রোণসিংহের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধ্রুবসেন ২০৭ বল্লভী অব্দে (৫২৬খৃঃ) বল্লভীপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ধ্রুবসেনের নামাঙ্কিত ২০৭ অব্দের লিখিত শাসন লিপি অপেক্ষা প্রাচীনতম বল্লভীবংশের কোনও লিপি এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। অনন্তর ধ্রুবসেনের কনিষ্ঠভ্রাতা ধরপট্টের পুত্র গুহসেন রাজত্ব করেন। ২৪৬, ২৪৭ ও ২৪৮ বল্লভী অব্দে লিখিত গুহসেনের নামাঙ্কিত শাসন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে *। বল্লভীপুর এক্ষণে ওয়ালা নামে পরিচিত। ওয়ালার ঠাকুরের বার্ষিক আয় তেরহাজার টাকা মাত্র। ওয়ালার ঠাকুর কাঠিয়াবাড়ের ইংরেজ এজেণ্টের অধীনস্থ তৃতীয় শ্রেণীর সামন্তমধ্যে পরিগণিত। এই সুপ্রাচীন ওয়ালা নগরে গুহসেনের নামাঙ্কিত ২৪৭ বল্লভী অব্দের লিখিত একটী প্রকাণ্ড মৃণ্ময় ঘটের ভগ্নাংশ ১৮৮৫ খৃঃ ডাক্তর হুলস্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডাক্তার হুলস্ ২৮৬ বল্লভী অব্দে লিখিত প্রথম শীলাদিত্যের নামাঙ্কিত আর এক

* Indian Antiquary (IV. 174), (V. 206), (VII. 66) and (XIV. 75).

খানি তাম্রশাসনের বিবরণ উক্ত বৎসর প্রকাশ করেন। ইহাতে ভটার্ক (ভট্টারক কনকসেন) 'মৈত্রকদলন' নামে উল্লিখিত হইয়াছেন, এবং শীলাদিত্যের পিতা ধরসেন ও পিতামহ গুহসেনের নাম স্পষ্টাক্ষরে প্রদত্ত হইয়াছে *। এই শীলাদিত্যের নামাঙ্কিত আর এক খানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। অহা ২৯০ বল্লভী অব্দে উৎকীর্ণ হয় †। ২৫২ বল্লভীঅব্দে লিখিত শীলাদিত্যের পিতা দ্বিতীয় ধরসেনের নামাঙ্কিত শাসনলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রথম শীলাদিত্যের উপাধি ধর্ম্মাদিত্য। শীলাদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র তৃতীয় ধরসেন ও দ্বিতীয় ধ্রুবসেন যথাক্রমে বল্লভীপুরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। এই দ্বিতীয় ধ্রুব সেন কান্যকুব্জের মহারাজ বিষ্ণুবর্দ্ধনের ভাগিনেয়। মহারাজ বিষ্ণুবর্দ্ধন ৫৩০-৮০ খৃঃ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জে রাজত্ব করেন। তাঁহার পূর্ব্বতন নাম যশোধর্ম্মন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি প্রতাপশীল শীলাদিত্য নামে চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াং-সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লিখিত হইয়াছেন। মন্দসর নামক

* Indian Antiquary (XIV.327) and Journal of Bombay branch of Royal Asiatic Society (XI.359.)

এই শাসন পত্রের আরম্ভ এইরূপ। "ওঁ স্বস্তি। বলভিতঃ। প্রসভপ্রণতামিত্রানাং মৈত্রকাণামতুলবলসম্পন্ন-মণ্ডলাভোগসংসক্ত-প্রহারশত-লব্ধপ্রতাপাৎ প্রতাপোনত-দানমানার্জ্জবোপার্জ্জিতানুরাগাদ্ অনুরক্তমৌলভৃতশ্রেণী-বলাবাপ্তরাজ্যশ্রিয়ঃ পরম-মাহেশ্বরশ্রীভটার্কাদ্"...। এই ভটার্কই যে বল্লভী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভটারক কনকসেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

† Indian Antiquary (IX. 237)

স্থানে এই যশোধর্ম্মনের নামাঙ্কিত যে দুইখানি শাসনলিপি সুপণ্ডিত ফ্লীট সাহেবের যত্নে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে একখানি ৫৩৩-৩৪ খৃঃ গোবিন্দ দ্বারা উৎকীর্ণ হয়।

দ্বিতীয় ধ্রুবসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র চতুর্থ ধরসেন বল্লভীনগরে রাজত্ব করেন। তৎপর তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র তৃতীয় ধ্রুবসেন রাজ্যাধিকারি প্রাপ্ত হন। এই ধ্রুবসেনের প্রদত্ত এক-খানি তাম্র শাসনলিপির বিবরণ ১৮৩৮খৃঃ প্রকাশিত হয়। এই শাসনপত্র খৈরাতে Dr. A. Burns, দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। এই তাম্রশাসন ৩৬৫ বল্লভী অব্দের বৈশাখ মাসের শুক্লাপ্রতিপদে উৎকীর্ণ হয় *। ১৮৮৮ খৃঃ শেষ ভাগে ডাক্তর হুলস্ এই তৃতীয় ধ্রুবসেনের প্রদত্ত আর এক খানি শাসনলিপির বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৮৭৮ খৃঃ ডাক্তর বুলার ৪৪৭ বল্লভীঅব্দে লিখিত একখানি শাসনলিপির বিবরণ প্রকাশ করেন। এই শাসনপত্র বল্লভীরাজ সপ্তম শীলাদিত্যের আদেশে উৎকীর্ণ হয়। ইতিপূর্ব্বে তিনি ষষ্ঠ শীলাদিত্যের নামাঙ্কিত শাসনপত্রের বিবরণ প্রকাশ করেন †।

১৮২৯ খৃঃ কর্ণেল্ টড স্বরচিত "রাজস্থানের ইতিবৃত্তে" সূর্য্য-বংশীয় বল্লভীবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভট্টারক কনকসেনের নাম সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ করেন। তিনি সোমনাথের নিকটে প্রাপ্ত একখানি শাসনলিপি হইতে ২৪১ শকাব্দে (৩১৯ খৃঃ) বল্লভী অব্দের আরম্ভ হয় বলিয়া সর্ব্বপ্রথম নির্দ্দেশ করেন। বল্লভী অব্দের

* Journal of A. S. of Bengal (VII. 966)

† Indian Antiquary (IV. 167), (VI. 17), and (VII. 80)

অস্তিত্ব ও আরম্ভ কালের আবিষ্ক্রিয়ার নিমিত্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস চিরকাল কর্ণেল টডের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিবে। ১৮৩৫ খৃঃ ওয়েথেন (W. H. Wathen) সাহেব বল্লভীবংশীয় ১৬ জন নরপতির নাম সহ দুই খানি তাম্রশাসনের বিবরণ প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি কর্ণেল টডের নির্দ্দিষ্ট ৩১৯ খৃঃ হইতে বল্লভী অব্দের আরম্ভ কাল গণনা করেন * এবং এই বংশীয় প্রথম দুই নৃপতি 'সেনাপতি' নামেই পরিচিত বলিয়া প্রদর্শন করেন। পরে ১৮৩৮ খৃঃ বল্লভী অব্দের আরম্ভ কাল সম্বন্ধে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হয়। বিক্রমাদিত্য সংবতাব্দের আরম্ভ ৫৬ খৃঃ পূঃ হইতে বল্লভী অব্দের আরম্ভ বলিয়া তিনি স্বীয় অভিমত প্রকাশ করেন। সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ প্রিন্সেপ (J. Prinsep) সাহেব এই মতে বিশেষ আস্থাবান হন। ১৮৪৮ খৃঃ টমাস (E. Thomas) শকাব্দে বল্লভী অব্দ নির্দ্দিষ্ট বলিয়া অনুমান করেন। ১৮৬৮ খৃঃ ডাক্তর ভাউদাজী ও ১৮৭২ খৃঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকর এই মতে আস্থাবান হয়েন। ১৮৭৫ খৃঃ ডাক্তর বুলার এই মতের প্রতিবাদ করেন। ১৮৮৩ খৃঃ ডাক্তর হারনলি গুপ্তাব্দের আরম্ভ হইতে বল্লভী অব্দের আরম্ভ হয় বলিয়াও বল্লভীবংশের রাজত্বকাল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অনুমান করেন। ১৮৮০ খৃঃ কানিংহাম সাহেব গুপ্তাব্দের আরম্ভ, প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের কাল ১৬৬ খৃঃ হইতে গণিত হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন †।

* Journal of A. S. of Bengal (IV. 477.)

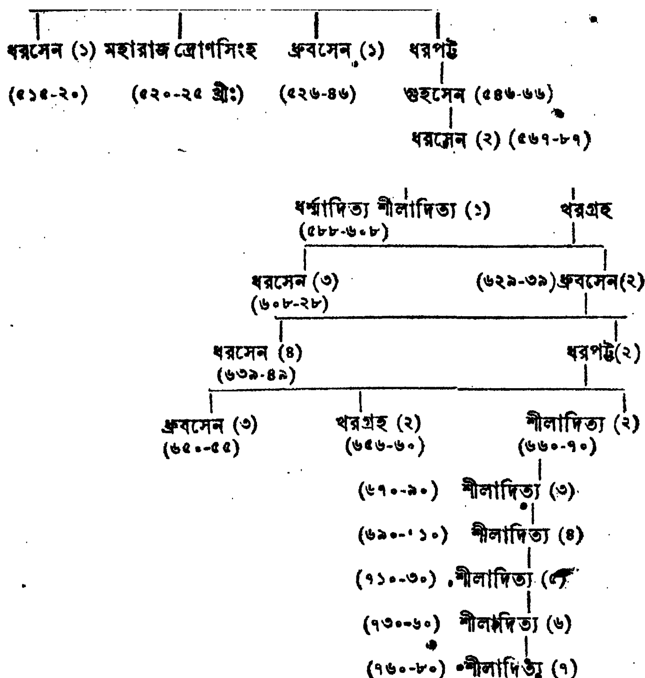
† General A. Cunningham's Archaeological Survey Report (X. Appendix)

১৮৮৪ খৃঃ ডাক্তর ভণ্ডারকর ২৪১ শকাব্দ হইতে গুপ্তাব্দ ও বল্লভী সংবতাব্দের আরম্ভ বলিয়া সর্ব্বপ্রথম নির্দ্দেশ করেন †। বল্লভীরাজগণের নামাঙ্কিত শাসনলিপির মধ্যে প্রথম ধ্রুবসেনের শাসনপত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই শাসনপত্রে ২০৭ বর্ষাঙ্ক স্পষ্টাক্ষরে বিদ্যমান রহিয়াছে। ধ্রুবসেন বল্লভীবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভটার্ক কনকসেনের অন্যতম পুত্র। বল্লভীবংশের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে বল্লভী সংবতাব্দ প্রচলিত হইলে, ভট্টারক কনকসেন হইতে তাহার অন্যতম পুত্র কোনও ক্রমে ২০৭ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হইতে পারেন না। অতএব গুপ্তসাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর বল্লভীবংশীয় নরপতিগণ শাসনপত্রাদিতে আপনাদের পূর্ব্বতন প্রভু গুপ্তসম্রাটদিগের প্রচলিত অব্দেরই ব্যবহার করিতেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। নিম্নে বল্লভী নরপতিগণের বংশাবলী প্রদত্ত হইল। ইহাতে বিভিন্ন নৃপতিগণের রাজত্বকাল পূর্ব্বোল্লিখিত শাসন পত্রাদি হইতে অনুমান বলে নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহাতে পাঁচ পুরুষে এক শতাব্দী গণিত হইয়াছে।

† Dr. R. G. Bhandarkar's "Early History of Dekkan, 1884 Appendix A. p. 98.

(গুজরাটের বল্লভীবংশীয় নৃপতিগণ।)

খৃঃ ৪৯০-৫১৫ ভটার্ক (ভট্টারক সেনাপতি কনকসেন।)



ইহা হইতে বল্লভীবংশে চারিজন ধরসেনের নাম পাওয়া যাইতেছে। আমাদের বিবেচনায় কবি ভর্ত্তৃহরি বল্লভীবংশীয় চতুর্থ ধরসেনের রাজত্বকালে (৬৩৯-৪৯ খৃঃ) দ্বাবিংশতি সর্গে "রাবণবধ" মহাকাব্য রচনা করেন। ভর্ত্তৃহরি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে আবির্ভূত হন।

"রাবণবধ" নামে একখানি কাব্য প্রাকৃতভাষায় বর্ত্তমান

আছে। ইহাতে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সিংহলদ্বীপ বিজয় ও রাজা রাবণের বধ বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্য "সেতুবন্ধ" নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। "কাব্যাদর্শ" নামক অলঙ্কার গ্রন্থে এই 'সেতুবন্ধের' কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কবি দণ্ডী "কাব্যাদর্শ" ও "দশকুমার চরিত" রচনা করেন। সংস্কৃত ভাষায় যত অলঙ্কার গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে "কাব্যাদর্শ" সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। প্রাকৃত কাব্য "সেতুবন্ধ" "কাব্যাদর্শ" অপেক্ষা প্রাচীন। ইহা ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বতনকালে রচিত হয়। এই "সেতুবন্ধ" বা রাবণবধ" মহাকবি কালিদাসের প্রণীত বলিয়া জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। ঐহোলি নামক স্থানে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নামাঙ্কিত এক প্রস্তরলিপিতে কালিদাস ও ভারবির নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শাসনলিপি ৫৫৬ শকাব্দে (৬৩৪ খৃঃ) মহারাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আদেশে উৎকীর্ণ হয়।*।

দণ্ডী আচার্য্যের 'কাব্যাদর্শ' ভিন্ন বিশ্বনাথ কবিরাজের "সাহিত্যদর্পণে" এবং বৈদ্যনাথের "প্রতাপরুদ্র" নামক অলঙ্কার গ্রন্থে, "সেতুবন্ধ" কাব্যের কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই "সেতুবন্ধের" চারিখানি টীকা বিদ্যমান আছে। রামদাসের "সেতু প্রদীপ', কৃষ্ণের "রামসেতুবিবরণ" ও কুলনাথ উপাধ্যায়ের'রাবণ বধটীকা' ভিন্ন,'সেতুচন্দ্রিকা' নামে আর একখানি টীকা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাগারে বিদ্যমান আছে। আদ্যন্তহীন "সেতুবন্ধ" কাব্যের একখানি সংস্কৃত অনুবাদ কলিকাতা সংস্কৃত

* Dr. R. G. Bhandarkar's "Early History of Dekkan," (1884) p. 10·1 and Indian Antiquary (VIII. 243.)

কলেজের পুস্তকালয়ে রক্ষিত হইতেছে। ষ্ট্রেসবার্গ নগরবাসী অধ্যাপক গোলডস্মিট (Professor siegfried Goldschmidt Strassburg.) সেতুবন্ধের এক উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন *

---

* Proceedings of Asiatic Society of Bengal for 1880, p. 119.

বাবু রামদাস সেন স্বরচিত "ঐতিহাসিক রহস্যে"র প্রথম ভাগে (৪৯-৫০ পৃষ্ঠা) এই 'সেতুবন্ধ' কাব্যের ভ্রমপূর্ণ বিবরণ প্রদান পূর্ব্বক, তাহা কালিদাসের রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা হইতে বোধ হয় "সেতুবন্ধ" কাব্যের নাম মাত্র শুনিয়া তিনি উক্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং এই কাব্যের অতি ভ্রমাত্মক বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া মহাকবি কালিদাস ও মাতৃগুপ্তকে অভিন্ন ব্যক্তি নির্ণয় করিয়াছেন। এই অভিনব মত তিনি ডাক্তর ভাউদাজীর প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে রামদাস বাবুর নিজের কোন গবেষণা বা মৌলিকতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। (Journal of Bomlay branch of Royal Asiatic Society for 1861, p. 19—30 and 207—30)

"বিতস্তানদীর উপরে দ্বিতীয় প্রবরসেন নৃপতি যে নৌসেতু নির্ম্মাণ করেন, 'সেতুকাব্য' তাহার বর্ণনায় পরিপূর্ণ। এই প্রবরসেন মাতৃগুপ্তের পরে কাশ্মীর শাসন করিয়াছিলেন। রাজা প্রবরসেনের মনোরঞ্জনার্থ কালিদাস এই প্রাকৃত কাব্য রচনা করেন এবং প্রবরসেনের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া 'সেতুকাব্যে' তাঁহার গুণকীর্ত্তন করেন। কান্যকুব্জের নৃপতি হর্ষবর্দ্ধনের সভাসদ কবি বাণ 'হর্ষচরিতে' প্রবরসেনের ও 'সেতুকাব্য' প্রণেতা কালিদাসের প্রশংসা করিয়াছেন। 'সেতুপ্রবন্ধকাব্যের' টীকাকার রামদাসের মতে বিক্রমাদিত্যের আজ্ঞা অনুসারে কালিদাস ইহা রচনা করেন। সুন্দরকৃত "বারাণসী-দর্পণের" টীকাকার রামাশ্রম কালিদাসকে 'সেতুকাব্য' রচক বলিয়াছেন। এই কালিদাস যদি প্রবরসেনের সমকালিক হন, তাহা হইলে তিনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি ও মাতৃগুপ্ত এক ব্যক্তি, একথা ভাওদাজী লিখিয়াছেন।"

ডাক্তর মিত্রের মতে এই "সেতুবন্ধ" বা "রাবণবধ" প্রাকৃত কাব্য কাশ্মীরের অধিপতি মহারাজ প্রবরসেনের রচিত। ইহার অন্যতম টীকাকার কুলনাথ উপাধ্যায় রাজা প্রবরসেনকে ইহার রচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৪৫৭ শকাব্দে (১৫৩৫ খৃঃ) মৈথিল পণ্ডিত কুলনাথ এই টীকা রচনা করেন। *

* "শ্রীচন্দ্রচূড়চরণাম্বুরুহং প্রণম্য
দেবীং প্রসাদ্য চ গিরং কুলনাথনাম্না।
ব্যাখ্যায়তে প্রবরসেননৃপস্য সূক্ত-
সন্দোহনির্ভরদশাস্যবধপ্রবন্ধঃ।
কল্পান্তর স্থির যশোময়দেহসিদ্ধ্যৈ-
কার্য্যং কৃতী প্রবরসেননৃপো বিধিৎসুঃ।
ভক্ত্যাপরস্য চ নতিং প্রদিশন্নভীষ্ট-
দেবস্তুতিং ব্যধিত বিঘ্নবিনাশ-হেতুঃ॥"

ডাক্তার মিত্র বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত প্রাচীন একখানি "সেতুবন্ধ" কাব্য ১৮৮০ খৃঃ ৭ জুলাই কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর মাসিক সভায় প্রদর্শন করেন। উহাতে ৮৬ পৃষ্ঠা এবং প্রতি পৃষ্ঠায় পাঁচটী পংক্তি ছিল। এই পুস্তকের লিখা বাণীনাথ ১০২ লক্ষ্মণাব্দের পৌষমাসের পূর্ণিমা তিথিতে সোমবার সমাপ্ত করেন। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, ১২০৯খৃঃ ইহা বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত হয়। বাঙ্গালা অক্ষর যে সেনরাজগণের রাজত্বকালের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা ইহা হইতে জানা যাইতেছে। বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর পুস্তক অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। সুবিজ্ঞ প্রিন্সেপ সাহেবের মতে খৃষ্টিয় দশম শতাব্দীতে বাঙ্গলা অক্ষর প্রথম প্রচলিত হয়। (Journal of A. S. of Bengal, VII. 13-14.)

"সিরি লক্খনসম অমদেম সুবহরে রাজ্জ বেবিইএ।
পৌসম্মি সুরনন্দসি সুপকখে চন্দস দিনম্বহে।
দোসখবিম্মাগমে লিখিতাসী বানীনাথেনেত্তি"॥

Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. (V. 300) and Proceedings of A. S. B. for 1880. p. 120.

ডাক্তর মিত্রের মতে প্রবরসেন খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। আমাদের বিবেচনায় তিনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে বাণভট্ট "হর্ষচরিত" রচনা করেন। এই হর্ষচরিতে তিনি আট উচ্ছ্বাসে আপনার আশ্রয়দাতা কান্যকুব্জের মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধনের অবদান পরম্পরা বর্ণনা করিয়াছেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে হর্ষবর্দ্ধনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার বর্ণিত হইয়াছে। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন ৬০৭—৬৪৮ খৃঃ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জে রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে ৬৩৪খৃঃ বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিয়াংসাঙ্ কান্যকুব্জ নগরে আগমন করেন। এই "হর্ষচরিত" কাব্যের আরম্ভে বাণভট্ট আপনার পূর্ব্বতন কবিদিগের রচিত কাব্যের সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ইহাতে বাসবদত্তা, বৃহৎকথা, ভট্টারক হরিশ্চন্দ্র, সাতবাহন, ভাস, ও কালিদাসের নামের সহিত প্রবরসেনের নামও উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বতন কালে রাজা প্রবরসেন কর্ত্তৃক "সেতুবন্ধ" কাব্য রচিত হয়। কালিদাস যে এই কাব্যের রচক নহে, ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইতেছে। *

"কীর্ত্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রযাতা কুমুদোজ্জ্বলা।
সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা" ॥(হর্ষচরিত,১৫)

---

* ডাক্তর মিত্রের অনুরোধে কাশ্মীর প্রবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে যে "হর্ষচরিতের" প্রতিলিপি লিখিত হয়, তাহার বিবরণ ডাক্তর মিত্র প্রকাশ করেন। পূর্ব্বোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াও রামদাস বাবু কালিদাসকে "সেতুবন্ধের" প্রণেতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

"সেতুবন্ধ" কাব্যের প্রণেতা দ্বিতীয় প্রবরসেন মাতৃগুপ্তের পর কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন বলিয়া "রাজতরঙ্গিণীর" তৃতীয় তরঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। মাতৃগুপ্ত চারি বৎসর নয় মাস এক দিন পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়া, রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি যোতীর বেশে বারাণসী তীর্থে আগত হইয়া বাস করিতে থাকেন। মাতৃগুপ্ত, বেতাল মেন্থ ও ভর্তৃমেন্থ হর্ষ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ সুকবি ছিলেন। ব্রাহ্মণ-জাতীয় মাতৃগুপ্তকে বিক্রমাদিত্য কাশ্মীরের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করেন। শতবর্ষ রাজত্বের পর ৫৪১ খৃঃ এই বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর, প্রবরসেনের হস্তে রাজ্যভার দিয়া মাতৃগুপ্ত যতিধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই প্রবরসেনের পিতামহ শ্রেষ্ঠসেন প্রবরসেন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন *। ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রবরসেন খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন।

রাজতরঙ্গিণীর মতে কর্কোটক বংশের প্রতিষ্ঠাতা দুর্ল্লভবর্দ্ধন (প্রজ্ঞাদিত্য) মাতৃগুপ্ত হইতে অধস্তন সপ্তম নরপতি। ৬২৬খৃঃ প্রথম দুর্ল্লভবর্দ্ধনের রাজত্ব আরম্ভ হয় বলিয়া কানিংহাম সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন †। পাঁচ পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করিয়া, ৫০৬ খৃঃ মাতৃগুপ্তের রাজত্বকালের আরম্ভ পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার পরবর্ত্তী দ্বিতীয় প্রবরসেন যে ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক, তাহা ইহা হইতেও প্রমাণিত হইতেছে।

"সেতুবন্ধ" কাব্যের প্রণেতা রাজা প্রবরসেন ও "রঘুবংশ"

* ঐতিহাসিক রহস্য, (১। ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫২ পৃষ্ঠা)

† A. Cunningham's Ancient Geography Inddia," p. 92.

কাব্যের রচক মহাকবি কালিদাসের নাম বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' উল্লিখিত হইয়াছে। এই উভয় কবিই বাণভট্টের পূর্ব্বকালে প্রাদুর্ভূত হওয়াতে, তাঁহার রচিত "হর্ষচরিতে" প্রশংসিত হইয়াছেন। উভয়েই রামচরিত অবলম্বনে স্বপ্রণীত কাব্য প্রণয়ন করেন। কবি ভর্ত্তৃহরি বাণভট্টের সমসাময়িক কবি বলিয়া, 'হর্ষচরিতে' তাঁহার নাম উল্লিখিত হয় নাই। বাণভট্টের ন্যায় ভর্ত্তৃহরিও খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে আবির্ভূত হন। বাণভট্ট কান্যকুব্জ নগরে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সভায় অবস্থিত ছিলেন। ভর্ত্তৃহরি সেই সময়ে বল্লভীনগরে রাজা চতুর্থ ধর-সেনের সভা অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে "বালরামায়ণ" নাটকের প্রস্তাবনায় কবিরাজ রাজশেখর "ভর্ত্তৃমেন্থ" নামে ভর্ত্তৃহরির উল্লেখ করিয়াছেন।

রামচরিত অবলম্বনে বৈদ্যনাথ সূরি "সীতারাম-বিহার" কাব্য এবং বাণেশ্বরের পুত্র রামকান্ত "রামলীলোদয়" কাব্য রচনা করেন। "রামলীলোদয়ে" বিংশতি সর্গে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে *। "রামগুণাকর" কাব্যে গ্রন্থকার রামদেব ন্যায়ালঙ্কার রামচন্দ্রের বিবাহ-বনবাসাদির বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

এক্ষণে ভর্ত্তৃহরির রচিত "রাবণবধ" কাব্যের টীকাকারদিগের

---

* "ধীর-শ্রীযুক্ত-রামকান্ত-কৃতিনা স্বর্গাপবর্গার্থিনা
পাঠাভ্যাসবিচারমজ্জন-মনোমুদং সমাকাঙ্ক্ষিণা।
শ্রীবাণেশ্বরসূনুনা বিরচিতে শ্রীরামলীলোদয়ে,
কাব্যে বিংশতিরীরিতোঽতিরুচিরো রামাভিষেকাভিধঃ"॥

সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা একত্র সংগৃহীত করা যাইতেছে। জয়মঙ্গল, হরিহর, পুণ্ডরীকাক্ষ, কন্দর্প চক্রবর্ত্তী, নারায়ণ আচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এবং ভরত মল্লিকের নাম ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। মুদ্রিত পুস্তকে জয়মঙ্গল ও ভরত মল্লিকের টীকা সর্ব্বত্র 'ভট্টিকাব্যের' মূলের সহিত সংযোজিত দেখা যায়। এইজন্য অন্যান্য টীকাকারদিগের নাম বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। এখানে ভট্টিকাব্যের বিভিন্ন টীকাকারদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা আবশ্যক।

ভরত মল্লিকের রচিত ভট্টিকাব্যের টীকা "মুগ্ধবোধ" ব্যাকরণের মত অনুসারে রচিত হইয়াছে। হুগলী জিলার অন্তর্গত কাঁচরাপাড়া গ্রামে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বৈদ্যকুলে ভরত মল্লিকের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম গৌরাঙ্গ সেন এবং পিতামহের নাম হরিহর খাঁন। মেঘদূত, কুমারসম্ভব ও ভট্টিকাব্যের টীকা ভিন্ন, তিনি অমরকোষের টীকা রচনা করেন। তাঁহার রচিত "দ্বিরূপকোষ, সুখলেখন ও বৈদ্যকুলতত্ত্ব," পাওয়া গিয়াছে।

কুলবিতরণবিদ্যা—বৈশ্যবংশশ্রেষ্ঠগোষ্ঠী
বরুহরিহরখান—খ্যাতবংশপ্রসূতঃ।
বিদিতচরিতধীরঃ শ্রীল—গৌরাঙ্গসূনু
র্ব্যধিত ভরতসেনো বালবোধার্থমেতৎ॥ (সুখলেখন)

জয়মঙ্গলের ন্যায় কুমুদানন্দ, পাণিনির ব্যাকরণসূত্র অনুসারে "সুবোধিনী" নামে "ভট্টিকাব্যের" টীকা রচনা করিয়াছেন। জয়মঙ্গলের ন্যায় তিনিও কবিকে শ্রীস্বামীর পুত্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। অতএব কুমুদানন্দ জয়-মঙ্গলের অনুকারক ও পরবর্ত্তী।

"শ্রীকৃষ্ণগিরিশৌ নত্বা, ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদৌ।
চক্রে শ্রীকুমুদানন্দো, ভট্টিটীকাং সুবোধিনীং"॥

নারায়ণ আচার্য্য "সংক্ষিপ্তসার" ব্যাকরণের মতানুযায়ী যে টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহা "ভট্টিবোধিনী" নামে পরিচিত। তিনি পূর্ব্বগ্রামের জটাধর আচার্য্যের পৌত্র ও বাণেশ্বরের পুত্র। তাঁহার "বিদ্যাবিনোদ" উপাধি ছিল। ক্রমদীশ্বরের কৃত "সংক্ষিপ্তসার" ব্যাকরণের অষ্টম অধ্যায়ের প্রাকৃত অংশের "প্রাকৃতপাদটীকা" নামে একখানি টীকা এই নারায়ণ আচার্য্য রচনা করেন। গোয়ীচন্দ্র ও জুমরনন্দী "সংক্ষিপ্তসারের" প্রধান টীকাকার। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৩৫০-১৪০০খৃঃ) মুরসিদাবাদ জিলার হিলরা গ্রামে জুমরনন্দী আবির্ভূত হন। নারায়ণের মতে শ্রীধরস্বামীর পুত্র ভর্ত্তৃহরি কবি ভট্টিকাব্যের রচক *।

নত্বা রামপদদ্বন্দ্বমরবিন্দং ভবচ্ছিদং।
বিদ্যাবিনোদ আচার্য্যঃ কুরুতে ভট্টিবোধিনী॥
পূর্ব্বগ্রামিকুলে কলানিধিনিভ শ্ছত্রী সুমেরুস্থিতো
ভ্রাতা যস্য জটাধরো দ্বিজবরো, বাণেশ্বর স্তৎসুতঃ।
তৎ পুত্রঃ প্রথিতোঽভবৎ কবিবরো নারায়ণো নামতঃ,
সোঽভূদভ্যাসনেন শাস্ত্রনিচয়ং বিদ্যাবিনোদার্থতঃ॥
সন্তি যদ্যপি ভূয়াংসঃ শব্দলক্ষণ-চক্ষুষঃ।
তথাপি জৌমরা ভ্যাসবিশেষায়ৈব শিষ্যতে॥

---

* "অথ পাণিনিকৃতলক্ষণার্থান্ অবগন্তুং অশক্নুবতাং ভাষ্যকারজিনেন্দ্র প্রভৃতি নানামতানুসারিণাং সন্দেহসন্দোহব্যাধিপীড়িতানাং শিষ্যপ্রশিষ্যাণাং উদ্দিধীষু, র্ভগবান্ শ্রীধরস্বামী-সূনু র্ভর্ত্তৃহরিঃ, কাব্যচ্ছলেন সমস্ত-ব্যাকরণার্থং দর্শয়ন্, রামকথয়ৈবাত্র মঙ্গলান্তরং অনাদৃত্য কাব্যমিদং আরব্ধবান্"। (ভট্টিবোধিনী)
"ভট্টিকাব্য" রচনার উদ্দেশ্য ইহাতে সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে।

নারায়ণ আচার্য্যের পিতামহ জটাধর "অভিধান-তন্ত্র" নামে কোষ প্রণয়ন করেন। তাহার পিতার নাম রঘুপতি ও মাতার নাম মন্দোদরী। তিনি দিঙীয়বিপ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করেন *।

পুণ্ডরীকাক্ষ পণ্ডিত 'কলাপ' ব্যাকরণের মত অনুসারে ভট্টি-কাব্যের যে টীকা রচনা করেন, তাহা "কলাপদীপিকা" নামে পরিচিত। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকান্ত পণ্ডিত, এবং পিতা-মহের নাম রত্নাকর। ১৬৫০ শকাব্দের লিখিত একখানি 'কলাপ-দীপিকা' পুস্তক পাওয়া গিয়াছে।

"নত্বা শঙ্করচরণং জ্ঞাত্বা সকলং কলাপতত্ত্বঞ্চ।
দৃষ্টা পাণিনিতন্ত্রং বদতি শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষঃ॥
রত্নাকরো জয়তি, যদ্বচনামৃতানি
পীত্বা, প্রযান্তি বিবুধাঃ পদবীং সুরাণাং।
শ্রীকান্তধীর ইতি, তস্য সুতোঽভিজজ্ঞে,
তস্যাত্মজেন ময়কা লপিতং তদেতৎ"॥

পাণিনির সূত্রানুযায়ী "ভাষাবৃত্তি" নামে একখানি টীকা পাওয়া গিয়াছে। ইহা পুরুষোত্তম দেবের দ্বারা রচিত। ১৬৪৫ শকাব্দে ভবানীরচরণের লিখিত একখানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থকার পুরুষোত্তম বোধ হয় বৌদ্ধ ছিলেন।

"নমো বুদ্ধায়, ভাষায়াং যথা ত্রিমুনিলক্ষণং।
পুরুষোত্তমদেবেন লঘ্বী বৃত্তি বিধীয়তে॥

* "ভাগীরথীং জলময়ীং জগতামধীশাং,
মন্দোদরী-রঘুপতী পিতরৌ চ নত্বা।
দিঙীয়বিপ্রকুলজঃ স জটাধরোঽসৌ
আচার্য্য এতদকরোদভিধানতন্ত্রং" ॥

কাশিকা-ভাগবৃর্ত্ত্যোশ্চ সিদ্ধান্তং বোদ্ধুমস্তিধীঃ।
তদা বিচিন্ত্যতাং ভ্রাত র্ভাষাবৃত্তিরিয়ং মম" ॥

এই পুরুষোত্তম দেবের রচিত দ্বিরূপকোষ, উণ্মভেদ, পুরাণ-সর্ব্বস্ব, সকারভেদ, জকারভেদ, একাক্ষরকোষ ও কারকচক্র পাওয়া গিয়াছে।

রামচন্দ্র বাচস্পতি 'ভট্টিকাব্যের যে টীকা রচনা করেন, তাহা (সুবোধিনী)নামে পরিচিত। ইহাতে তিনি কবির নাম ভট্টি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই টীকা অতি আধুনিক বলিয়া বোধ হয়।

"ব্যাখ্যানানি চ শাস্ত্রজ্ঞৈঃ কৃতানি বহুশো যদি।
তথাপি ক্রিয়তে ভট্টিটীকা সুবোধিনী ময়া" ॥

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে 'রাবণবধকাব্য' (ভট্টিকাব্য) ভিন্ন,কবি ভর্ত্তৃহরি "শৃঙ্গারশতক, বৈরাগ্যশতক ও নীতিশতক" নামে তিন খানি কোষকাব্য রচনা করেন। এই তিনখানি কোষকাব্য "সুভাষিত রত্নাবলী" নামে ভর্ত্তৃহরির বৃহত্তর গ্রন্থের অন্তর্গত। অধ্যাপক টনি (C. H. Tawney) এই তিনখানি কাব্য ইংরেজীতে অনুবাদিত করিয়া, বোম্বের সুপ্রসিদ্ধ Indian Antiquary পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তর মিত্রের মতে ভর্ত্তৃহরি 'সপ্তশতী' নামে যে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন, 'নীতি-শতক' তাহারই অন্তর্ভুক্ত। ডাক্তর মিত্রের এই উক্তি অমূলক। ভর্ত্তৃহরির যে বিলক্ষণ কবিত্বশক্তি ছিল, তাহা এই তিনখানি শতক দৃষ্টেই প্রতীয়মান হইতেছে। এই তিন শতকের মধ্যে, "নীতিশতক" সর্ব্বোৎকৃষ্ট। 'শৃঙ্গারশতক' সর্ব্বাংশে অমরু কবির রচিত 'অমরুশতকের' তুল্য। ইহার সমুদয় কবিতা আদিরসা-

শ্রিত। 'নীতিশতকে' নানাবিধ সদুপদেশ আছে। 'বৈরাগ্যশতকে' সংসারের অনিত্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রবাদ আছে যে, ভর্ত্তৃহরি সংবতাব্দের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ সহোদর। তিনি প্রথমে অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন। পরে তিনি পত্নীর প্রতি কোনও কারণে বিরক্ত হইয়া সংসারিক সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। তদবধি তিনি যোগীশ্বর উপাধিতে পরিচিত হন। জৈন টীকাকার ধনসার স্বরচিত "নীতিশতক-বৃত্তি" নামে নীতিশতকের টীকায় ভর্ত্তৃহরিকে উজ্জয়িনীর অধীশ্বর নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, এই অসার ও অমূলক জনপ্রবাদের অবতারণা করিয়াছেন। ধনসার পাঠক 'বৈরাগ্যশতকের'ও বৃত্তি রচনা করেন। তিনি সিদ্ধসূরি জৈনাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন।

"নত্বাহ'তং গুরুং দেবীং সারদাং কবিসারদাং।
শ্রীমদ্‌ভর্ত্তৃহরিবৃত্ত-ব্যাখ্যানং বিরচাম্যহং॥
শ্রীসিদ্ধসূরিগুরু-সন্নিহিত-প্রতাপা,
চ্ছশ্বৎ কবিত্বমতিমাপ্য বিচারদৃষ্ট্যা।
রম্যাহ ভর্ত্তৃহরিকাব্যবরস্য টীকা,
শ্রীপাঠকেন বিদধে ধনসারনামা॥ (নীতিশতক-বৃত্তি)

চণ্ডেশ্বর ঠকুর

চণ্ডেশ্বর অতি প্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থকার। তিনি 'রত্নাকর' নামে বহুতর স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আরম্ভে মিথিলায় আবির্ভূত হন। তিনি মিথিলার মহারাজ হরিসিংহদেবের অমাত্য (মহাসান্ধিবিগ্রহিক) পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুসলমানজাতির আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, অযোধ্যার অধিপতি সূর্য্যবংশীয় হরিসিংহদেব স্বদেশ পরিত্যাগে বাধ্য হন। তিনি নেপালের দক্ষিণাংশে 'তরাই' নামক সুবিস্তীর্ণ ও জঙ্গলময় স্থানে সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় ঠকুরীবংশীয় জয়জগৎমল্ল নেপালের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অনুমান ১৩০০ খৃঃ অযোধ্যার পলাতক ক্ষত্রিয় রাজা হরিসিংহদেব 'তরাইর' জঙ্গলে উপনীত হন। অল্পকাল পরে সিমরাউন গড়ে আপনার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্রমে ক্রমে সমগ্র মিথিলা রাজা হরিসিংহদেবের পদানত হয়। সিমরাউন গড়ের রাজধানী হইতে মহারাজ হরি সিংহদেব মিথিলা শাসন করিতে থাকেন।

মহারাজ হরিসিংহদেব প্রজাবর্গের উপকারার্থ মিথিলায় বহুসংখ্যক সরোবর খনিত করেন। কুলদেবী তুলজা ভবানীর আদেশ মতে তিনি ১৩২৪ খৃঃ নেপাল আক্রমণ পূর্ব্বক ভাটগাঁও

নগরে আপনার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন *। তিনি আপনার ভুজবীর্য্যে নেপাল ও মিথিলা এক শাসনদণ্ডের অধীনে আনয়ন করেন। জয়জগৎ মল্লের পুত্র নাগেন্দ্র মল্ল সেই সময়ে নেপালের অপরাংশে রাজত্ব করিতে থাকেন। ১৩২৪—১৪১০ খৃঃ পর্য্যন্ত ৮৬ বর্ষ কাল হরিসিংহ ও তাঁহার বংশধরেরা নেপালে রাজত্ব করেন। হরিসিংহদেবের মৃত্যুর পর মিথিলা স্বাধীনতা অবলম্বন করে।

এই রাজা হরিসিংহদেবের সময়ে মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ব্রাহ্মণজাতি পাঞ্জ (গোত্র), পঙখৎ (গাঁই) ও পদব (উপাধি) অনুসারে, নানা ভাগে বিভক্ত

---

* নেপালের রাজধানী কাটমণ্ডু নগরের অদূরবর্ত্তী দেবপাটনে সুবিখ্যাত পশুপতিনাথ মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরের অঙ্গনে এক প্রস্তরলিপি বোম্বের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তর ভগবানলালইন্দ্রাজী কর্ত্তৃক ১৮৭৬ খৃঃ আবিষ্কৃত হয়। ইহার ভাষা সংস্কৃত ও অক্ষর নেওয়ারী। এই প্রস্তরলিপির দশম শ্লোকে মহারাজ হরিসিংহদেবের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে। হরিসিংহদেবের নেপালে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বিষয় ইহাতে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত রহিয়াছে।

"জাতঃ শ্রীর্হরিসিংহদেব নৃপতিঃ প্রৌঢ়প্রতাপোদয়ঃ,
তদ্বংশে বিপুলে মহারিপুহরে গাম্ভীর্য্যরত্নাকরঃ।
কৃত্বা যঃ সরসাং উপেত্য মিথিলাং, সংলক্ষ্য লক্ষশ্রিয়ো
নেপালে পুনরাপ্যবৈভবযুতে স্থৈর্য্যং বিধত্তে চিরং" ॥ ১০ ॥

এই প্রস্তরলিপি মহারাজ প্রতাপমল্লের আদেশে ৭৭৮ নেপালী সংবতে উৎকীর্ণ হয়। ৮৮০ খৃঃ (৮০২ শকাব্দে) রাজা জয়দেবমল্লের রাজ্যাভিষেক কাল হইতে নেপালী সংবৎ আরব্ধ হয়। ৪৪৪ নেপালী সংবতে মহারাজ হরিসিংহদেব নেপাল অধিকার করিয়া ভাটগাঁয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। নেপালী বংশাবলীর মতে ২৮ বৎসর কাল তিনি নেপালে রাজত্ব করেন।

Dr. Buhler's "Inscriptions from Nepal" (1885) p. 29 and 39

হয়।* তাঁহাদের মধ্যে ঝা, মিশ্র, ঠাকুর, উপাধ্যায়, রায়, ও সরস্বতি উপাধি প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহার আদেশে তালপত্রে মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা "পাঞ্জী" লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৩২৬ খৃঃ (১২৪৮ শকাব্দ) হইতে মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের বংশাবলী এই পাঞ্জীতে সঙ্কলিত হইতে থাকে। এই হরিসিংহদেবের সভাসদ্ রাজপণ্ডিত কামেশ্বর ঠাকুর "দানসাগর" নামে এক স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। এই কামেশ্বর ঠাকুরের দ্বারা মিথিলায় যে অভিনব রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহাদের সময়ে মিথিলা সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য অতিশয় প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। বিদ্যাপতি ঠাকুরের আশ্রয়দাতা সুবিখ্যাত শিবসিংহ এই কামেশ্বরেরই অধস্তন চতুর্থ বংশধর ছিলেন।

সুবিখ্যাত স্মার্ত্তচূড়ামণি চণ্ডেশ্বর ঠক্কুর এই হরিসিংহদেবের রাজসভায় বর্ত্তমান থাকিয়া, "রত্নাকর" নামে বহুসংখ্যক স্মৃতিগ্রন্থ রচনা ও সংগ্রহ করেন। "কৃত্যরত্নাকর, দানরত্নাকর, ব্যবহাররত্নাকর, শুদ্ধিরত্নাকর, পূজারত্নাকর, গৃহস্থরত্নাকর, ও বিবাদরত্নাকর" নামে সাতখানি স্মৃতিগ্রন্থ চণ্ডেশ্বর রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে "বিবাদরত্নাকর" সম্প্রতি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর যত্নে ও ব্যয়ে প্রকাশিত হইয়াছে।* রাজা হরিসিংহ-

* সুপ্রসিদ্ধ হাণ্টার সাহেবের মতে ১১৩৯ খৃঃ রাজা নরসিংহদেবের রাজত্ব কালে তাঁহার সভাসদ্ ও অমাত্য পণ্ডিত হরনাথ উপাধ্যায় দ্বারা 'স্মৃতি' ব্রাহ্মণ দিগের শ্রেণীবিভাগ কার্য্য সম্পন্ন হয়। তাঁহার এই ভ্রান্ত ও কল্পিত উক্তির মূল কি, তাহা হাণ্টার সাহেব নির্দ্দেশ করেন নাই।

W. H. Hunter's Statistical Account of Tirhut, 1877, p. 42.

দেবের অমাত্য ও মন্ত্রী চণ্ডেশ্বরের ন্যায় স্মার্ত্ত গ্রন্থকারেরা এক সাধারণ নামে বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। দুই হইতে অষ্টা-বিংশতি খানি পুস্তক এক সাধারণ উপাধিতে পরিচিত দেখা যায়। নিম্নে তাহাদের নাম একত্র সংগৃহীত হইল।

লক্ষ্মীধর ভট্ট { কল্পদ্রুম, কল্পতরু
শ্রীদত্ত কল্প, আদর্শ
মহেশ্বর মিশ্র আদর্শ
হলায়ুধ সর্ব্বস্ব।
ভট্টোজী দীক্ষিত কৌস্তুভ।
চণ্ডেশ্বর ঠকুর রত্নাকর।
বাচস্পতি মিশ্র চিন্তামণি, নির্ণয়।
হেমাদ্রি চিন্তামণি।
বিশ্বেশ্বর ভট্ট পারিজাত।
নৃসিংহ পারিজাত।
ক্ষেমেন্দ্র পারিজাত।
নীলকণ্ঠ ভট্ট ময়ূখ।
মিত্র মিশ্র প্রকাশ।
তোড়লমল্ল সৌখ্য।
শূলপাণি বিবেক।
রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তত্ত্ব।
বর্দ্ধমান মিশ্র বিবেক
কমলাকর ভট্ট কমলাকর।
রুদ্রধর বিবেক, চন্দ্রিকা
শ্রীনাথ আচার্য্য বিবেক
কেশব ভট্ট প্রদীপ
নাগদেব প্রদীপ
গোপালন্যায়পঞ্চানন নির্ণয়
সুদর্শন নির্ণয়
অনন্তভট্ট নির্ণয়।
শম্ভুনাথমিশ্রসিদ্ধান্তবাগীশ-ভাস্কর, কৌমুদী।
রমাপতিমিশ্রউপাধ্যায়-বারিধি।
লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ব্যবস্থা
চিন্তামণি ন্যায়ালঙ্কার ব্যবস্থা সংক্ষেপ।
জ্বালানাথ মিশ্র প্রকাশ।
দেবনাথ ঠকুর তর্কপঞ্চানন-কৌমুদী।
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কৌমুদী।
রাধামোহন গোস্বামী তত্ত্বটিপ্পনী
কাশীরামবাচস্পতি তত্ত্বটিপ্পনী।
বামদেবউপাধ্যায় দীপিকা।
চন্দ্রশেখর বাচস্পতি দীপিকা।
দলপতি সার।
মদনসিংহদেব উদ্যোত।
কুবের পণ্ডিত চন্দ্রিকা।
দিবাকর ভট্ট চন্দ্রিকা।
অনন্তদেব দীধিতি, কৌস্তুভ।
গোবিন্দানন্দ কৌমুদী।
নন্দপণ্ডিত মীমাংসা, নির্ণয়।
অনন্ত ভট্টাচার্য্য পারিজাত।
রামনাথ রহস্য।
কাশীনাথ উপাধ্যায় সিন্ধু।
হরিনাথ উপাধ্যায় সারসমুচ্চয়।

চণ্ডেশ্বর ঠকুর মহারাজ হরিসিংহদেবের মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বাগ্বতী (বাঘমতী) নদীর তীরে ১২৩৬

শকাব্দে (১৩১৪ খৃষ্টাব্দে) অগ্রহায়ণের পূর্ণিমায়, তুলাপুরুষ নামে দানব্যাপার সম্পাদন করেন। ইহা তিনি স্বপ্রণীত "বিবাদ রত্নাকরের" শেষভাগে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত প্রথম ও চতুর্থ শ্লোক "দানরত্নাকরেও" দৃষ্ট হয়।

শ্রীচণ্ডেশ্বরমন্ত্রিণা মতিমতানেন প্রসন্নাত্মনা,
নেপালাখিলভূমিপালজয়িনা পুণ্যাত্মনা কর্ম্মণা।
বাগ্বত্যাঃ সরিতস্তটে, সুরধুনীসাম্যং দধত্যাঃ শুচৌ
মার্গে মাসি যথোক্তপুণ্যসময়ে দত্ত স্তুলাপুরুষঃ॥
শ্রীমদ্-বিবাদপদ-দুর্গতিপাতকানাং
উদ্ধারহেতু-কৃতনির্ণয়-লব্ধপুণ্যঃ।
চণ্ডেশ্বরঃ সচিবরত্ন ইমং বিবাদ-
রত্নাকরং রচয়তি শ্রুতিশাস্ত্রবিজ্ঞঃ॥
কল্পদ্রুমে চাপ্যথ পারিজাতে,
হলায়ুধে বাপ্যথ বা প্রকাশে।
যৎ সারমস্মাদধিকঞ্চ যৎ,
তৎ দধাতি রত্নাকর এক এব॥
শ্রীকৃত্য-দান-ব্যবহার-শুদ্ধি
পূজা-বিবাদেষু তথা গৃহস্থে।
রত্নাকরা ধর্ম্মভুবো নিবদ্ধাঃ,
কৃতা স্তুলাপুরুষপদেন সপ্ত॥" (বিবাদরত্নাকর)

চণ্ডেশ্বরের পিতার নাম বীরেশ্বর। পিতার মৃত্যুর পর, চণ্ডেশ্বর মিথিলারাজ হরিসিংহদেবের অমাত্য পদে প্রতিষ্ঠিত হন। বীরেশ্বর ও চণ্ডেশ্বর উভয়েই রাজার প্রিয়মন্ত্রীর পদে অধিরূঢ় ছিলেন। চণ্ডেশ্বর "কল্পদ্রুম," "পারিজাত", "প্রকাশ" ও হলায়ুধের রচিত স্মৃতিগ্রন্থ দৃষ্টে, "বিবাদরত্নাকর" রচনা

করেন। তিনি এই সকল গ্রন্থকারের পরবর্ত্তী। হলায়ুধ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন দেবের সভাসদ্ ও অমাত্য পদে আসীন ছিলেন। 'কৃত্যকল্পদ্রুম' বা 'কৃত্যকল্পতরু' খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কান্যকুব্জে লক্ষ্মীধর ভট্টের দ্বারা সংগৃহীত হয়। এই লক্ষ্মীধর ভট্ট মহারাজা গোবিন্দচন্দ্র দেবের আদেশে ইহা রচনা ও সংগ্রহ করেন।* সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ভট্টোজী দীক্ষিত এই লক্ষ্মীধরেরই পুত্র বলিয়া 'ভট্টোজী দীক্ষিত' প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। লক্ষ্মীধরকে বঙ্গদেশীয় সুবিখ্যাত স্মার্ত্তপণ্ডিত শূলপাণি ভট্টাচার্য্য এবং মিথিলা দেশীয় প্রাচীন স্মার্ত্তগ্রন্থকার হরিনাথ উপাধ্যায়ের পূর্ব্বতন গ্রন্থকার বলিয়া, রামেশ্বর ভট্টের পুত্র নারায়ণ ভট্ট স্বরচিত "জলাশয়োৎসর্গবিধি" পুস্তকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "পারিজাত" ও "প্রকাশ" নামে সম্ভবতঃ বিশ্বেশ্বর ভট্টের "মদনপারিজাত" এবং জ্বালানাথ মিশ্রের রচিত "কৃত্যপ্রকাশ" নামে দুই খানি স্মৃতিগ্রন্থ চণ্ডেশ্বর ঠক্কুর দ্বারা উল্লিখিত হইয়াছে। মদন-

* দ্বাদশ কাণ্ডে বিভক্ত স্বরচিত "ব্যবহারকল্পতরুর" শেষে লক্ষ্মীধর ভট্ট নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তাঁহার পিতার নাম হৃদয়ধর ভট্ট।

"নানাশাস্ত্রবচোবিচারচতুর-প্রজ্ঞাবলস্থাপিত-
ব্যাপ্তাদি-ব্যবহারমার্গবিশদা স্তা স্তা প্রগল্ভা গিরঃ।
যস্যাকর্ণ্য বিপশ্চিতাং প্রতিসভং রোমাঞ্চমাতন্বতে,
কাণ্ডে স ব্যবহারমত্র তনুতে লক্ষ্মীধরো দ্বাদশে॥

ইতি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ-শ্রীমদ্‌গোবিন্দচন্দ্রদেবাদিষ্টেন মহাসান্ধিবিগ্রহিকেণ ভট্টহৃদয়ধরাত্মজ-শ্রীমল্লক্ষ্মীধরেণ বিরচিতো ব্যবহারকল্পতরুঃ সমাপ্তঃ।"

(ব্যবহারকল্পতরু)

পালের সভাসদ্ বিশ্বেশ্বর ভট্টের রচিত "মদনপারিজাত" চণ্ডেশ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তন গ্রন্থ বলিয়া, ইহা হইতে বোধ হয়।

চণ্ডেশ্বর ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে (১২৩৬ শকাব্দে) রাজা হরিসিংহদেবের রাজত্ব কালে 'তুলাপুরুষ' সম্পন্ন করেন। ইহা হইতে তাঁহার আবির্ভাব কাল নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে। চণ্ডেশ্বর ঠাকুর 'বিবাদরত্নাকরে' আপনার প্রভু ও আশ্রয়দাতা মহারাজ হরিসিংহ দেবের নাম স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু উক্ত স্মৃতি পুস্তকের আরম্ভে তিনি মহারাজের কুলদেবী ভবানীর উল্লেখ করিয়াছেন। মিথিলার প্রাচীন রাজধানী সিমরাউন গড়ে এই দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল।

"সর্ব্বোপকারে সুরবাহিনীব,
সর্ব্বার্থসিদ্ধৌ কমলালয়েব।
সর্ব্বাশ্রয়া পাতু পবিত্রয়ন্তী,
শ্রীমৎক্ষিতীশং মুদিতা ভবানী॥" (বিবাদরত্নাকর)

মহারাজ হরিসিংহদেবের নেপাল বিজয়ের বিবরণ এই পুস্তকের আরম্ভে উল্লিখিত হইয়াছে। নেপাল বংশাবলীর মতে কুলদেবী তুলজা ভবানীর আদেশে হরিসিংহদেব ৪৪৪ নেপালী সংবতে (১২৪৬ শকাব্দে) নেপাল আক্রমণ করিয়া, ভাটগাঁয় আপনার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। চারি পুরুষ রাজত্বের পর হরিসিংহদেবের বংশ বিলুপ্ত হয়। তদবধি ঠকুরী-মল্লবংশের অপ্রতিহত প্রভুতা নেপালে প্রতিষ্ঠিত হয়। হরিসিংহদেবের প্রতিষ্ঠিত সূর্য্যবংশের সহিত নেপালের মল্লবংশ বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া, আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় হরিসিংহদেবের বংশধর বলিয়া পরিচিত করিতে থাকে। এই নিমিত্তই কাটমাণ্ডুর সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ প্রতাপমল্ল স্বরচিত বংশাবলীতে আপনাকে

হরিসিংহদেবের বংশধর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। ৭৭৮ নেপালী সংবতে (১৬৫৮ খৃঃ) এই বংশাবলী মহারাজ প্রতাপ-মল্লের আদেশে পশুপতিনাথের মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ এক শিলা-খণ্ডে উৎকীর্ণ হয়। ৭৫৭ নেপালী সংবতে (১৬৩৭ খৃঃ) পূর্ব্বোক্ত প্রতাপমল্লের পিতৃব্য ও ললিতপট্টনের রাজা সিদ্ধিনৃসিংহ মল্ল আপনাকে হরিসিংহদেবের বংশধর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। আমরা "নেপালের পুরাতত্ত্ব" নামক পুস্তকে এই উভয় শিলা লিপির বিবরণ বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শন করিয়াছি।

১৩২৪ খৃঃ (১২৪৬ শকাব্দে) মহারাজ হরিসিংহদেব নেপালের কিয়দংশ অধিকার করিয়া, ভাটগাঁয় আপনার রাজধানী প্রতি-ষ্ঠিত করেন। নেপালের বংশাবলী হইতে ইহা জানা যাইতেছে। জার্ম্মেন ওরিয়েন্টেল সোসাইটীর পুস্তকালয়ের একখানি হস্ত-লিখিত গ্রন্থের শেষভাগ দৃষ্টে সুপণ্ডিত বুলার ও বেণ্ডল সাহেব হরিসিংহদেবের নেপালে প্রতিষ্ঠার কাল ১২৪৫ শকাব্দ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই ঘটনার পর চণ্ডেশ্বর ঠাকুরের 'বিবাদরত্নাকর' রচিত হয়। নতুবা "বিবাদরত্নাকরের" আরম্ভে তিনি আপনার প্রভু হরিসিংহদেবের নেপাল বিজয়ের বিষয় উল্লেখ করিতেন না।

'বিবাদরত্নাকরের' শেষ ভাগের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দৃষ্টে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, ১২৩৬ শকাব্দে (১৩১৪ খৃঃ) চণ্ডেশ্বর হরিসিংহদেবের অমাত্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হরি-সিংহদেব সেই সময়ে সিমরাউন গড় হইতে সমগ্র মিথিলা অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন করিতেছিলেন। নেপালের বংশাবলীর মতে হরিসিংহদেবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মিথিলায় মল্লবংশের

আধিপত্য স্থাপিত ছিল। নেপালের ঠক্কুরী-মল্লবংশের হস্ত হইতে হরিসিংহদেব প্রথমতঃ মিথিলা এবং পরে নেপালের কিয়দংশ ভুজবীর্য্যে আচ্ছিন্ন করিয়া লন। ভাটগাঁয় হরিসিংহ দেবের রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর, রাজার সভাসদ্ ও সভা-পণ্ডিত কামেশ্বর ঠাকুরের হস্তে মিথিলার শাসনভার অর্পিত হয়। কালক্রমে এই রাজপণ্ডিত কামেশ্বর ঠাকুরের বংশধরেরা মিথি-লায় স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত মিথিলা এই অভিনব ব্রাহ্মণজাতীয় রাজবংশের পদানত থাকে। তাঁহার রচিত বিবিধ গ্রন্থ হইতে চণ্ডেশ্বরের পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

রসগুণভুজচন্দ্রৈঃ সম্মিতে শাকবর্ষে,
সহসি ধবলপক্ষে, বাগ্বতীসিন্ধুতীরে।
অদিত তুলিতমূর্চ্চে-রাত্মনা স্বর্ণরাশিং,
নিধিরখিলগুণানাং উত্তরঃ সোমনাথঃ॥

ইতি সপ্রক্রিয়-মহাসান্ধি বিগ্রহিক—ঠক্কুর-শ্রীবীরেশ্বরাত্মজ সপ্রক্রিয়-মহা-সান্ধিবিগ্রহিক-ঠক্কুর-শ্রীচণ্ডেশ্বর-বিরচিতো বিবাদরত্নাকরঃ পূর্ত্তিমগাৎ।'

(বিবাদরত্নাকর, দানরত্নাকর)

"অধ্যাপ্য শ্রুতিং অঙ্গষট্কসহিতাং যো ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে,
গার্হস্থে সমযোজয়দ্ দ্বিজগণান্ বিত্তৈঃ কৃতার্থীকৃতান্।
সঃ শ্রীমান্ সহিতঃ সমস্ত-সচিব-শ্রেণীষু চণ্ডেশ্বরো,
মীমাংসাশরণং গৃহস্থ-বিষয়ং প্রস্তৌতি রত্নাকরং॥" (গৃহস্থ রত্নাকর)

"সাক্ষান্নির্ণয়তে বিবাদবিষয়ঃ স্মারাৎ তৃতীয়েক্ষণাদ্,
যো বাদার্থপথপ্রবর্ত্তনকৃতী ধর্ম্মেন্দুমুত্তংসয়ন্।
স শ্রীমান্ ব্যবহারসংগ্রহং অমুং চণ্ডেশ্বরো মন্ত্রিণাং
অর্চ্চ্যঃ কীর্ত্তিসুরাপগামৃদপবুং প্রস্তৌতি রত্নাকরং॥" (ব্যবহার রত্নাকর)

যঃ পরশুরাম-বলিকর্ণরঘু-প্রবীর—
জীমূতবাহন-দধীচি শিবীন্ বিচিন্ত্য।
দীর্ঘোর্দ্ধ-নিঃশ্বসিত-ধূসরিতাধরশ্রী—
রাস্তে ক্ষণং স্তিমিতভাবং অলক্ষ্যদৃষ্টিঃ॥
মগ্না মেচ্ছমহার্ণবে বসুমতী যেনোদ্ধৃতা লীলয়া,
বিধ্বস্তাবনিবৈরিণঃ ক্ষিতিভুজাং লক্ষ্মীঃ সমাসাদিতা।
দত্তঃ কর্কটকোচ্চয়োঽর্থিনিবহে চণ্ডেশ্বরেণোচ্চকৈ,
ধর্ম্মস্যাভ্যুদয়ায় তেন বিহিতঃ শ্রীদানরত্নাকর"॥ (দানরত্নাকর)

ডাক্তার মিত্র কোন স্থলে তাঁহাকে নেপালাধীশ্বরের মন্ত্রী বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন এবং কোথায়ও চণ্ডেশ্বরকে মিথিলা রাজের অমাত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। * তিনি যে মিথিলা-রাজ হরিসিংহদেবের সভাসদ্ ছিলেন, এই বিষয় অবগত না থাকাতেই ডাক্তর মিত্র চণ্ডেশ্বরের সম্বন্ধে নিশ্চয়রূপে কোন কথা লিখিতে পারেন নাই। স্বরচিত "শুদ্ধিরত্নাকর ও পূজা-রত্নাকরে'' চণ্ডেশ্বর ঠকুর আপনাকে স্পষ্টাক্ষরে মিথিলারাজের মন্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাঘমতী নদীর তীরে নেপালের প্রান্তবর্ত্তী সিমরাউন গড়ে এই মিথিলারাজ হরিসিংহদেবের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহারাজ হরিসিংহদেব নেপাল আক্রমণ পূর্ব্বক তথায় মিথিলার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

"সিদ্ধিং শুদ্ধেররাপ্ত শ্রুতিবিধিবিহিতৈঃ কর্ম্মভি নিত্যরূপৈঃ
কাম্যৈ নৈমিত্তিকৈরপ্যুচ্ছিতশুচিধনৈ যজ্ঞসম্পাদকো যঃ।
মন্ত্রীন্দ্রো মৈথিলোর্ব্বীবলয়পরিবৃঢ়স্যাত্তিকানাং ধুরীণঃ।
শ্রীমান্ চণ্ডেশ্বরোঽয়ং রচয়তি রুচিরং শুদ্ধিরত্নাকরং সঃ॥"
(শুদ্ধিরত্নাকর)

* Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. (V. 152, 242; VI. 66, 134; and VII. 149, 162.)

যৎ-পূজাকুসুমৈঃ শুভৈঃ সুমনসো নেচ্ছন্তি কল্পদ্রুমান্
যন্নৈবেদ্যনিবেদনৈরপি সুধাং ভোক্তুং যতন্তে—তং।
স শ্রীমান্ মিথিলাবনীন্দ্রমহিতো মন্ত্রীন্দ্র-চণ্ডেশ্বরঃ ;
সন্ন্যায়ৈঃ পরিমার্জ্জিতং বিতনুতে পূজাসু রত্নাকরং॥ (পূজারত্নাকর)

চণ্ডেশ্বর ঠক্কুর ১৩১৪ খৃঃ বাগ্মতী (বাঘমতী) নদীর তীরে "তুলাপুরুষ" নামে মহাদানব্যাপার সম্পন্ন করেন। স্বরচিত "বিবাদরত্নাকর" ও "দানরত্নাকর পুস্তকে তিনি এই কথা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'তুলাপুরুষ' সম্পাদন কালে তিনি প্রৌঢ় বয়সে অবশ্যই পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৪ বৎসর বলিয়া অনুমান করিলে, ১২৭০ খৃঃ তাঁহার জন্মকাল পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, তিনি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হন। স্বরচিত সপ্তগ্রন্থের তিনি যে নামমালা প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে "দানরত্নাকর" দ্বিতীয়। "দানরত্নাকর" রচনার পূর্ব্বে ১৩১৪খৃঃ "তুলাপুরুষ" সম্পন্ন হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, চণ্ডেশ্বরের অন্ততঃ ছয়খানি গ্রন্থ ১৩১৪ খৃষ্টাব্দের পরে রচিত হয়। তাঁহার রচিত "কৃত্যরত্নাকর" পাওয়া যায় নাই। উহা ১৩১৪ খৃঃ পূর্ব্বে লিখিত হইয়া থাকিলেও, চণ্ডেশ্বরের সপ্তরত্নাকর খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রণীত হয়, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। জার্ম্মেন পণ্ডিত ডাক্তার জলি ১৮৮৩খৃঃ মিথিলার রাজা হরিসিংহদেবের সভাসদ্ স্মার্ত্তকার চণ্ডেশ্বরের সময় সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।*

---

* "Chandesvar, the author of the Vivad-ratnakar, was the minister of King Hara Sinha Deva in Mithila, in the same (14th) century."
Dr. Julius "jolly's Tagore Law Lectures—1883,"(1885)p. 28.

ভারতবর্ষে স্মৃতিশাস্ত্রগুলি রাজা কি মন্ত্রী কি রাজসভাসদ্ দ্বারা প্রণীত হইয়া, সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। ব্যবহারশাস্ত্রীয় গ্রন্থের প্রচলন ও প্রামাণিকত্ব বহুল পরিমাণে গ্রন্থকারের বিদ্যা-বুদ্ধি ও পদগৌরবের প্রতি নির্ভর করে। হিন্দু নরপতি ও তাঁহাদের মন্ত্রীগণ এই বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন। এই জন্য রাজা স্বয়ং কোন স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়া, স্বীয় রাজ্য মধ্যে তাহা প্রচলিত করিয়াছেন। যে স্থলে রাজা স্বয়ং গ্রন্থরচনায় হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই, সেই স্থলে তিনি বিশ্বস্ত ও সুপণ্ডিত মন্ত্রী কি সভাসদের প্রতি ব্যবস্থাশাস্ত্র প্রণয়ন বা সংগ্রহ করার গুরুভার অর্পণ করিয়াছেন। নিম্নে তাহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইল।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ধারার অধিপতি সুবিখ্যাত ভোজ-রাজ মনুসংহিতার এক খানি টীকা রচনা করেন। সেই ভাষ্য এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কঙ্কাণ প্রদেশের রাজা অপরার্ক যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার ভাষ্য রচনা করেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র দেব "সরস্বতী-বিলাস" রচনা করেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেন দেব "দানসাগর" রচনা করেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মিথিলার রাজা কামেশ্বর দেব ঠাকুর অপর একখানি "দানসাগর" প্রণয়ন করেন। বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঞ্জোরের রাজা শরভোজি "ব্যবহার প্রকাশ" রচনা করেন।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কান্যকুব্জের রাজা গোবিন্দচন্দ্র দেবের মন্ত্রী লক্ষ্মীধর ভট্ট "কৃত্যকল্পতরু" এবং গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় লক্ষ্মণ

সেন দেবের মন্ত্রী হলায়ুধ "সর্ব্বস্ব" নামে বহুতর স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কল্যাণ নগরের চালুক্য রাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্লের সভাসদ্ বিজ্ঞানেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির সুবিখ্যাত ভাষ্য "মিতাক্ষরা" রচনা করেন। দেবগিরির (দৌলতাবাদের) যাদববংশীয় নরপতি মহাদেবের মন্ত্রী হেমাদ্রি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে "চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি" এবং বিজয় নগরের রাজা বুক্করায় ও হরিহরের মন্ত্রী মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য "পরাশর স্মৃতির" ভাষ্য চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচনা করেন। কাষ্ঠার রাজা মদনপালের সভাসদ্ বিশ্বেশ্বর ভট্ট কর্ত্তৃক "মদনপারিজাত" ও "স্মৃতিকৌমুদী" এই শতাব্দীতে উত্তর ভারতে রচিত হয়। মিথিলার রাজা হরিসিংহদেবের মন্ত্রী চণ্ডেশ্বর ঠক্কুর এই শতাব্দীতেই "রত্নাকর" নামে সাতখানি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। মিথিলার রাজা ভৈরবসিংহ হরিনারায়ণের সভাসদ্ বাচস্পতিমিশ্র "কৃত্য-মহার্ণব" এবং 'চিন্তামণি' ও 'নির্ণয়' নামে বহুতর গ্রন্থ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচনা করেন। মিথিলার রাজ্ঞী লক্ষ্মীদেবীর আদেশে রাজসভাসদ্ মিসরুমিশ্রের দ্বারা "বিবাদচন্দ্র" এই শতাব্দীতেই রচিত হয়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নিজাম সাহের আদেশে দলপতি দক্ষিণাপথে "নৃসিংহপ্রসাদ" এবং সম্রাট আকবরের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী তোড়লমল্ল "তোড়রানন্দ" উত্তর ভারতে রচনা করেন। এই শতাব্দীর শেষভাগে বুন্দেলাবংশীয় বীরসিংহ (নরসিংহ) দেবের সভাসদ্ মিত্রমিশ্র "বীর-মিত্রোদয়" রচনা করেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বারাণসীর রাজার সভাসদ্ নন্দপণ্ডিত "বৈজয়ন্তী" নামে বিষ্ণুস্মৃতির টীকা এবং "দত্তকমীমাংসা" রচনা করেন।

বেদাচার্য্য আবসথিক "স্মৃতিরত্নাকর" নামে এক খানি স্মৃতি, নানাগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত করেন। তিনি বিষ্ণু উপাধ্যায়ের পুত্র। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মিথিলা হইতে কামরূপে উপনিবিষ্ট হন বলিয়া বোধ হয়।

"আলোচ্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি সারমুদ্ধৃত্য যত্নতঃ।

হিতায় নিজশিষ্যাণাং সংগ্রহঃ ক্রিয়তে ময়া॥" (স্মৃতিরত্নাকর।)

বেঙকটনাথ বৈদিক সার্ব্বভৌমের সংগৃহীত আর এক খানি "স্মৃতিরত্নাকর" নামে সংগ্রহ গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। তিনি হারীতগোত্রজ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রঙ্গনাথ। তিনি সূরি সরস্বতীবল্লভের পৌত্র ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ ছিলেন।

"সরস্বতীবল্লভসৌরিপৌত্রঃ,

শ্রীরঙ্গনাথস্থ সুতঃ সুশীলঃ।

শ্রীবেঙ্কটেশ হরিতার্ক ইত্থং,

প্রাহাহ্নিকং বৈদিকসার্ব্বভৌমঃ॥

বিজ্ঞানেশ্বর-স্মৃত্যর্থসার-স্মৃতিচন্দ্রিকা—স্মৃতিরত্ন-স্মৃতিমাধবীয়া-খণ্ডাদর্শ-স্মৃতি-সারসমুচ্চয়েতিহাসসমুচ্চয়েভ্যঃ সংগৃহীতোঽয়ং স্মৃতি-রত্নাকরঃ।" *

এই উভয় গ্রন্থকারের রচিত 'স্মৃতিরত্নাকরের' সহিত মৈথিল পণ্ডিত চণ্ডেশ্বর ঠাকুরের রচিত স্মৃতিগ্রন্থাবলীর কোনও সম্পর্ক নাই।

রত্নাকরমিশ্র নামক একজন আসামবাসী মৈথিল ব্রাহ্মণ "প্রায়শ্চিত্ত-রত্নাকর" নামে স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

"হরিং গুরুং নমস্কৃত্য বিশ্বং চেতয়তে তুয়ঃ।

রত্নাকরেণ মিশ্রেণ ক্রিয়তে সারসংগ্রহঃ॥

* Dr. Mitra's "Notices of Sanskrit Mss. (VI. 240 and VIII. 14)"

নানাস্মৃতীঃ সমালোচ্য সংহিতাগমসংহিতান্।
প্রযত্নেন সমালোক্য সংগ্রহোঽয়ং বিতন্যতে ॥—

পরাশরগোত্রজ রামকৃষ্ণ ভট্ট নামে স্মার্ত্ত পণ্ডিত "তীর্থরত্নাকর" রচনা করেন। কাশীধামে ১৬৯০ সংবতাব্দের (১৬৩৪খৃঃ) বৈশাখ মাসে এই গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত হয়। তাঁহার পিতার নাম মাধব। শিবদাস গ্রন্থকারের আদিপুরুষ। শিবদাসের পুত্র মিত্রশর্ম্মা ও পৌত্র জনার্দ্দন। জনার্দ্দনের পত্নী গঙ্গাদেবীর গর্ভে ভৈরব জন্ম গ্রহণ করেন। ভৈরবের পুত্র নারায়ণ। এই নারায়ণই রামকৃষ্ণের পিতামহ। রাজা বলভদ্রের গুরু গোপীনাথ "প্রতাপমার্ত্তণ্ড" রচনার জন্য রামকৃষ্ণকে ভট্ট উপাধিদানে পুরস্কৃত করেন। রামকৃষ্ণের গুরুর নাম রামপ্রসাদ। তিনি গুরুদেবের নামে এই 'তীর্থরত্নাকর' উৎসর্গ করেন *।

চণ্ডেশ্বরের শিষ্য রুদ্রধর "চন্দ্রিকা" নামে কয়েক খান স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে মিথিলায় আবির্ভূত হন। তাঁহার প্রণীত 'শ্রাদ্ধচন্দ্রিকা,' 'কৃত্যচন্দ্রিকা' ও 'বিবাদচন্দ্রিকা' পাওয়া গিয়াছে। তিনি 'শুদ্ধিবিবেক' "ব্রতপদ্ধতি' ও 'পুষ্পমালা' নামে স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

চণ্ডেশ্বরং গুরুং নত্বা মাতরং পিতরং তথা।
রুদ্রধরেণ ক্রিয়তে রম্যেয়ং শ্রাদ্ধচন্দ্রিকা॥"

তিনি লক্ষীধরের পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম হলধর। তিনি রত্নাকর, পারিজাত, মিতাক্ষরা ও হারলতাদি স্মৃতিগ্রন্থ অবলম্বনে 'শুদ্ধিবিবেক' রচনা করেন।

"চিরন্তানেকনিবন্ধসিদ্ধঃ,
স্বসম্প্রদায়ানুগতস্ফুটার্থঃ।

* Dr. Mitra's "Notices of Sanskrit MSS. (VII. 292)"

মত্বা হরিংরুদ্রধরেণ সম্যক্,
বিতন্যতে শুদ্ধিবিবেক এষঃ ॥ ১ ॥
সত্যেব রত্নাকর-পারিজাত-
মিতাক্ষরা-হারলতাদয়োহন্যে।
তথাপি তত্রালসমানসানাং,
ভবেৎ প্রমোদায় মম প্রয়াসঃ ॥

রাজা ভোজদেব।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে মালবের রাজা ভোজদেবের নাম অতি প্রসিদ্ধ। তিনি প্রমরবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, সমগ্র মালবে আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। ধারা নগরীতে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি একান্ত বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে সুপ্রসিদ্ধ কবি ও বিদ্বানগণ সমবেত হইয়া, তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। বিক্রমাদিত্যের ন্যায় তাঁহারও নামের সহিত নানা অসার, অমূলক ও অলৌকিক উপাখ্যান সংযোজিত হইয়াছে। * বিক্রমাদিত্যের

* "While Hindu literature survives, the name of Bhoja Pramar and nine gems of his court cannot perish". Colonel J. Tod's "Annals and Antiquities of Rajasthan."

"The name of Bhoja Pramar is the most celebrated in the annals of India. It stands pre-eminent as that of a glorious sovereign, a distinguished author and a noble patron of learning; and our poetry, our romances and our nursery tales have alike selected it as the theme of their laudations"

Dr. R. L. Mitra's "Indo-Aryans" (II. 385)

ন্যায় ভোজদেবের সভায়ও নবরত্নের আবির্ভাব কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার অবদানপরম্পরা নানাবিধ উপাখ্যান গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বল্লালমিশ্র ও মেরুতুঙ্গ সূরির "ভোজ-প্রবন্ধ," এবং রাজবল্লভের "ভোজচরিত্র" প্রসিদ্ধ। কর্ণেল টড এবং ডাক্তর মিত্র ভোজদেবকে উপন্যাসের ক্ষেত্র হইতে ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম আনয়ন করেন। ডাক্তার মিত্রের বহু-গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ ১৮৬৩ খৃঃ প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮১ খৃঃ পুস্তকাকারে পুনরায় প্রচারিত হয়। সেই প্রবন্ধ প্রকাশের পর ভোজরাজ সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যাহা প্রচারিত হইয়াছে, তাহা একত্র সংগৃহীত করিয়া এই প্রবন্ধে লিখিত হইল। ইহা ডাক্তর মিত্র বা অপর কোন পুরাতত্ত্ববিদের রচিত প্রবন্ধের অনুবাদ কি সারসংগ্রহ নহে।

বাঙ্গালা ভাষায় ভোজরাজ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে কোনও আলোচনা হয় নাই। বহরমপুরের বিদ্যোৎসাহী, ও সুপণ্ডিত জমিদার বাবু রামদাস সেন স্বপ্রণীত 'ঐতিহাসিক রহস্যের' প্রথম ভাগে ভোজরাজ সম্বন্ধে স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কোন আলোচনা করেন নাই। পশ্চাৎ তাহার অভিমত প্রদর্শিত হইবে। ১২৮১ সনের বৈশাখ মাসের "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় সুপণ্ডিত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় "শ্রীহর্ষ" নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি সুবিখ্যাত কোলব্রুক সাহেবের প্রবন্ধ অবলম্বনে ইহাতে ভোজদেব সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিখিয়াছেন। বিশেষ ভাবে ভোজদেব সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন নাই। নিম্নে তাঁহার কথাগুলি "নানাপ্রবন্ধ" হইতে উদ্ধৃত হইল।

"উজ্জয়িনীর জ্যোতির্ব্বিৎগণের গণনানুসারে ১০৪২ খৃঃ ভোজদেব প্রাদুর্ভূত হন। একখানি অনুশাসন পত্রের লিখনানুসারে নির্ণীত হয় যে, ভোজরাজের প্রপৌত্র যশোবর্ম্মদেব ১১৩৪ খৃঃ রাজত্ব করিতেছিলেন।* রাজতরঙ্গিণীর মতে ভোজরাজ কাশ্মীরাধিপতি হর্ষদেবের পিতামহ অনন্তদেবের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।† উইলসন সাহেবের মতে এই হর্ষদেব "রত্নাবলী" নাটিকার প্রণেতা। তিনি ১১১৩—২৫ খৃঃ মধ্যে কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' মালবাধিরাজ ভোজদেবের কৃত। ইহাতে রত্নাবলী ও নৈষধ উদ্ধৃত হইয়াছে।‡ ভোজপ্রবন্ধের মতে একজন কালিদাস ভোজরাজের সভাসদ্ ছিলেন। আমার বিবেচনায় তিনিই "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকের লেখক।"

১৮৮২ খৃঃ সুপণ্ডিত ও সুলেখক বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের প্রণীত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক বহুমূল্য পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। ইহার বহুগবেষণা ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ 'পরিশিষ্ট' অংশে কালিদাসের সময়নির্ণয় প্রসঙ্গে ভোজদেবের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতেও তিনি বিশেষ ভাবে ভোজদেবের সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। ডাক্তর মিত্রের প্রব-

* Colebrooke's Miscellaneous Essays, II. 462 and 298-304.

† "মালবাধিপতি ভোজঃ প্রহিতৈঃ স্বর্ণসঞ্চয়ৈঃ।
অকারয়ৎ যেন কুণ্ডযোজনং কপটেশ্বরে" ॥ (রাজতরঙ্গিনী, ৭।১৯০)
"সোঽশেষদেশভাষাজ্ঞঃ সর্ব্বভাষাসু সৎকবিঃ।
কৃৎস্নবিদ্যানিধিঃ প্রাপ খ্যাতিং দেশান্তরেষপি" ॥ (ঐ, ৭।৬১১)

‡ Dr. F. E. Hall's Preface to Vasavadatta, p. 18.

ন্ধেরই সারাংশ অক্ষয় বাবু সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কাশ্মীর, মালব, উৎকল, রাজস্থান, কান্যকুব্জাদি নানাদেশে ভোজনামধারী ভিন্ন ভিন্ন নৃপতির প্রসঙ্গ দেখা যায়। উপাখ্যান, ইতিহাস ও খোদিতলিপিতে ভোজরাজের নাম পাওয়া যায়। ৫৭৫। ৪৮৬। ৩৭০। ৪৮৩। ৮৭৬। ১১৬০। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে এই সকল ভোজনৃপতি জীবিত * ছিলেন। মালবের অধীশ্বর ধারা-বাসী ভোজরাজ নিজে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি পণ্ডিতগণের আশ্রয়ভূমি ছিলেন। তিনি সহস্রাধিক খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হন। ভোজপ্রবন্ধ, ভোজচরিত ও ভোজচম্পূ গ্রন্থে তাঁহার বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। কালিদাসাদি নয় জন পণ্ডিত তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন বলিয়া জনপ্রবাদ প্রচলিত অছে। ইঁহারা নবরত্ন নামে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে যে শঙ্কর পণ্ডিত কালিদাসকে ভোজরাজের সভায় প্রথমতঃ লইয়া যান।

"কালিদাসেন সহিতৌ ভোজরাজসভাং যযৌ।
অথ দৃষ্ট্বা স রাজানমাশিষং প্রজগাদ হ"॥ (মহাপদ্য)

'সিংহাসন দ্বাত্রিংশিকায়' ভোজদেব বিক্রমাদিত্যের পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন.† । অলবিরুণী খৃষ্টাব্দের একাদশ শতা-

* Journal of A. S. of Bengal (XXXII. 93-101, XXXI. 397) Tod's Rajasthan (1829) (I. 800, and II. 242, 475)

† বররুচির 'সিংহাসন-দ্বাত্রিংশিকা' হইতে মির চেরিআলি আফসোস নামে জনৈক হিন্দুস্থানী গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, অবন্তীরাজ বিক্রমাদিত্যের ৫৪২ বৎসর পরে ধারা নগরে ভোজরাজ প্রাদুর্ভূত হন। ওটবির মতে ১০১৮ খৃঃ ভোজরাজ রাজত্ব করিতেছিলেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে ৪৭৬ খৃঃ হইতে বিক্রম সংবৎ আরব্ধ হয়। লাসেন ও কোলব্রুকের আবিষ্কৃত শাসনলিপি

ব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভোজরাজাকে আপনার সমকালীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খোদিত লিপির প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, উদয়াদিত্যের পিতা ভোজরাজ একাদশ শতাব্দীতে মালবে রাজত্ব করেন। ভোজচরিত ও ভোজপ্রবন্ধের মতে তিনি ৫৫ বৎসর ৭ মাস ৩দিন রাজ্য শাসন করেন। 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ' ভোজদেবের রচিত। ইহাতে সংস্কৃত প্রচলিত ভাষা বলিয়া উল্লিখিত আছে *।

"কোঽভূবন্নাদ্যরাজস্য রাজ্যে প্রাকৃতভাষিণঃ।
কালে শ্রীসাহসাঙ্কস্য কে ন সংস্কৃতবাদিনঃ ॥ (সরস্বতীকণ্ঠাভরণ,২।১৬)

বল্লালমিশ্র প্রণীত 'ভোজপ্রবন্ধ' † নামক উপাখ্যান গ্রন্থের

হইতে জানা যায় যে, ভোজরাজ ১০৪০-৯০ খৃঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। যুধিষ্ঠিরাব্দের ৩০৪৪ বর্ষে বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব আরম্ভ হয়।

বরাহমিহির খৃষ্টীয় পঞ্চম কি ষষ্ঠ শতাব্দীতে সংবতাব্দের প্রথম উল্লেখ করেন। লাসেনের মতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ব্রহ্মগুপ্ত শকাব্দের প্রথম উল্লেখ করেন। অধ্যাপক কারন ও ফারগাসনের মতে সংবতাব্দ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রচলিত হয় নাই। কানিংহাম ও ডাউসনসাহেবের মতে সংবৎ শব্দ সর্ব্বত্র সংবতাব্দের পরিচায়ক। কানিংহাম ৫ সংবতের একখানি শাসনলিপির বিবরণ (Archaeological Survey of India III.31, 39) প্রকাশ করিয়াছেন। ওয়েষ্টারগার্ডের মতে দন্তিদুর্গের একখানি শাসনপত্রে ৮১১ সংবৎ ও ৬৭৫ শকাব্দের উল্লেখ আছে। অধ্যাপকএগলিঙ্গের মতে সার ওয়ালটার এলিয়টের সংগৃহীত একখানি শাসনপত্রে ১৬৯ শকাব্দের উল্লেখ আছে। বার্ণেলের মতে ইহা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর লিখিত কৃত্রিম শাসনপত্র। বুলার সাহেবের মতে ৪৪৫ খৃষ্টাব্দেরও প্রাচীন রাজা জয়ভটের একখানি শাসনপত্রে সংবতাব্দের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (Indian Antiquary for 1876, V. 112). and Weber's "History of Indian Literature" (1878), p. 201-3, 319.

* 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়,' দ্বিতীয় ভাগ (পরিশিষ্ট) ২৬২,২৬৮-৭১

† পণ্ডিত শেষগিরি শাস্ত্রীর মতে ১২০০ খৃঃ 'ভোজপ্রবন্ধ' বল্লালমিশ্র কর্ত্তৃক

মতে ভবভূতি মালব রাজ্যের অধীশ্বর ধারাধিপতি ভোজদেবের সভাসদ্ ছিলেন। তিনি বারাণসী হইতে আগমন পূর্ব্বক ভোজ-রাজের সভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ভোজরাজ সিন্ধুলের পুত্র এবং বাক্‌পতি মুঞ্জরাজের ভ্রাতষ্পুত্র। প্রমরবংশীয় রাজা এই ভোজদেব ৫৫ বৎসর ৭ মাস ৩ দিন ধারা নগরে রাজত্ব করেন। তাঁহার সভায়, পাঁচশত বিদ্বান্ ও গ্রন্থকার বিদ্যমান ছিলেন। ভোজপ্রবন্ধের তিন চতুর্থাংশ এই কবিদিগের নামমালা ও তাঁহাদের রচিত কবিতায় পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। কালি-দাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, সুবন্ধু, মাঘ, বাণভট্ট ময়ুরভট্ট, মল্লিনাথ, মহেশ্বর, জয়দেবমিশ্র, দামোদর মিশ্র, ভাস, রামিল, সৌমিল, সাহসাঙ্ক, বররুচি, ভারবি, তরল—এই সকল কবি একই সময়ে এই ভোজরাজের সভা অলঙ্কৃত করিতেন!!! তাঁহার মৃত্যুর পর ভোজরাজের পোষ্য পুত্র গজানন্দ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। নিঃসন্তান অবস্থায় গজানন্দের মৃত্যুর পর, ধারার প্রমরবংশ বিলুপ্ত হয়। তুঁয়ারবংশীয় চৈতন পাল ধারার রাজাসনে উপবিষ্ট হন। ২১৪ বৎসর পর্য্যন্ত তুঁয়ার বংশ ধারানগরে রাজত্ব করে। এই সকল উপাখ্যান অসত্য ও অমূলক।

স্বরচিত সুবিখ্যাত "রাজস্থানের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব"

রচিত হয়। মেরু তুঙ্গের রচিত আর এক খানি 'ভোজপ্রবন্ধের' বিষয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপালভাণ্ডারকর উল্লেখ করিয়াছেন। ফরাসীপণ্ডিত পেভি(M. M Pavie) সাহেবের মতে রাজবল্লভ নামে গ্রন্থকার ১৩৪০ খৃঃ 'ভোজচরিত' রচনা করেন। রাজপুতানার সুবিখ্যাত ভট্ট কবিচাঁদ বর্দ্দাইর রচিত "পৃথিরাজরায়সা" নামক ঐতিহাসিক হিন্দীকাব্যে শ্রীহর্ষের পর কালিদাসের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। চাঁদের নির্দ্দেশ মতে কালিদাস "ভোজপ্রবন্ধ" ও 'সেতুবন্ধ" কাব্য রচনা করেন।

নামক অমূল্য পুস্তকে কর্ণেল টড্ তিনজন ভোজরাজের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম ভোজ প্রমরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৬৩১ সংবতাব্দে (৫৭৫ খৃঃ) মালবে রাজত্ব করিতেছিলেন। এক খানি জৈনগ্রন্থ পাঠে টড্ সাহেব এই ভোজের সময় নির্দ্দেশ করেন। আইনি আকবরীর নির্দ্দেশ মতে মুঞ্জরাজের পরবর্ত্তী ভোজরাজের সময় ৪৮৩ খৃঃ বলিয়া প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ প্রিন্সেপ অবধারণ করেন এবং এই ভোজ কর্ণেল টডের উল্লিখিত প্রথম ভোজ বলিয়া অনুমান করেন।

কর্ণেল টডের উল্লিখিত দ্বিতীয় ভোজ গোহাদিত্যের পুত্র। এই ভোজ ও তাঁহার অধস্তন সপ্তম পুরুষ কালভোজ ঐৎপুরের শাসনলিপিতে উল্লিখিত হইয়াছেন। এই শাসনলিপি গোহাদিত্যের অধস্তন পঞ্চদশতম পুরুষ শক্তিকুমারের সময়ে ১০৩৪ সংবতাব্দের ১৬ই বৈশাখ (৯৭৮ খৃঃ) খোদিত হয়। গড়ে প্রতি পুরুষে ২২ বৎসর ধরিয়া, কর্ণেল টড্ শাসনলিপির উল্লিখিত প্রথম ভোজের সময় ৭২১ সংবতাব্দ (৬৬৫খৃঃ) অবধারণ করেন।

ডাক্তার মিত্র এই দ্বিতীয় ভোজকে "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" নামক অলঙ্কার গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া অনুমান করেন। বাণভট্ট ময়ূরভট্ট ও মনাতুঙ্গসূরিকে তাঁহার সমসাময়িক কবি ও সভাসদ বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করেন। এই ভোজ বৃদ্ধ ভোজ নামে পরিচিত। ইঁনি জৈনাচার্য্য মনাতুঙ্গ সূরির শিষ্য বলিয়া জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। এই বৃদ্ধ ভোজের সভায় অবস্থান কালে বাণভট্ট (ময়ূরভট্ট ?) 'সূর্য্যশতক' রচনা করিয়া, কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন *। অধ্যাপক উইলসন আবুপর্ব্বতে যে প্রস্তরলিপি

* Dr. Mitra's Indo-Aryans, (II. 390)

আবিষ্কার করেন, তাহা ১২৮৬ খৃঃ মেওয়ারের সূর্য্যবংশীয় রাজা সমরসিংহের সময়ে খোদিত হয়। ইহাতে কর্ণেল টডের উল্লিখিত গোহাদিত্য, ভোজ, কালভোজ ও শক্তিকুমারের নাম দৃষ্টে, ভোজ ও কলাভোজকে সমরসিংহের বহু পূর্ব্বতন মেওয়ারের রাজা বলিয়া স্পষ্ট অনুভূত হয়। ডাক্তর মিত্র * উভয় তালিকায় নাম বৈসাদৃশ্য দৃষ্টে, কর্ণেল টড্ ও অধ্যাপক উইলসনের উল্লিখিত ভোজকে পৃথক ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

কর্ণেল টডের উল্লিখিত তৃতীয় ভোজই ধারার অধীশ্বর সুবিখ্যাত ভোজরাজ। তিনি ১০২৬—৮৩ খৃঃ পর্য্যন্ত ধারার সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন বলিয়া ডাক্তার মিত্র অনুমান করেন। বেণ্টলির মতে ১০৮২ খৃঃ এবং লাসেনের মতে ১১৯০ খৃঃ এই ভোজরাজের মৃত্যু হয়। অধ্যাপক লাসেন ও ডাক্তর মিত্র উভ-

* ডাক্তর মিত্র ময়ূরভট্টের পরিবর্ত্তে বাণভট্টকে "সূর্য্যশতকের" প্রণেতা বলিয়া মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া ডাক্তর মিত্র যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা একান্ত ভ্রান্ত ও অমূলক। অমরকোষের টীকাকার কাশ্মীরীপণ্ডিত ক্ষীরস্বামী ভোজকৃত এক অভিধান ও ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন। ডাক্তর মিত্র ও হলের মতে ইনি রাজা নহেন। এই মত অমূলক। বাণভট্ট খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর গ্রন্থকার বটেন। কিন্তু তিনি কান্যকুব্জ নগরে বর্দ্ধনবংশীয় মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্যের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন। এই হর্ষবর্দ্ধন ৬০৭—৪৮খৃঃ পর্য্যন্ত কনোজে রাজত্ব করেন। তিনি রাজ্যারম্ভের কাল হইতে হর্ষাব্দের প্রচলন করেন। বাণভট্ট স্বরচিত "হর্ষচরিতে" আপনার আশ্রয়দাতা প্রভুর কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা করেন। 'হর্ষচরিত' ভিন্ন তিনি 'কাদম্বরী,' ও 'চণ্ডিকাশতক' রচনা করেন। সুপণ্ডিত হল্ সাহেবের মতে 'রত্নাবলী' নাটিকা ও বাণভট্টের রচিত। আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বাণভট্টের জীবনী বিস্তীর্ণভাবে লিখিয়া প্রকাশ করিব

য়েই জনপ্রবাদ ও 'ভোজপ্রবন্ধের' নির্দ্দেশ মত ভারতবিখ্যাত ভোজরাজের রাজত্বকাল পঞ্চাশৎবর্ষেরও অধিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ডাক্তর মিত্র 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ'কে এই ভোজরাজের প্রণীত গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন নাই। তাঁহার মতে "বাক্যপদীয়," "রাজমৃগাঙ্ক" ও "রাজমার্ত্তণ্ড" নামে যোগসূত্রের ভাষ্য এই ভোজরাজের প্রণীত। রাজমার্ত্তণ্ডে তিনি রণরঙ্গমল্ল নামে অভিহিত হইয়াছেন।

বাবু রামদাস সেন স্বপ্রণীত ঐতিহাসিক রহস্যের 'কালিদাস' প্রবন্ধে ভোজরাজকে চম্পূরামায়ণ, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, অমর কোষের টীকা, পাতঞ্জল যোগসূত্রের ভাষ্য, রাজবার্ত্তিক ও চারুচর্য্যা নামে গ্রন্থের রচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের কুত্রাপি জনপ্রবাদের উল্লিখিত সুপ্রসিদ্ধ "নবরত্ন" * বা 'ভোজপ্রবন্ধের' বর্ণিত পঞ্চশত কবিবৃন্দের কাহারও উল্লেখ দেখা যায় না। ভোজরাজ সম্বন্ধে রামদাস বাবু কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বরং বিভিন্ন স্থলে তাঁহার মত পরস্পর বিরোধী হইয়াছে। কর্ণেল টডের উল্লিখিত তিন ভোজরাজের উল্লেখ করিয়া, রামদাস বাবু শেষ ভোজকে মুঞ্জের ভ্রাতষ্পুত্র বলিয়া কালিদাস শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন। পঞ্চা-

* "ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোঽমরসিংহঃ শঙ্কু
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য" ॥ (জ্যোতির্বিদাভরণ)

রামদাস বাবুর মতে বোধ হইতেছে শকারি ও সংবৎকর্ত্তা বিক্রমাদিত্য এবং হর্ষবিক্রমাদিত্য অভিন্ন।

স্তরে 'বররুচি' প্রবন্ধে মুঞ্জের ভ্রাতষ্পুত্র ভোজদেবকে তিনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর নরপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'বাসবদত্তার' প্রণেতা সুকবি সুবন্ধুর মাতুল বররুচি ভোজরাজের পুরোহিতের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভোজরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার রচিত অর্দ্ধলিখিত 'ভোজচম্পূ' নামক পুস্তক বররুচি সমাপ্ত করেন। কাশ্মীররাজ মাতৃগুপ্ত ও দ্বিতীয় প্রবরসেনের সমসাময়িক হর্ষ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর কালিদাস, বররুচি, সুবন্ধু, বাণভট্ট ও ময়ূরভট্ট এই ভোজরাজের সভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ভোজরাজের সভায় অবস্থিতি কালে, সুবন্ধু "বাসবদত্তা" রচনা করেন। এই হর্ষ বিক্রমাদিত্যের সময় তিনি রাজতরঙ্গিনীর মতানুসারে শত বৎসর (৪৪১-৫৪১ খৃঃ) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মাতৃগুপ্ত (কালিদাস), বেতালমেন্থ (ভট্ট) ও ভর্ত্তৃমেন্থ (ভর্ত্তৃহরি) এই হর্ষ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন। রামদাস বাবুর প্রবন্ধের সারাংশ উপরে উদ্ধৃত হইল।

১৮৬৩ খৃঃ ডাক্তর মিত্র ধারার প্রমরবংশীয় ভোজরাজ সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ প্রচারিত করেন। ১৮৮১ খৃঃ তিনি উক্ত প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে অন্যান্য প্রবন্ধের সহিত পুনর্মুদ্রিত করেন। ভোজরাজ সম্বন্ধে সেই প্রবন্ধ সম্পূর্ণ, অভ্রান্ত বা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নহে। সুপণ্ডিত অক্ষয় বাবু ডাক্তর মিত্রের প্রবন্ধেরই সারাংশ সংগৃহীত করেন। ডাক্তার মিত্র ভোজরাজের সময় নির্দ্দেশের সঙ্গে, প্রমরবংশের উর্দ্ধতন ও অধস্তন নরপতিদিগের সময় নিরূপণের কোনও চেষ্টা করেন নাই *।

* Journal of Asiatic Society of Bengal (XXXII. 91) and 'Indo-Aryans-(II. 385). ঋগবেদে (৩৷২০৷৪) 'ভোজ' শব্দের উল্লেখ আছে।

ভোজরাজের নাম সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। চৈনিক পর্য্যটক হিয়াংসাঙ্ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মালবদেশকে বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা, খ্যাতি ও প্রতি-পত্তিতে সর্ব্বাংশে বৌদ্ধধর্ম্মের স্মৃতিগৃহ মগধের নিম্নস্থানীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনেক প্রাচীন ও আধুনিক কবি, বিদ্যোৎসাহী ভোজরাজের সভাসদ্ ছিলেন বলিয়া, নানা জনপ্রবাদ ও উপাখ্যান প্রচলিত আছে। অতএব ভোজরাজ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া, তাঁহার আবির্ভাব কাল যথোচিত যত্ন সহকারে নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব।[১]

প্রমরবংশীয় ভোজরাজের সময় অবধারণের জন্য যে কয়-খানি শাসনলিপি অদ্য পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভোজরাজের সময় নির্ণয় প্রসঙ্গে প্রথমে তাহার উল্লেখ আবশ্যক।

১০৩০ সংবতাব্দের লিখিত ধারাধিপতি বাক্‌পতি রাজের নামাঙ্কিত এক শাসনলিপি ১৮৬১ খৃঃ ইন্দোরে পাওয়া যায়। ১০৩৬ সংবতাব্দে উৎকীর্ণ তাঁহার প্রদত্ত অপর একখানি তাম্রশাসন

১। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয় ও পাণ্ডুরাজের শ্বশুর কুন্তীভোজ নামে পরিচিত হইয়াছেন। অপর এক ভোজ দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণার্থী হইয়া, অশ্বত্থামার সহিত স্বয়ম্বর সভায় গমন করেন। কর্ম্মনাশার তীরবর্ত্তী মৃত্তিকাবতী (বর্ত্তমান ভোজ-পুর) নগরে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। রঘুবংশে কালিদাস সূর্য্যবংশীয় অযোধ্যাধিপতি এক ভোজরাজের উল্লেখ করিয়াছেন। উড়িষ্যার ইতিহাসে এক ভোজরাজের উল্লেখ আছে। তিনি ১৮০-৫৩ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কালিদাসাদি ৭৫০ জন কবি তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। সিন্ধুদেশ হইতে যবনেরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া পরাস্ত হয়। ইহার পরে তাঁহার পুত্র বা ভ্রাতা বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করেন। ভানুমতী নামে বাঙ্গালা উপাখ্যান গ্রন্থে ভোজ ইন্দ্রজাল বিদ্যার প্রবর্ত্তক এবং বিক্রমাদিত্যের শ্বশুর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

১৮৫০খৃঃ উজ্জয়িনী নগরে আবিষ্কৃত হয় *। এই শেষোক্ত দান পত্রের দ্বারা বাক্‌পতিরাজ ভগবৎপুরে অবস্থান কালে সেম্বলপুর গ্রাম উজ্জয়িনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভট্টেশ্বরীর নামে উৎসর্গ করেন। দেবীর পূজার্চ্চনার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ১০৩৬ সংবতাব্দের কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই দানক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ১০৩৬ সংবতাব্দের কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় (৯৮০ খৃঃষ্টাব্দের ২৬ অক্টোবর) চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তা (মহাসাধনিক) মহাইকের পত্নী আসিনীর প্রার্থনা অনুসারে পূর্ব্বোক্ত গ্রাম দেবোত্তর প্রদত্ত হয়। ১০৩৬ সংবতের চৈত্র মাসের কৃষ্ণা নবমীতে গুণপুর (ধারা?) নগরী হইতে এই দানপত্র লিখিত হয়।

দানপত্র হইতে জানা যাইতেছে যে, 'গুণপুর' নগরে বাক্‌পতি রাজের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং রুদ্রাদিত্য তাঁহার অমাত্য' পদে নিযুক্ত ছিলেন। বাক্‌পতিরাজ দেব 'অমোঘবর্ষদেব' 'পৃথ্বীবল্লভ' ও 'বল্লভনরেন্দ্রদেব' নামে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম সীয়কদেব ও পিতামহের নাম বৈরিসিংহদেব। বৈরিসিংহদেবের পিতা কৃষ্ণরাজদেব মালবে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্বোক্ত ইন্দোরের শাসনপত্র হইতেও কৃষ্ণরাজ হইতে বাক্‌পতিরাজ পর্য্যন্ত চারি পুরুষের নামমালা জানা যাইতেছে। ইন্দোরের শাসনপত্র ১০৩০ সংবতাব্দে (৯৭৪ খৃঃ) লিখিত হয়।

* (1) Journal of Asiatic Society of Bengal (XXX. 205) and Indian Antiquary (VI. 51).

(2) J. A. S. of Bengal (XIX. 475) and Indian. Antiquary (XIV. 159).

মালবের বাকপতিরাজ দক্ষিণাপথের চালুক্যবংশীয় রাজা তৈলপের সমসাময়িক। গুজরাটের অন্তর্গত অনহিলবারাপত্তনে এই সময়ে মূলরাজ কর্ত্তৃক চালুক্যবংশের এক শাখার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। হৈহয়বংশীয় চেদীশ্বর যুবরাজদেব এই সময়ে ত্রিপুরী নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। ত্রিপুরী এক্ষণে টেবুর নামে পরিচিত ও জব্বলপুরের নিকটে অবস্থিত।

অধ্যাপক ল্যাসেন কর্ত্তৃক সেতারা নগরে আবিষ্কৃত এক শাসনপত্রের বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই শাসনপত্র ১১৬১ সংবতাব্দে (১১০৫ খৃঃ) লক্ষ্মদেবের সময়ে লিখিত হয়। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত বৈরিসিংহদেব হইতে লক্ষ্মদেব পর্য্যন্ত প্রমরবংশীয় নরপতিগণের ধারাবাহিক নামমালা প্রদত্ত হইয়াছে। বৈরিসিংহদেবের পুত্র সীয়কদেব। সীয়কদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুঞ্জরাজ পৈতৃক সিংহাসনে আরূঢ় হন। মুঞ্জরাজের মৃত্যু বিষয়ে কোন কথা এই শাসনপত্রে উল্লিখিত হয় নাই। মুঞ্জের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সিংহরাজের শৌর্য্যবীর্য্য বর্ণনার পরে, শাসনপত্রে সিংহরাজের পুত্র ভোজদেবের রাজ্যপ্রাপ্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ভোজরাজের মৃত্যুর পর কিছু কাল রাজ্য মধ্যে অরাজকতা উপস্থিত হয়। অনন্তর ভোজরাজের নিকট আত্মীয় (বন্ধু) শত্রুদিগকে দূরীভূত করিয়া, উদয়াদিত্য নামে ধারার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। রাজা উদয়াদিত্যের সময়ে রাজ্যের সর্ব্বত্র পুনরায় শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। উদয়াদিত্যের পুত্র লক্ষ্মদেবের শাসন-প্রভাব পূর্ব্বে গৌড় হইতে পশ্চিমে অক্সাস নদীর তীরবর্ত্তী বালুক পর্য্যন্ত, উত্তরে মৈনাক (হিমালয়) পর্ব্বত হইতে দক্ষিণে সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত

হয়। তিনি গৌড়, অঙ্গ, কলিঙ্গ, ত্রিপুরী, চোল, ও পাণ্ড্য রাজ্য আপনার পদানত করেন। উদয়াদিত্য ভোজদেবের পুত্র নহেন। লক্ষ্মদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম নরবর্ম্মদেব।

এই তাম্র শাসনপত্র হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, সিংহ-রাজ ও লক্ষ্মদেব উভয়েই মালবে রাজত্ব করেন। ভোজরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় উদয়াদিত্য কর্ত্তৃক প্রমর-বংশের এক শাখা মালবে প্রতিষ্ঠিত হয়। লক্ষ্মদেবের দ্বারা ভারতের নানা রাজ্য বিজয়ের কাহিনী, কবির কল্পনা প্রসূত অমূলক জল্পনা মাত্র। ইহাতে অণুমাত্রও ঐতিহাসিক সত্য বিদ্যমান নাই। ডাক্তর মিত্র লক্ষ্মদেবের রাজধানী নাগপুর অনুমান পূর্ব্বক, তাঁহার ত্রিপুরী ও চোল এবং পাণ্ড্য রাজ্য বিজয় ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাপক লাসেনের মতে মালবরাজ নরবর্ম্মের সামন্তরাজরূপে তাঁহার অধীনে লক্ষ্মদেব বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণাংশে রাজত্ব করিতেন। ডাক্তর মিত্র লাসেনের এই অমূলক ও অযৌক্তিক মতে আস্থাবান হইয়া, গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরবর্ম্মের অনুরোধে রাজা লক্ষ্মদেব দুইটী গ্রামের পরিবর্ত্তে একটী মাত্র গ্রাম এই শাসনপত্র দ্বারা প্রদান করেন। এই কারণে নরবর্ম্মদেবের অধীনস্থ সামন্তরাজরূপে লক্ষ্মদেবকে অনুমান করাতে, উভয়েরই ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে। *

সুপণ্ডিত কোলব্রুক সাহেব প্রমররাজ যশোবর্ম্মদেব ও জয়-

* এই নরবর্ম্মদেবের নামাঙ্কিত যে দুইখানি শাসনলিপি হরৌতীর অন্তর্গত মধুকর গড়ে এবং ওয়েনগঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ নাগপুরের সন্নিহিত এক দেবমন্দিরে আবিষ্কৃত হয়, তাহার বিবরণ কর্ণেলটড্ ও বোম্বের পণ্ডিত বালগঙ্গাধর শাস্ত্রী প্রকাশ করেন। মধুকর গড়ের শাসনলিপিতে কর্ণেল টড্ সীয়কের পরিবর্ত্তে

বর্ম্মদেবের নামাঙ্কিত দুইখানি শাসনলিপির মর্ম্মোদ্ধার করিয়া প্রকাশিত করেন। এই উভয় শাসন পত্র উজ্জয়িনীতে আবিষ্কৃত হয়। তাহার এক খানি দ্বারা ১২০০ সংবতাব্দের শ্রাবণী পূর্ণিমায় নরবর্ম্মদেবের পৌত্র জয়বর্ম্মদেব দুইখানি গ্রাম একজন ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। ১১৯১ সংবতাব্দের কার্ত্তিকী শুক্লা অষ্টমীতে জয়বর্ম্মের পিতা রাজা যশোবর্ম্মন অপর শাসনপত্র দ্বারা পৈতৃক সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে দুই খানি গ্রাম ব্রহ্মোত্র প্রদান করেন, ১২০০ সংবতাব্দে রাজা জয়বর্ম্মন তাহা দৃঢ়ীভূত করেন।* ইহা হইতে কোলব্রুক সাহেব অনুমান করেন যে ১১৯০ সংবতাব্দের কার্ত্তিকী শুক্লা অষ্টমীতে রাজা যশোবর্ম্মদেবের পিতা নরব্রহ্মদেবের মৃত্যু হয়। উইলসন ও লাসেন সাহেব কোলব্রুকের এই মতে আস্থাবান হইয়াছেন। সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধ প্রতি দ্বাদশ মাসের পরই প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব ইহা হইতে

'সিন্ধু' ও সিংহরাজের পরিবর্ত্তে 'সিন্ধুল' পাঠ উদ্ধার করিয়া ভ্রমে পতিত হন। ইহাতে সীয়ক, সিংহরাজ, ভোজ, উদয়াদিত্য ও নরবর্ম্ম এই পাঁচজন রাজার নাম প্রদত্ত হইয়াছে। নাগপুরের তাম্রশাসনের লিপিও শুদ্ধরূপে পঠিত হয় নাই। প্রমরবংশের প্রতিষ্ঠাতা বৈরিসিংহের পুত্র সীয়ক (ভীমক) নামে, সীয়কের পুত্র বাক্‌পতিরাজ (রাজ) ও সিংহরাজ (ভদ্ররাজ) নামে উক্ত শাস্ত্রী মহাশয় শাসনলিপির পাঠ উদ্ধার করেন। উভয় স্থলেই ভোজ, উদয়াদিত্য ও নরবর্ম্মের নাম শুদ্ধরূপে পঠিত হয়। এই ভ্রমপূর্ণ পাঠ ডাক্তর মিত্রের ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ পুরাতত্ত্ববিৎকে নানাবিধ কল্পনা জল্পনার অবতারণে বাধ্য করিয়াছে।

(Vide Transactions of Royal A. Society, I. 226.), Journal of Bombay branch of R. A. S. VI. 259 and Dr. Mitra's Indo-Aryans II. 396-404.

* Colebrooke's Miscellaneous Essays, II. 297-99.

পূর্ব্বোক্ত অনুমানের অমূলকতা প্রতিপাদিত হইতেছে। ডাক্তার মিত্র ও ওয়েবার সাহেব এই যুক্তিতে কোলব্রুকের মতের অসারতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

১৮৩৬ খৃঃ মধ্যভারতের অন্তর্গত সুজলপুর পরগনার মধ্যবর্ত্তী পিপ্লিয়া নগর হইতে পলিটিকেল এজেণ্ট উইলকিনসন সাহেব একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হইয়া, তাহার বিবরণ প্রকাশ করেন। এই শাসনপত্র রাজা উদয়াদিত্যের বংশধর জয়বর্ম্মদেবের প্রপৌত্র অর্জ্জুনবর্ম্মদেবের আদেশে ১২৬৭ সংবতাব্দে উৎকীর্ণ হয়। * ইহাতে উদয়াদিত্য হইতে অর্জ্জুনবর্ম্মদেব পর্য্যন্ত প্রমররাজবংশের নামমালা ধারাবাহিক ক্রমে লিখিত দৃষ্ট হয়। ১৮৩৮খৃঃ আগষ্ট মাসে উক্ত উইলকিনসন সাহেব আর একখানি শাসনপত্রের মূল ও অনুবাদ কলিকাতায় প্রেরণ করেন †। ডাক্তর মিত্রের প্রবন্ধে এই শাসনপত্রের কোনও উল্লেখ নাই। এই শাসন-পত্র রাজা জয়বর্ম্মদেবের ভ্রাতষ্পুত্র হরিশ্চন্দ্র দেবের আদেশে ১২৩৬ সংবতাব্দে রামচন্দ্র দ্বারা উৎকীর্ণ হয়। ১২৩৫ সংবতাব্দের পৌষ মাসের অমাবশ্যা তিথিতে সূর্য্যগ্রহণ হয়। তদুপলক্ষে নীলগিরি মণ্ডলের অন্তর্গত পলাসবাড়া গ্রামের দ্বি-তৃতীয়াংশ ভূমি কাত্যায়নগোত্রজ দশরথ শর্ম্মাকে রাজকুমার হরিশ্চন্দ্রদেব প্রদান করেন। ১২৩৬ সংবতাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমায়, উক্ত গ্রামের অবশিষ্টাংশ পরাশরগোত্রজ আল্হশর্ম্মাকে প্রদত্ত হয়। এই শাসনপত্রে উদয়াদিত্য, নরবর্ম্মদেব,

* Journal of A. S. of Bengal for 1836 (V. 337)

† Journal of A. S. of Bengal, (VII. 736.)

যশোব্রহ্মদেব ও জয়বর্ম্মদেবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। শাসন-পত্রের দাতা হরিশ্চন্দ্রদেব, আপনার জ্যেষ্ঠতাত জয়বর্ম্মদেবের অধীনে নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী নীলগিরি প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম লক্ষ্মীবর্ম্মদেব। লক্ষ্মীবর্ম্ম ও তাঁহার পুত্র প্রমরবংশীয় হরিশ্চন্দ্রদেব 'মহাকুমার' নামে শাসনপত্রের শেষভাগে উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে, যে পিতাপুত্রের মধ্যে কাহারও ভাগ্যে গুণপুর নগরের রাজসিংহাসনে আরোহন ঘটে নাই। বাক্‌পতি রাজের শাসন-পত্রেও এই গুণপুরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই গুণপুরই সুপ্রসিদ্ধ ধারা নগরী কিনা, তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার কোনও উপায় নাই। আমাদের মতে ধারাই গুণপুর নামে বর্ণিত হইয়াছে।

এই সকল শাসনপত্র হইতে মালবের অধীশ্বর প্রমরবংশীয় নরপতিদিগের বংশাবলী নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যাইতেছে। পাঁচ পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করিয়া, আমরা প্রমরবংশীয় চতুর্দ্দশ জন নৃপতির রাজত্বকাল অনুমান বলে নির্দ্ধারিত করিতে পারি। আমাদের মতে এই বংশ ৯১০-১২২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মালবে রাজত্ব করেন। বাক্‌পতি দেব ইহাদের মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ। "দশরূপের" গ্রন্থকার ধনঞ্জয় ও তাঁহার ভ্রাতা ধনিক তাঁহার সভায় বিদ্যমান ছিলেন। সেতারার শাসনপত্রের বিবরণ হইতে বাক্‌পতিরাজের ভ্রাতা সিংহরাজ ও উদয়াদিত্যের পুত্র লক্ষ্মদেব যে মালবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ইহা স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে। মুঞ্জরাজের অব্যবহিত পরেই ভোজদেব মালবের আধিপত্য লাভ করেন, এই জনপ্রবাদ ও উপাখ্যান একান্ত অমূলক বলিয়া সেতারার শাসনপত্র হইতে জানা যাইতেছে।

(মালবের প্রমরবংশীয় নৃপতিগণ।)

(খৃঃ ৯১০-৩০) কৃষ্ণরাজদেব
|
(৯৩০-৫০) বৈরিসিংহদেব
|
(৯৫০-৭০) সীয়ক দেব
|
বাক্‌পতিরাজদেব (অমোঘবর্ষ-মুঞ্জদেব) (৯৭০-৯৫খৃঃ) — সিংহরাজদেব (৯৯৫-১০১৫)
|
(খৃঃ ১০১৫-৪৯) ভোজরাজদেব
|
(১০৫০-৭৫) উদয়াদিত্য
|
(খৃঃ১০৭৫-১১০৫) লক্ষ্মদেব — (খৃঃ১১০৫-২৫) নরবর্ম্মদেব
|
(১১২৫-৪০) যশোবর্ম্মদেব
|
(১১৪০-৬০) জয়বর্ম্মদেব — লক্ষ্মীবর্ম্মদেব
|
(১১৬০-৮০) বিন্ধ্যবর্ম্মদেব — হরিশ্চন্দ্রদেব
|
(১১৮০-১২০০) সুভটবর্ম্মদেব
|
(১২০০-২০) অর্জ্জুনবর্ম্মদেব

কৃষ্ণরাজদেব এই প্রমরবংশের আধিপত্য মালবে প্রতিষ্ঠিত করেন। কৃষ্ণরাজ ও তাঁহার অধস্তন দুই পুরুষের কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। তিলসার দুর্গে ডাক্তার হল একখানি খণ্ডিত প্রস্তরলিপি আবিষ্কার করেন। এই প্রশস্তিদৃষ্টে বোধ হয় যে কৃষ্ণরাজের পূর্ব্বে হৈহয় (কুলচূরি) বংশীয় নৃপতিগণের আধিপত্য সমগ্র মালবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। হৈহয়বংশীয় চেদিরাজকে রণে পরাজিত করিয়া, কৃষ্ণরাজ মালবে আপনার রাজ্য সংস্থা-

পিত করেন। পশ্চিমে বেত্রবতী নদী পর্য্যন্ত তাঁহার পদানত হয়। সিংহ নামক শবরকেও তিনি রণে নিহত করেন। কৌণ্ডিন্য বাচস্পতি তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। বেত্রবতী নদীর তীরে তাঁহার বাসস্থল ছিল। কৃষ্ণরাজ চেদীশ্বরের* সেনাপতি শবরজাতীয় সিংহকে রণে নিহত করিয়া, রালামণ্ডল ও রোদপ প্রদেশে আপনার আধিপত্য স্থাপিত করেন। কৃষ্ণরাজ সূর্য্যোপাসক ছিলেন। তিনি স্বীয় রাজধানী বেত্রবতী নদীর তীরবর্ত্তী ভিলসা নগরীতে "ভাইল্ল" নামে সূর্য্যের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ভাইল্লেস হইতে ভিলসা নগরীর নামকরণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। উক্ত প্রশস্তি গজাঙ্কুশের নামে ব্রাহ্মণ দ্বারা রচিত ও কাকুক নামক কায়স্থ দ্বারা লিখিত হয়।* কালিদাস স্বরচিত 'মেঘদূত'কাব্যে ভিলসাকে দশার্ণের রাজধানী বিদিশা নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

গোয়ালিয়রের অন্তঃপাতী উদয়পুরে ডাক্তর হল সাহেব এক খানি খণ্ডিত প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হন। ইহাতে ভোজরাজের পিতা সিন্ধু নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি বাক্‌পতিরাজ (মুঞ্জ)দেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। এই শাসনলিপিতে ডাক্তর হল বাক্‌পতিরাজের পুত্র বৈরিসিংহ ও তাঁহার পুত্র হর্ষের নাম প্রাপ্ত হন। ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, বাক্‌পতিরাজের জীবিত কালেই তাঁহাদের উভয়ের মৃত্যু সংঘটিত হওয়াতে বাক্‌পতিরাজের পর তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র ভোজদেব ধারার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র মালব শাসন করিতে থাকেন। বাক্-

* Journal of A. S. of Bengal for 1862, (XXXI. 11, 112 and 114.)

পতিরাজ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। উক্ত শাসনপত্র হইতে ডাক্তর হল অবগত হন যে, বাক্‌পতিরাজ ও চেদীশ্বর যুবরাজ সমসাময়িক। ধারার বাক্‌পতিরাজ (মুঞ্জ) চেদির অধিপতি এই যুবরাজকে রণে পরাজিত করিয়া, কিছু-কালের জন্য চেদির রাজধানী ত্রিপুরী নগরী স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন। বাক্‌পতিরাজের সমসাময়িক যুবরাজকে চেদিরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মনে করিয়া, ডাক্তর হল পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণরাজকে প্রমর-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই*। [প্রমর-বংশের মালবে প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বে চেদিরাজ্য বিদ্যমান ছিল। হৈহয়বংশের প্রতিষ্ঠাতা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নর্ম্মদানদীর তীরবর্ত্তী মাহিষ্মতী নগরীতে রাজত্ব করিতেন। রামায়ণ ও মহাভারতে এই মাহিষ্মতীর উল্লেখ আছে। খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন চতুর্থ শতাব্দীতে কাত্যায়ন স্বপ্রণীত 'পাণিনীয় বার্ত্তিকে' ও খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে পতঞ্জলি "মহাভাষ্যে", এই মাহিষ্মতীর উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে ত্রিপুরী নগরে চেদিরাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হয়। ত্রিপুরী এক্ষণে টেবুর নামে পরিচিত ও জব্বলপুরের নিকটে অবস্থিত। চালুক্যবংশীয় রাজা মঙ্গলীশ ৫৯১-৬১০ খৃঃ দক্ষিণাপথে রাজত্ব করেন। তিনি মহারাজ দ্বিতীয়-পুলকেশীর পিতৃব্য। এই পুলকেশী কনোজের মহারাজ হর্ষ-বর্দ্ধনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। মঙ্গলীশ চেদির কুলচুরি

* Journal of A. S. of Bengal for 1862, (XXXI. 114.)
পূর্ব্বোক্ত শাসনপত্রের সানুবাদ মূল অবসরমতে প্রকাশ করিতে, ডাক্তর হল উদ্যোগী ছিলেন। পরে তাহা প্রকাশিত হয় কিনা, বলিতে পারি না।

(হৈহয়) রাজাকে সমরে পরাজিত করেন। মহারাজ পুলকেশী লাট, মালব ও গুর্জ্জরের নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া, তাঁহাদিগকে কর দানে বাধ্য করেন। মহারাজ পুলকেশীর পৌত্র বিনয়াদিত্য ৬৯২-৯৫ খৃঃ মধ্যে চেদির হৈহয়বংশীয় নরপতির সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন *। আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে চেদীশ্বরদিগের বিবরণ প্রকাশ করিব। অতএব এস্থলে তাঁহাদের সম্বন্ধে আর কিছু লিখা আবশ্যক বোধ হইতেছে না।

৮৯৫ শকাব্দে (৯৭৩খৃঃ) চালুক্যবংশের আধিপত্য দক্ষিণাপথে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রকূটবংশীয় শেষ রাজা দ্বিতীয় কীর্ত্তিবর্ম্মাকে সমরে পরাজিত করিয়া, বহুবীর্য্যশালী তৈলপ দক্ষিণাপথে চালুক্যবংশের আধিপত্য পুনর্ব্বার স্থাপন করেন। তৈলপ চেদীরাজকে আক্রমণ করিয়া সমরে পরাজিত করেন। এই সময়ে বাক্‌পতি (মুঞ্জ) রাজ মালবে রাজত্ব করিতেছিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী রুদ্রাদিত্য এই সময়ে বাক্‌পতিরাজের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। চেদি আক্রমণে কৃতকার্য্য হইয়া, তৈলপ মালব দেশ আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের প্রতিশোধ দেওয়ার মানসে, বহুতর সৈন্যের সহিত মুঞ্জরাজ গোদাবরী অতিক্রম পূর্ব্বক তৈলপের রাজ্য আক্রমণ করেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী রুদ্রাদিত্য রাজাকে এই অভিযানে গমন করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেন। বৃদ্ধ মন্ত্রীর উপদেশ মুঞ্জরাজের কর্ণে স্থান প্রাপ্ত হইল না। গোদাবরী অতিক্রমের পর মুঞ্জরাজ তৈলপরাজ দ্বারা আক্রান্ত ও পরাজিত হন। চালুক্যরাজ তৈলপ মালবরাজ মুঞ্জকে রণে পরাজিত ও

---

* Dr. R. G. Bhandarkar's "Early History of Dekkan (1884), pages 37, 39 and 43.

বন্দীকৃত করেন। তৈলপ প্রথমতঃ কারারুদ্ধ মুঞ্জরাজের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে থাকেন। মুঞ্জরাজ কারাগার হইতে পলায়নের উদ্যোগ করিয়া অকৃতকার্য্য হন। তদবধি চালুক্যরাজ তাঁহাকে নানারূপে ক্লেশ ও যাতনা দিতে থাকেন। অবশেষে চালুক্যরাজ তৈলপের আদেশে সুবিখ্যাত মালবপতি মুঞ্জরাজের শিরশ্ছেদ হয়। মেরুতুঙ্গ সূরির "ভোজ প্রবন্ধের" ও রাজবল্লভের "ভোজচরিত্রের" পূর্ব্বোক্ত বিবরণের সত্যতা তৈলপের নামাঙ্কিত একখানি শাসনপত্রের দ্বারা দৃঢ়ীভুত হইতেছে *। লক্ষ্মদেবের নামাঙ্কিত সেতারার শাসনপত্র বাক্‌পতিরাজ † মুঞ্জদেবের মৃত্যু বিষয়ে কোন কথা উল্লেখ না করাতে, মুঞ্জরাজের অপমৃত্যু তাহা হইতেও প্রতীতি হইতেছে।

---

* Journal of Royal Asiatic Society (IV. 12) and Dr. R.G. Bhandarkar's Early "History of Dekkan" p.59

"বোম্বে গেজেটিয়ার" নামক প্রকাণ্ড পুস্তকের 'Dekkan' শীর্ষক প্রবন্ধরূপে এই অতি উৎকৃষ্ট ও বহু গবেষণাপূর্ণ পুস্তিকা প্রথমতঃ লিখিত হয়। পরে ১৮৮৪ খৃঃ পণ্ডিতকুলচূড়ামণি ডাক্তর ভণ্ডারকর এই প্রবন্ধ স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়া, ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাঠক মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

† ৮৩১ খৃঃ চন্দ্রাত্রেয় চণ্ডেলবংশীয় নানিকদেব পরিহারবংশীয় শেষ রাজার উচ্ছেদ সাধন করিয়া, মহোবা নগরে যে পরাক্রান্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন ৮৩১-১১৮২ খৃঃ পর্য্যন্ত বুন্দেলখণ্ডে সেই রাজ্য অপ্রতিহত ছিল। এই নানিকদেবের পুত্র বাক্‌পতি রাজ ৮৫০—৭০ খৃঃ পর্য্যন্ত মহোবার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কান্যকুব্জের রাজা প্রথম ভোজদেবের সমসময়িক। চন্দেরির দুর্গ ৮৬২ খৃঃ ঐই ভোজদেবের অধিকারভুক্ত ছিল। (Journal of A. S. of Bengal for 1881, I. 8.)

৯৭৩—৯৯৭ খৃঃ পর্য্যন্ত পঁচিশ বৎসর কাল তৈলপ দক্ষিণাপথে রাজত্ব করেন। ৯৯৪ খৃঃ মুঞ্জরাজ মালবের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া ডাক্তর ভণ্ডারকর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হন। অতএব মুঞ্জদেব ৯৯৪ খৃঃ এবং ৯৯৭ খৃঃ মধ্যে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন *। ইহা হইতে আমরা ৯৯৫ খ্রীঃ মুঞ্জদেবের মালবে রাজত্বের শেষ বৎসর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। সম্ভবতঃ ৯৯৬ খৃঃ তাঁহার জীবলীলার অবসান হয়। এই ঘটনা হইতে তৈলপ ও মুঞ্জরাজের বংশধরদিগের মধ্যে ঘোরতর বিদ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা উৎপন্ন হয়। মুঞ্জরাজের মৃত্যুকালে তাঁহার ভ্রাতা সিংহরাজ জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতিনিধিরূপে মালব শাসন করিতেছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে কোনও চেষ্টা করেন নাই। সেতারার শাসনপত্রে সিংহরাজের রাজত্বের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। জনপ্রবাদ এবং ভোজদেবের জীবনী হইতেও ইহা সপ্রমাণিত হইতেছে। 'ভোজচরিত্রে' বর্ণিত আছে যে, মুঞ্জরাজের মৃত্যুকালে ভোজদেব একান্ত বালক ছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর রাজ্যশাসন আরম্ভ করেন†। মুঞ্জরাজের অপমৃত্যু সম্বন্ধে একখানি নাটক রাজপ্রাসাদে অভিনীত হয়। তদ্দর্শনে ভোজদেব পিতৃব্যের অপমৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই ভোজদেব বহুতর সৈন্যের সহিত দক্ষিণাপথ আক্রমণ করেন। তৈলপ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মালবরাজের হস্তে পতিত হন। মুঞ্জরাজের

---

* Dr. R. G. Bhandarkar's Report on the search for Sanskrit Mss during 1882-83, p. 45.

† Dr. Bhandarkar's "Early History of Dekkan," p. 6২.

প্রতি যে সকল অসদ্ব্যবহার তৈলপ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, ভোজদেবের আদেশে তৈলপের প্রতি সেই সকল দুর্ব্যবহার ও যাতনা বিহিত হয়। অবশেষে ভোজদেবের আদেশে তৈলপের শিরচ্ছেদ হয়।

ভোজচরিত্রের এই সকল বর্ণনা একবারে অমূলক নহে। ৯৯৭ খৃঃ তৈলপের মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রতি ভোজদেবের দণ্ড-বিধান একান্ত অসম্ভব। তৈলপের পৌত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য ১০০৮খৃঃ হইতে অল্প কাল পৈতৃক রাজ্যশাসন করেন।* সম্ভবতঃ এই বিক্রমাদিত্য ১০১৬ খৃঃ এই ভোজদেব দ্বারা আক্রান্ত, পরাজিত ও নিহত হন। ভোজরাজ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী চেদি ও গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, চালুক্যরাজের অধিকার মধ্যে আপতিত হন বিক্রমাদিত্য তাঁহা-দের আক্রমণ নিবারণের জন্য উপস্থিত হইয়া, সম্মিলিত রাজন্য-বর্গের দ্বারা পরাজিত ও নিহত হন।

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা জয়সিংহ (=জগদেকমল্ল) পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, মালব-রাজের প্রতিষ্ঠিত রাজন্যবর্গের একতা ভঙ্গ করিতে কৃতকার্য্য হন। জয়সিংহ উত্তরভারতের নৃপতিবর্গের সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া, মালবপতি ভোজরাজের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। ৯৪১ শকা-ব্দের (১০১৯খৃঃ) লিখিত একখানি শাসনপত্র হইতে এই বিবরণ পাওয়া যাইতেছে †।

জয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সোমেশ্বর (=আহবমল্ল)

* Journal of R. A. S. (IV. 4) and Bhandarkar's "Dekkan" p 90.

† Indian Antiquary (V. 17.)

১০৪০ খৃঃ দক্ষিণাপথে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। তিনি কল্যাণ নগরে আপনার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ভোজরাজের রাজধানী ধারা নগরী আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করেন। ভোজদেব নগর হইতে পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করেন; সোমেশ্বর চেদিরাজের রাজধানী ত্রিপুরী আক্রমণ করিয়া, তাহা অধিকার করেন। চেদীশ্বর কর্ণদেব রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে বাধ্য হন। বিদ্যাপতিবিহ্লন স্বরচিত "বিক্রমাঙ্কদেব চরিত" নামক ঐতিহাসিক কাব্যের প্রথম অধ্যায়ে সোমেশ্বর কর্তৃক ধারা ও ত্রিপুরী আক্রমণের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। কল্যাণরাজ সোমেশ্বর কান্যকুব্জের অধীশ্বরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, তাঁহাকে পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করেন। *

সোমেশ্বরের দ্বারা চেদিরাজ্যের রাজধানী ত্রিপুরী আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব্বেই ভোজদেবের মৃত্যু হয়। ভোজরাজের মৃত্যুর পূর্ব্বেই চেদীশ্বর কর্ণদেব গুজরাটের অধিপতি ভীমদেবের সহিত সম্মিলিত হইয়া, উভয় দিক হইতে মালব আক্রমণের উদ্যোগ করেন। ভোজদেবের মৃত্যুর পর উভয়ের সম্মিলিত সেনার দ্বারা মালবের রাজধানী ধারা নগরী বিধ্বস্ত হয় বলিয়া, মেরুতুঙ্গ সূরির "ভোজপ্রবন্ধে" ও গুজরাটের ইতিহাস 'রাসমালা'তে বর্ণিত হইয়াছে। চেদিরাজ কর্ণদেবের ১০৫০ খৃঃ মৃত্যু হয়। ইহা আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রদর্শন করিব। সোমেশ্বরের দ্বারা কর্ণদেব রাজ্যচ্যুত ও নিহত হন বলিয়া 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিতে' বর্ণিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত আমরা ভোজরাজের মৃত্যুকাল ১০৪৯ খৃঃ বলিয়া উপরে নির্দ্দেশ করিয়াছি।

* Indian Antiquary VII. 19.

ডাক্তর মিত্রের মতে ১০২৬—৮৩ খৃঃ পর্য্যন্ত ভোজদেব ধারার সিংহাসনে অষ্টপঞ্চাশৎ বর্ষ কাল রাজত্ব করেন। এই মত যে নিতান্ত অমূলক ও ভ্রমাত্মক তাহা আমরা যথাসাধ্য প্রদর্শন করিলাম। ডাক্তর ভণ্ডারকরের মতে ভোজরাজ ৫৩ বৎসর পর্য্যন্ত মালবে রাজত্ব করেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে ভোজরাজের রাজত্বকালের কোন সময় নির্দ্দিষ্ট করেন নাই। তাঁহার লিখনভঙ্গী দৃষ্টে বোধ হয়, তিনি ৯৯৭—১০৪৯ খৃঃ বা তৎসন্নিহিত কাল ভোজরাজের সময় বলিয়া অনুমান করেন। মুঞ্জরাজের মৃত্যুকালে ভোজদেব অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ছিলেন। অতএব সেই সময়ে মালবের শাসন-দণ্ড পরিচালনে ভোজদেব সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন। সেই বালককালে তাঁহার রাজ্যারম্ভ হয় এবং মুঞ্জদেবের অব্যবহিত পরে তিনি রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন, জনপ্রবাদ ভিন্ন ইহার অন্য কোনও প্রমাণ নাই। ভোজচরিত্র ও ভোজপ্রবন্ধের উপাখ্যান স্থানে স্থানে সত্য হইলেও, আদ্যোপান্ত সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। তাহা হইলে কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ ও দামোদরমিশ্র প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক কবিগণকে ভোজরাজের সভাসদ গণ্য করিয়া, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নের চেষ্টায় কাহাকেও বিব্রত হইতে হয় না।

সেতারার শাসনপত্রের বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, বাক্‌পতিরাজ মুঞ্জদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং সিংহরাজদেবের পর তাঁহার পুত্র ভোজদেব মালবে রাজত্ব করেন। এই জন্য আমরা প্রচলিত কিংবদন্তী ও ভোজদেবের জীবনীর উপাখ্যানের মত অগ্রাহ্য করিয়া, ভোজদেবের রাজত্বকাল ১০১৫—৪৯ খৃঃ পর্য্যন্ত পঁচিশ বৎসর কাল

অবধারণ করিয়াছি। ডাক্তর মিত্র ও ভণ্ডারকর প্রভৃতি পণ্ডিত শিরোমণিদিগের নির্দ্দিষ্ট ভোজরাজের সুদীর্ঘ রাজত্বকাল বিষয়ক অভিমত, আমাদের নিকট একান্ত ভ্রান্ত ও অমূলক বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। ভোজরাজের রাজত্বকালে সুবিখ্যাত মুসলমান ঐতিহাসিক আবুরিহান আলবিরুণী ভারতবর্ষের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ১০৩১ খৃঃ তাঁহার গ্রন্থ রচিত হয়। তিনি ভোজদেবের সমসাময়িক গ্রন্থকার। তাঁহার গ্রন্থে ভোজরাজের উল্লেখ আছে। ১০২২ খৃঃ উৎকীর্ণ ভোজদেবের নামাঙ্কিত একখানি শাসনলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে *।

ভোজরাজের প্রণীত মনুসংহিতার ভাষ্য এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে। কুল্লুকভট্ট ও গোবিন্দরাজের প্রণীত মনু স্মৃতির ভাষ্যে এবং বিজ্ঞানেশ্বরের "মিতাক্ষরায় তাহার উল্লেখ দেখা যায় †। ভোজরাজের রচিত 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ,' 'অমরকোষের টীকা', "তত্ত্বপ্রকাশ" (শৈবদর্শন) 'যুক্তিকল্পতরু,' 'পুরাণ সিদ্ধান্তসংগ্রহ,' 'চম্পূরামায়ণ', এবং রাজমার্ত্তণ্ড' নামে পাতঞ্জল যোগসূত্রের ভাষ্য বিদ্যমান আছে। 'যুক্তিকল্পতরু'তে রাজধর্ম্ম, গৃহস্থধর্ম্ম ও মণি গজাদির পরীক্ষা বিবৃত হইয়াছে।

কুমারপাল চরিত নামে একখানি জৈনগ্রন্থের মতে ১০৭৯ সংবতাব্দে (১০২৩ খৃঃ) বাক্‌পতিরাজ ধারা নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই বৎসর জৈনাচার্য্য দুর্লভ পর্য্যটন উপলক্ষে ধারানগরে উপস্থিত হইয়া, বাক্‌পতিরাজকে ধারার সিংহাসনে

* Indian Antiquary (VI. 54) and A. Weber's History of Indian Literature, 1878 (201, and 319)

† Dr. J. Jolly's Tagore Law Lectures for (883-1885,) p. 8, 9.

উপবিষ্ট দর্শন করেন। অধ্যাপক লাসেন সাহেবের প্রবন্ধ হইতে ডাক্তর মিত্র স্বরচিত 'ভোজরাজ' শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিবরণ গ্রহণ করেন *। মূল পুস্তকের অভাবে আমরা এই কথার উপর কোনও ক্রমে আস্থাবান হইতে পরিতেছি না। ইহা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া আমাদের বোধ হয়।

কোলাপুরের শিলাহারবংশে দুই জন ভোজ আবির্ভূত হন। অনুমান ৯৪৯ খৃঃ কোলাপুরে ইহাদের আধিপত্য স্থাপিত হয়। অন্ধ্রভৃত্য ও চালুক্যবংশের আবির্ভাবের পূর্ব্বে দাক্ষিণাপথের অন্তর্গত সুপ্রাচীন টগর নগরীতে ইহঁাদের অধিকার প্রথমতঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর আরম্ভে সমগ্র কঙ্কন দেশে তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। এই বংশীয় প্রথম ভোজদেব মারসিংহের দ্বিতীয় পুত্র। ৯৮০ শকাব্দে (১০৫৮ খৃঃ) উৎকীর্ণ এই মারসিংহের এক শাসনলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম ভোজের ভ্রাতা গোণ্ডরাদিত্যের পৌত্র দ্বিতীয় ভোজদেব ১১৭৯—১২০৫ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন †। শেষ ভোজের সময়ে ১১২৭ শকাব্দে (১২০৫ খৃঃ) সোমদেব সূরি নামে জনৈক জৈনাচার্য্য পূজ্যপাদের সংস্কৃত ব্যাকরণের "শব্দার্ণবচন্দ্রিকা" নামে যে ভাষ্য রচনা করেন, তাহার প্রতিলিপি পুনার "ডেকান কলেজের" পুস্তকাগারে বিদ্যমান আছে।

কবিরাজ রাজশেখরের সময় নির্ণয় উপলক্ষে কনোজের অধিপতি দুইজন ভোজদেবের নাম ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

* Dr. Mitra's Indo-Aryans (II. 403).

† Dr. R. G. Bhandarkar's "Early History of Dekkan", p. 96.

তাঁহারা উভয়েই খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে কান্যকুব্জের রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মালবরাজ ভোজদেবের সময় নিরূপণ প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এই নামধারী যে সকল নৃপতি আবির্ভূত হন, তাঁহাদের বিবরণ এই প্রবন্ধে সংগৃহীত হইল। ভোজদেবের রচিত গ্রন্থে তাঁহার যে পরিচয় আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব।

"যস্যাখিলং করতলামলকক্রমেণ
দেবস্য বিস্ফুরতি চেতসি বিশ্বজাতং।
শ্রীভোজদেবনৃপতিঃ স শিবাগমার্থ-
তত্ত্বপ্রকাশনসমানমিমং ব্যধত্ত॥" (তত্ত্বপ্রকাশ)

"দৃষ্ট্বা রোগৈঃ সমগ্রৈ র্জনমবশমিমং সর্ব্বতঃ পীড্যমানং
যোগানাং সংগ্রহোঽয়ং নৃপতিশতশিরোধিষ্ঠিতাজ্ঞেন রাজ্ঞা।
কারুণ্যাৎ সন্নিবদ্ধঃ স্ফুটপদপদবীসুন্দরোদ্দামবন্দ্যো
বৃত্তে রুদ্ধ, ত্তশপ্রক্রমমথনপটুনা রাজমার্ত্তণ্ড-নামা॥
সমস্ত পাথোনিধিবীচিসঞ্চয়প্রবর্ত্তিতান্দোলন-কেলিকীর্ত্তিনা
প্রকাশিতো ভোজনৃপেণ দেহিনাং হিতায় নানাবিধযোগসংগ্রহঃ॥"
(রাজমার্ত্তণ্ড)

"নানামুনিনিবন্ধানাং সারমাকৃষ্য যত্নতঃ।
তনুতে ভোজনৃপতি যুক্তিকল্পতরুং মুদে॥" (যুক্তিকল্পতরু)

ভোজরাজের প্রণীত "পুরাণসিদ্ধান্তসংগ্রহ" প্রবন্ধের টীকা জৈনাচার্য্য সোমেশ্বর দ্বারা রচিত হয়।

"সোমং সোমেশ্বরং নত্বা সোমসোমার্দ্ধধারিণং।
সোমেশ্বরেণ বিবৃতো ভোজসিদ্ধান্তসংগ্রহঃ॥"

জগদ্ধর ঠাকুর।

জগদ্ধর একজন বিখ্যাত টীকাকার। তিনি বহুতর সংস্কৃত পুস্তকের টীকা রচনা পূর্ব্বক আপনার বিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। এই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সর্ব্ব-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, নানাবিধ কাব্যের টীকা রচনা করেন। তাঁহার পিতার নাম রত্নধর ও মাতার নাম দময়ন্তী। তিনি চণ্ডেশ্বর পণ্ডিতের বংশধর এবং বিদ্যাধরের পৌত্র বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। চণ্ডেশ্বর, বেদেশ্বর, রামেশ্বর, গদাধর ও বিদ্যাধর তাঁহার উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধতন পুরুষ। তাঁহার প্রপিতামহ গদাধর থুরাম (?) নগরে বসতি স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ জগদ্ধর মিথিলায় আবির্ভূত হন। তিনি মিথিলারাজের ধর্ম্মাধিকরণিকের (বিচারকের) পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

তিনি "তত্ত্বদীপনী" নামে কবি সুবন্ধুর রচিত বাসবদত্তার টীকা রচনা করেন। এই টীকার আরম্ভে ও শেষ ভাগে তিনি যে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"নত্বা গুরূন্ গুণগুরূনবলোক্য টীকাং
বিশ্বাদি-কোষনিবহান্ সুবিচার্য্য বুদ্ধ্যা।
শ্রীমান্ জগদ্ধর ইমাং বিতনোতি টীকাং
গূঢ়ার্থবোধনিপুণাং ভরতাদিবিজ্ঞঃ॥
বিদ্যাগুণালঙ্করণে পবিত্রে
ছত্রে বিচিত্রে অপি ধারিতে তে।
নৈয়ায়িকেনাপি কবীশ্বরেণ
টীকা কৃতাতেন জগদ্ধরেণ॥

যেনাপাঠি কঠোরগোতমমতং বৈশেষিকং খণ্ডনং,
যেনাশ্রাবি সকোষকাব্যনিবহ স্তৎপাণিনীয় মতং।
ছন্দোঽলঙ্করণঞ্চ যেন ভরতং তৎকামশাস্ত্রং শ্রুতং,
তেনানেন জগদ্ধরেণ কবিনা টীকা কৃতেয়ং মুদা॥
নানাকোষবতী নিতান্তচতুরা রম্যার্থস্বার্থার্থিনী,
নানালঙ্কৃতিসুন্দরী রসবশা শুদ্ধান্বয়া ভাবিনী।
নির্দ্দোষা কুলজাঙ্গনেব গুণিনী টীকা মমেয়ং ততঃ
স্তামেনাং নৃপালয়স্তু কৃতিন, স্তেভ্যো নমঃ সর্ব্বদা॥
লব্ধো দুর্লভশাসনং সুরাগণগ্রামোঽভিরামো গুণৈ,
র্বিদ্যাবংশবিভূষিতে অপি শুভে ছত্রে উভে ধারিতে।
যেনায়ং সমভূদ্দ্বিজাতিতিলক শ্চণ্ডেশ্বরঃ পণ্ডিতো
মীমাংসৈকরহস্যবস্তুহৃদয়ো দাতাবদাতাশয়ঃ॥

তস্মাদভূজ্জলনিধেরিব শুভ্রভানু
র্বেদেশ্বরো বিবিধতন্ত্ররহস্যবেত্তা।
তস্মাদজায়ত বিশুদ্ধিনিধানমূর্ত্তী
রামেশ্বরো গুরুমতৈকরহস্যবস্তুঃ॥

কৈবর্ত্তীশাসনং যেন লব্ধং জগতি দুর্লভং।
তর্করাদ্ধান্তশুদ্ধান্তঃকরণোঽসৌ গুণাধিকঃ॥

তস্মাদজায়ত গদাধরনামধেয়ো
ধীরো গদাধর ইব প্রথিতঃ পৃথিব্যাং।
সো হয়ংথুরান-নগরে পদমাপ শিষ্টাং
মীমাংসকো বিমলকীর্ত্তি-পবিত্রমূর্ত্তিঃ॥

বিদ্যাধরমঞ্জীজনদেব পুত্রং
মীমাংসকং গুণিহিতং শুচিতাধিবাসং।
সত্তর্ক-কর্কশ-রহস্যনমস্তবস্তু—
—বোধং নিজান্বয়সরোজবিকাশভানুং।

মহ্যধরং বরমেক-সুপুত্রং শুদ্ধযশাঃ সমসূত বিশুদ্ধং।
যেন জিতা গুণিনো ম—তে সর্ব্বগুণেন বসন্তি ভুয়ো॥

দময়ন্ত্যামরং ধীরো লেভে সুতমরিন্দমং
শ্রীজগদ্ধরনামানং অনর্ঘগুণশালিনং॥" (তত্ত্বদীপনী)

সুবন্ধু খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে বা সপ্তম শতাব্দীর আরম্ভে বাণভট্টের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। হর্ষ চরিতের উপক্রমণিকায় বাণভট্ট আপনার পূর্ব্বতন কালিদাসাদি কবির সহিত সুবন্ধুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবাদ আছে যে, সুবন্ধু বররুচির ভাগিনেয়। পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রথম শ্লোকে জগদ্ধর "বিশ্বকোষ" নামক অভিধানের এবং তৃতীয়শ্লোকে শ্রীহর্ষের প্রণীত 'খণ্ডনখণ্ড খাদ্য' নামক দর্শন গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কনোজের রাজসভাসদ মহেশ্বর কবিরাজ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই "বিশ্বকোষ" সঙ্কলিত করেন। নৈষধের কবি শ্রীহর্ষ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হন। ইহা আমরা "ভট্টোজী দীক্ষিত" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি। জগদ্ধর ভিন্ন শিবরাম ত্রিপাঠী ও রামদেব মিশ্র বাসবদত্তার টীকা রচনা করেন। রামদেব মিশ্রের কৃত টীকার নাম "তত্ত্ব-দীপিকা।" ইহা ৩৫২ লক্ষ্মণাব্দে (১৪৫৯ খৃঃ) রচিত হয়।

জগদ্ধর "রসদীপিকা" নামে মহাকবি কালিদাস প্রণীত 'মেঘদূত' কাব্যের টীকা রচনা করেন। এই টীকার আরম্ভে তিনি কবি কালিদাসকে মিশ্র উপাধিতে পরিচিত করিয়াছেন। মল্লিনাথ, কল্যাণমল্ল, ভগীরথ মিশ্র, সনাতন গোস্বামী, ভরত মল্লিক, রামনাথ তর্কালঙ্কার ও হরগোবিন্দ বাচস্পতি—এই মেঘ-

দূতের টীকা বিভিন্ন সময়ে রচনা করিয়াছেন। বিশ্বনাথ মিশ্রের "মেঘদূতার্থ মুক্তাবলী", ভগীরথ মিশ্রের "তত্ত্বদীপিকা", রাজর্ষি কল্যাণমল্লের "মালতী", শাশ্বতের "মেঘদূতটীকা", এবং জগদ্ধরের "রসদীপিকা" ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের যত্নে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

জগদ্ধর মহাকবি ভবভূতি প্রণীত 'মালতীমাধব' নাটকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন। তিনি মহাভারতীয় ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত 'ভগবদ্ গীতার "গীতাপ্রদীপ" নামে ভাষ্য রচনা করেন। শঙ্করাচার্য্যের রচিত ভাষ্য অবলম্বনে তিনি এই "গীতাপ্রদীপ" রচনা করেন। জগদ্ধরের ভাষ্য ভিন্ন রামচন্দ্র সরস্বতীর 'গীতাতাৎপর্য্য শুদ্ধি', জয়রাম তর্কবাগীশের 'সারার্থ-সংগ্রহ', শ্রীধর স্বামীর "ভাষ্য-সুবোধিনী" বলদেব বিদ্যাভূষণের 'গীতাভূষণ ভাষ্য', মুকুন্দদাসের 'ভাবার্থ দীপিকা', শঙ্করানন্দ সরস্বতীর "গীতাতাৎপর্য্যবোধিনী," কেশব ভট্টের 'গীতাতত্ত্বপ্রকাশিকা', কল্যাণ ভট্টের 'রসিকরঞ্জনী', সূর্য্যপণ্ডিতের পরমার্থ মধুসূদন সরস্বতীর "গূঢ়ার্থদীপিকা" প্রণা ব্যাসের 'ভাবপ্রকাশ', কৈবল্যানন্দ সরস্বতীর 'গীতাসার' এবং সদানন্দ রামানুজ আচার্য্যের "গীতাভাষ্য" বর্ত্তমান আছে।

জগদ্ধর মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত "দেবীমাহাত্ম্যের" "দুর্গাটীকা" নামে টীকা প্রণয়ন করেন। গৌরীবর শর্ম্মার 'বিদ্বন্মনোরমা', কামদেব কবিবল্লভের 'চণ্ডীটীকা', নাগোজী (নাগেশ) ভট্টের 'সপ্তশতীব্যাখ্যান' ও তাঁহার পিতা শিবভট্টের 'সপ্তশতীব্যাখ্যান', গদাধর তর্কাচার্য্যের 'দেবীমাহাত্ম্যটীকা', শান্তনু চক্রবর্ত্তীর 'চণ্ডিকাভাষ্য', চতুর্ভুজমিশ্রের 'দুর্গাববোধিনী', ভগীরথ

পীতমুণ্ডীর * 'বিজয়া', এবং একনাথ ভট্টের 'অন্বয়ার্থপ্রকাশিকা' বিদ্যমান আছে।

জগদ্ধর কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা আবশ্যক। তিনি চণ্ডেশ্বর পণ্ডিতের অধস্তন ষষ্ঠ বংশধর বলিয়া স্বপ্রণীত 'তত্ত্বদীপনী'তে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই চণ্ডেশ্বর খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আরম্ভে "রত্নাকর" নামে সাত খানি প্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। ইতিপূর্ব্বে তাহা প্রবন্ধান্তরে প্রদর্শিত হইয়াছে। অনুমান ১২৭০ খৃঃ হইতে ১৩৩০ খৃঃ পর্য্যন্ত চণ্ডেশ্বর ঠকুর জীবিত ছিলেন। পাঁচপুরুষে এক শতাব্দী গণনা করিয়া, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জগদ্ধরের আবির্ভাব কাল পাওয়া যাইতেছে। জগদ্ধর চণ্ডেশ্বর ঠাকুরের উপযুক্ত বংশধর ছিলেন। তিনি ধর্ম্মাধিকারীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি মিথিলার রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের অধীনে এই সম্মানিত পদে অধিরূঢ় ছিলেন। এই প্রতাপরুদ্রদেব রাজ-পণ্ডিত কামেশ্বর ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের শেষ নরপতি।

এই রাজা প্রতাপরুদ্রদেব এক জন মৈথিল-গ্রন্থকার। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ সিংহ। রাজকুমার বিশ্বনাথ সিংহ "চম্পূরামায়ণ" নামে গদ্য পদ্যময় একখানি কাব্য রচনা করেন।

---

* ভগীরথ মাঘাদিকাব্যেরও টীকা রচনা করেন বলিয়া এই "বিজয়া" টীকার আরম্ভে লিখিয়াছেন।—

"যঃ পীতমুণ্ডীকুলভূষণমগ্রজন্মা
মাঘাদিকাব্যস্য চকার টীকাং।
স শ্রীভগীরথ-কবি বিজয়াভিধানাং
এতামত মন্দমতিবোধকরীং করোতি।"

তাঁহার রচিত "সর্ব্বসিদ্ধান্ত" নামে একখানি বৈদান্তিক পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে পাঁচ অধ্যায়ে রামচন্দ্রের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। * বিশ্বনাথসিংহ নর নারায়ণ নামেও পরিচিত ছিলেন। এই নরনারায়ণ বিশ্বনাথসিংহের পুত্র প্রতাপ রুদ্র (রুদ্রচন্দ্র) দেব খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিথিলায় রাজত্ব করেন।

মহর্ষি আপস্তম্বের প্রণীত শ্রৌতসূত্র অবলম্বনে রাজা প্রতাপ-রুদ্রেদেব "অগ্নিহোত্রহোম" নামে বৈদিক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে তিনি নরনারায়ণের পুত্র বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। ডাক্তর মিত্র নরনারায়ণ শব্দের স্থলে 'তারোনারায়ণ' পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। †

"শ্রীনৃসিংহং শ্রিয়া যুক্তং গণেশঞ্চ সরস্বতীং।
আপস্তম্বমুখান্ মান্যান্ প্রণম্য পিতরং গুরুং॥
নরনারায়ণ-সুতো রুদ্রদেব ইতি শ্রুতিঃ।
তেনাগ্নিহোত্রহোমোঽয়ং তন্যতে প্রীতয়ে সতাং॥"

মিথিলার রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের ন্যায় উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবও এক জন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। তিনি ১৫০৪-৩২ খৃঃ পর্য্যন্ত উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। ১৫১৫ খৃঃ তিনি "সরস্বতীবিলাস" নামে স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের নানা স্থানে "মিতাক্ষরার" মত উদ্ধৃত ও সমালোচিত হইয়াছে ‡ তিনি "উষারাগোদয়" ও "যযাতিচরিত্র" নামে দুইখানি নাটক

* Dr. Mitra's "Notices of Sanskrit Mss." (VII. 100)

† Dr. Mitra's "Notices of Sanskrit Mss." II. 239, III. 192 and IV. 142.)

‡ Dr. J. Jolly's "Tagore Law Lectures for 1883," p. 21

রচনা করেন। "উষারাগোদয়" চারি অঙ্কে বিভক্ত। ইহাতে বাণতনয়া উষার সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারই আদেশক্রমে বাসুদেব সার্ব্বভৌম 'অদ্বৈতমকরন্দ' নামক সুপ্রসিদ্ধ বৈদান্তিক গ্রন্থের টীকা রচনা করেন এবং বৈষ্ণবচূড়ামণি রামানন্দ রায় "জগন্নাথবল্লভ" নাটক পাঁচ অঙ্কে রচনা করেন। তিনি প্রেমাবতার চৈতন্যদেব ও বিজয়নগরের বিখ্যাত রাজা কৃষ্ণরায় দেবের সমসাময়িক। রাজা কৃষ্ণরায়ের সভাসদ অপ্পয়ী দীক্ষিত স্বরচিত "কুবলয়ানন্দ" অলঙ্কার গ্রন্থে রুদ্রদেবের বদান্যতা সম্বন্ধে নানা কবিতা উদাহরণস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন *।

স্মার্ত্ত মিত্র মিশ্র।

মিত্র মিশ্র "বীরমিত্রোদয়" নামে সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পিতার নাম পরশুরাম মিশ্র ও পিতামহের নাম হংস পণ্ডিত। বুন্দেলখণ্ডের বুন্দেলা জাতীয় রাজা বীরসিংহের আদেশে মিত্র মিশ্র "বীরমিত্রোদয়" রচনা করেন। রাজা বীরসিংহের পিতার নাম মধুকরসাহ ও পিতামহের নাম প্রতাপরুদ্র। মিত্র মিশ্রের প্রণীত গ্রন্থ হইতে তাঁহার আশ্রয়দাতা রাজার ও তাঁহার নিজের তিন পুরুষের নাম পাওয়া যাইতেছে। বীরসিংহের পৌত্র বীরভদ্রের আদেশে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রদ্যোতন মিশ্র "চন্দ্রালোকপ্রকাশ" নামে 'চন্দ্রালোক' নামক অলঙ্কার গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। প্রদ্যোতনের পিতার নাম বলভদ্র মিশ্র এবং মাতার নাম বিজয়শ্রী। বলভদ্রের তিন পুত্র—গোবর্দ্ধন, বিশ্বনাথ, ও পদ্মনাথ (প্রদ্যোতন)।

* Dr. H. H. Wilson's "Hindu Theatre" (II.388 and I. LXX.

রাজা মধুকর সাহ ১৫৯২ খৃঃ প্রাণত্যাগ করেন। তদনন্তর তাঁহার পুত্র নরসিংহ (বীরসিংহ) দেব পৈতৃক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সম্রাট আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জা সেলিম (পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর) সাহজাদার অনুরোধে সম্রাটের প্রিয়তম সুহৃৎ ও মন্ত্রী সুবিখ্যাত আবুলফাজলকে দক্ষিণাপথ হইতে প্রত্যাগমন কালে এই বীরসিংহ সানুচর নিহত করেন। ১৬০২ খৃঃ (১০১১ হিঃ) ১৩ আগষ্ট এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। আবুল ফাজলের ছিন্ন মস্তক আলাহাবাদে সেলিম সমীপে উপহার প্রেরিত হয়। মির্জাসেলিম জাহাঙ্গীর নামে দিল্লীর সিংহাসনে ১৬০৫ খৃঃ আরূঢ় হইয়া, বরীসিংহ দেবকে তিন হাজার সৈন্যের মনসবদারী পদে উন্নীত করেন। পরে তিনি চারিহাজারের মনসবদারী পদ প্রাপ্ত হন। মথুরা নগরে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজা বীরসিংহ যে দেবমন্দির নির্ম্মাণ করেন, হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী সম্রাট আরঙ্গীব (আলমগীর) কর্ত্তৃক তাহা মসজিদে পরিণত হয়। ১৬২৬ খৃঃ রাজা বীরসিংহের মৃত্যু হয়।

মিত্রমিশ্র স্বরচিত গ্রন্থে নিজের নামের সহিত তাঁহার আশ্রয়দাতা প্রভু বীরসিংহদেবের নাম গ্রথিত করিয়া, তাহা "বীরমিত্রোদয়" নামে পরিচিত করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এই সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতি পুস্তক রচিত হয়। দায়াধিকার সম্বন্ধে "বীরমিত্রোদয়" নিবন্ধ বারানসী ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া সম্মানিত হইয়াছে। ডাক্তর জলির মতে মিত্র মিশ্র খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর গ্রন্থকার *।

* Dr. J. Jolly's "Tagore Law Lectures for 1883 (1885) p. 28

"প্রত্যাশং পরিবর্দ্ধিতে হর্থিজনতা দৈন্যান্ধকারাপহে,
শ্রীমদ্ বীরমৃগেন্দ্র-দান-জলধি র্যদ্বক্ত্র-চন্দ্রোদয়ে।
রাজ্ঞাদেশতো মিত্রমিশ্রবিদুষ স্তস্তোক্তিভি র্নির্ম্মিতে,
গ্রন্থেহস্মিন্ পরমাহ্নিকোক্তিভণিতঃ পূর্ত্তিং প্রকাশোঽ গমৎ॥

ইতি শ্রীমৎ-সকলসামন্ত-চক্রচূড়ামণি-মরীচি-মঞ্জুরী-নীরাজিত-চরণকমল- শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ-প্রতাপরুদ্র-তনুজ- শ্রীমন্মহারাজ-মধুকরসাহ- সূনু-শ্রীমহারাজাধিরাজ- চতুরুদধিবলয়-বসুন্ধরা-হৃদয়-পুণ্ডরীক-বিকাস-দিনকর-শ্রীবীরসিংহদেবদ্যোতিত—শ্রীহংস-পণ্ডিতাত্মজ-শ্রীপরশুরামমিশ্রসূনু-সকল বিদ্যাপারাবারীণ-জগদ্দারিদ্র্য-মহাগজপারীন্দ্র-বিদ্বজনজীবন-শ্রীমিত্রমিশ্রকৃতে শ্রীবীরমিত্রোদয়াভিধ-নিবন্ধে আহ্নিক-প্রকাশঃ পূর্ত্তিমগাৎ। (আহ্নিকপ্রকাশ) *

রাজা প্রতাপরুদ্র দ্বারা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে উর্চ্চা নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। বুন্দেলা রাজপুতগণ অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ১৭৩৫ খৃঃ উর্চ্চার রাজবংশের এক শাখা দত্তিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। প্রদ্যোতন মিশ্র ভট্টাচার্য্যের রচিত "চন্দ্রালোক প্রকাশে" রামচন্দ্র বীরসিংহ দেবের পুত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। রামচন্দ্রের পুত্রের নাম বীরভদ্র।

"অস্তি স্থিতৌ তু নগরী মহত্যযোধ্যা ভবত্যখিলা।
ইতি রঘুবংশাদধিকো জয়তি বন্দোলাভিধো বংশঃ॥
দেবপতেরিব শক্তি র্যস্য জয়ে ভূভৃতাং প্রথিতা।
শ্রীবীরসিংহদেবস্তত্র ধরামণ্ডলে জাতঃ॥
দশরথতো রঘুপতিরিব তস্মাদিহ বীরভানুভূপালঃ।
আবদ্ধধর্ম্মসেতু র্জগতি সমুদ্রে সমুদ্ভূতঃ॥

Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. (II. 227)

তত্তনয়ো নয়নির্ম্মলকীর্ত্তিঃ স্বর্নিম্নগাকমলে।
শ্রীরামচন্দ্রদেবো দূষণ-হন্তা সমুল্লসতি॥
শ্রীবীরভদ্রদেবো বৈরিবধূগীতসৎ-কীর্ত্তিঃ।
জয়তি তদীয়স্তনয়ঃ কবিনেষ্টী দৈবতারামঃ॥
ক্রিয়ন্তে তস্য নির্দ্দেশাচ্চন্দ্রালোক প্রকাশোঽয়ং।
শরদাগম ইতি বিদিতো ভট্টাচার্য্যেন যত্নেন॥" (চন্দ্রালোকপ্রকাশ)

এই প্রদ্যোতন মিশ্রের ভ্রাতা বিশ্বনাথ 'মেঘদূত' কাব্যের "মুক্তাবলী" নামে টীকা রচনা করেন। অপর ভ্রাতা বর্দ্ধমান মিশ্র 'তর্কানুভাষার' টীকা প্রণয়ন করেন। প্রদ্যোতন মিশ্রের অপর নাম পদ্মনাথ। পদ্মনাথ মিশ্র উদয়নাচার্য্যের প্রণীত 'গুণকিরণাবলীর "ভাস্কর" নামে টীকা রচনা করেন।

"উপদিষ্টা গুরুচরণৈরস্পৃষ্টা বর্দ্ধমানেন।
কিরণাবল্যামর্থা স্তন্যন্তে পদ্মনাথেন॥
বিলসদ্-বর্দ্ধমানাপি তিরোহিত-দিবাকরা।
সকলার্থপ্রকাশায় ন ক্ষমা কিরণাবলী॥
বলভদ্রমুখাম্ভোজ-বচনা-হৃদয়াচলাৎ।
উদিতো ভাস্কর স্তস্মাদরেণ নিষেব্যতাং॥

"য স্তর্কদুস্তরতরার্ণব-কর্ণধারো
বেদান্তবর্ত্ম নিরতাধ্বগ-সার্থবাহঃ।
শ্রীপদ্মনাথরচিতেন দিবাকরেণ
তুষ্টোঽমুনাস্তু স কৃতী বলভদ্রমিশ্রঃ॥

ইতি শ্রীবলভদ্রাত্মজ-বিজয়শ্রীগর্ভসম্ভব-বিশ্বনাথানুজ-সকলশাস্ত্রারবিন্দপ্রদ্যোতনভট্টাচার্য্য-মিশ্রশ্রীপদ্মনাথকৃতঃ কিরণাবলী-ভাস্করঃ সম্পূর্ণঃ॥

(গুণকিরণাবলী ভাস্কর)

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।